রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

তেরে সাঁওলি সুরতি পাওয়ারিবে।
বৃন্দারেবনকে কুঞ্জগলনমে,
মুরলি বাজায়ে গেরেধারীরে ॥

রাগিণী ঝিঝিট - তাল ঢিমেতেতালা।

সেতমকরেদিঞা তেরি বনশীরে।
সেতম করেদিঞা মেসামরোয়াঁ মনহরে
লিন্নুরে তেরি বনাশী।
তণ্ডরে মণ্ডরে জাদুটোনামে
আজ ভুল গেঞিয়া সো করমকি বাত ॥

রাগিণী লুমঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

মোরি ননদো নিকোরিয়া জাগিরে।
সুনত সোহাগন নেশদিন জাগি
কুমত দেখে ডর লাগিরে ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

এ সেপাহি মডি আরজ আরজ শুনে জায়োরে
জানেওয়ালে।
কব কি মেষ ঠাড়ি ঠাড়ি আরজ করে মডমিয়া,
এতেনি আরজ শোরি মানলে জানেওয়ালে ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল জলদ তেতালা।

মারু রাজলোরে ধনওয়ারি মারু।
মেয় তো থারি দাসীওয়ারি জনম জনম কিয়ে,
আওয়ে নিহে লাগাকর পালোরে॥

রাগিণী সিন্ধু—তালপোস্ত (গজল)

এক দমসেরে বালিনম জানান বিয়া কদমতবোসম।
পেয়মানা, সেকন বরসেরে পেয়মানা বিয়া কদমতবোসম
একদস্ত সোরাহি ও দিগরদস্ত কদাহাগির।
মেয় নোষকুন এয় দেলবর মস্তানা বিয়া কদমতবোসম॥

রাগিণী কাফি সিন্ধু—তাল একতালা।

সুজান সঙ্গে নয়ন লাগ রহি কোবরজ মন্তিরে।
তেরোহি ধ্যান জ্ঞান মনমে বসত হেয়,
কুমার কান্হাইয়া হরে হরে হরে হরে হরে॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল পোস্ত।

ভরি বরসাতমে পরদেশী হুয়ে হামসে জোদা।
সুখ য়ো বরসাতকা কেসমতমে নেহি মেবে বদা॥
আবর মেবারদ মন মেশওম আজইয়ার জোদা।
মন জোদাগিরিয়া কুনম আবরে জোদা ইয়ার জোদা॥

রাগিণী গৌড় মল্লার—তাল কাওয়ালী।

তু ধন মত গরজে।
পিয়া বিনে মোহে কুছু না সোহাওয়ে॥
করতরে বাদর উমড ঘুমডওয়া,
বিজরি চুঁওকে মোরে হিয়ায়া লেরজে॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

শামকে সন্দেশা এক পাতি লিখি আই হেয়।
বেরহকে পাতিয়ামে ছাতিসে লাগায় রাখে,
সখীওঁনে হাতসে উধাসে বচাই ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঢিমেতেতালা।

দেলে বারিঞা না লবে সজন।
আলবে মেয় কান্দিয়া বান্দিয়াঁ তেরিঞা,
অন্তরকিসিনাল জাঁদা বিনাইঞা বে,
তেরি সোঁ সরমাদিঞা ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

গোরি তুঁনে নয়নোয়া লাগায়া যাদু ডারা
নয়নোয়া লাগাকে ভালা নাকিয়ে রে ॥
তেরেছি নজ মুখে মারা ॥

তেরানা ও চতুরং।

রাগিণী গুর্জ্জরী টোরি।—তাল কাওয়ালী।

তেলেল্লাল তাকে দিমদিম তাকে দিম দিম দিন তানানানা নানানানা দিক দিক দিক দিক তানানানা দিক দিক দিক তানানা তেক ধেক তেক ধেক তেলল্লাল তাক দিম তেলেল্লাল তাক দিম ॥

রাগিণী দরবারী টোড়ি—তাল জলদ তেতালা।

দানি দিম দারা তানা দেরে ওদানা তানা দেরে নাদে তোম ধে তোম তোম তোম তানা নানা না না আ ॥

রাগিণী ভুপালী—তাল ঢিমে তেতালা।

পয়েনা বাজনি বাজনি মোরিরে পায়েনা। রণ ঝণ রণঝণ রণঝণ রণ ঝণঝণ কে ঝণ কে ঝন ণণ ণণ ণ ॥

গাগা পাধা নিসা সারে গাগারে গাগারেসা, হাসনে চতু-রঙ্গে সোনা তাগে থুঙ্গা তাগে ঘুঙ্গা তাগেতেটে কেটে তাগে তাগে থুঙ্গা তাগে থুণুং ণুংণুং তানানা তানানা তানা নানা নানা না ॥

রাগিণী ছায়ানট—তাল তিওট।

দ্রেদ্রে তানানা তানা দেরে না তানা দেরে না তানানা। আ আ আ আআআ আ আ আ আ আ দানি। না দ্রে দ্রে দিম দিম তানানা নানা তানা দেরে না তান্না দেরে না তাদানি সাসা গামা পাপাপা মামা ধাধা পাপা নিধাপা সা নিধা পাপা রেরে গামা পাগাগা রেরে সা সা ॥

রাগিণী মিয়া কি মল্লার—তাল ঢিমে তেতালা।

ধেতেলে তানানা তোম দ্রেনা, তেদাদানি। না দ্রে-দ্রেদানি তোম দ্রেদ্রে দিয়া নারে দিয়া নারে দেরনা দেরনা তোম ॥ ও দানা তানোম তানোম তাদারে তানা নেতেনে তেদেরেদানি ও দানাদিম তানাদিম তানাদিম তানাদিম তোম ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

বাদ্যকাণ্ড।

"নবাদ্যেন বিনা যস্মাদ গীতং তালশ্চ শোভতে।
তস্মাস্মাঙ্গল্য মস্মাভি বাদ্য মাত্র নিগদ্যতে॥"

মৃদঙ্গ-শিক্ষা।

ধ্বন্যাত্মক নাদ হইতে বাদ্যের উৎপত্তি। যাহা হইতে বাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাদ্যযন্ত্র বলে। * বাদ্যযন্ত্র প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—তত, শুষির, ঘন ও আনদ্ধ। এক্ষণে মৃদঙ্গ-শিক্ষার বিষয় পাঠকদিগের নিকট জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

---

* বাদ্য সম্পর্কীয় যত যন্ত্র এদেশে ব্যবহার হয়, তাহাদিগের নাম আনদ্ধ, শুষির, ঘন ও তত। "বংশাদিকন্তু শুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনং। ততং বীণাদীকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিক।"—মিত্যমরঃ॥ প্রথম চর্ম্মনির্ম্মিত, দ্বিতীয় শিঙা, শঙ্খ, মুরলি, তৃতীয় মন্দিরা, করতাল, ঘণ্টা; চতুর্থ বীণা, রবাব, তানপুরা ইত্যাদি। তারের যন্ত্র সকলকে তত বলা যায়। এতদ্ব্যতীত পিনাক, খুঙরি ও আর অনেক যন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহার হইয়া থাকে।

মৃদঙ্গের সৃষ্টি।

মৃদঙ্গের যাবনিক নাম পাখওয়াজ। ইহা পুরাকালে মৃত্তিকায় নির্ম্মিত হইয়া থাকিত, এক্ষণে মৃত্তিকায় নির্ম্মানের ব্যবহার নাই। ইহার সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, এক সময়ে দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বধ করিলে দেবগণদিগের আনন্দ উচ্ছ্বাস সংবর্দ্ধন করিবার জন্য নৃত্যলীলা আরম্ভ হইয়াছিল। সেই নৃত্যে তাল দিবার জন্য ভগবান ব্রহ্মা প্রথম মৃদঙ্গের সৃষ্টি করেন। কথিত আছে যে, ত্রিপুরাসুরের রক্তে মৃত্তিকা ভিজিয়া যায়। ভগবান ব্রহ্মা সেই মৃত্তিকা লইয়া মৃদঙ্গের খোল প্রস্তুত করেন। সেই অসুরের চর্ম্মে আচ্ছাদন, অস্থিতে গুল্য, শিরা নিচয়ে রজ্জু বেষ্ঠন (ডুরি) প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া ইহা মৃদঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছিল। পরে দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ লীলায় ইহা মৃত্তিকায় নির্ম্মাণ হইবার প্রণালীটী একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া কাষ্ঠের প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। তৎ তৎকালে ইহা মধুর মৃদঙ্গ নামে অভিহিত হয়।—"শঙ্খ বাজে রাল বাজে বাজে করতাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে নাচতো গোপাল।"

মৃদঙ্গ অভ্যাসের বিধি।

মৃদঙ্গ বাজনার সহিত কণ্ঠসঙ্গীতের তুলনা করিলে যদিও সমভাবে শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও যে অতি কঠিন আয়ত্তাধীন ও শ্রমসাধ্য সে বিষয় আর সন্দেহ নাই। গানের নানা প্রকার ছন্দ, তান, উপজের ন্যায় ইহারও নানা

প্রকার বোল আছে। সেই সেই বোলগুলি যিনি অতি স্পষ্টরূপে সাধনা করিয়া বাহির করিতে পারেন, তাহাকেই সুবাদক বলিয়া জানা যায়। বাদ্যের বোলগুলি গুরু উপদেশ ভিন্ন সংসাধিত হইতে পারে না ইহা নিতান্তই প্রকৃত কথা। সুবাদক হইতে হইলে অতি কঠিন সাধনা করিয়া বিবিধ প্রকার ছন্দের বোল সকল শিক্ষা করিতে হয়। বাক্যের দ্বারা অথবা দুদশ খানা বোল শিখিয়া তদ্বিষয়ে সংসিদ্ধ হইবার উপায় বড়ই অল্প। সুতরাং বাদ্য শিক্ষার্থী সজ্জনেরা যত্ন পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত তালের ঠেকা ও বোলগুলি যত্নের সহিত সাধনা করিবেন। সাধকেরা বাদ্যযন্ত্র অভ্যাস করিবার সময় বোলের হস্তপাড় গুলি বিশেষরূপে অবগত হইয়া সুপষ্ট করিয়া সাধনা করিবেন। সাধনা কালে সর্ব্বদা সাবধান হইবেন যেন বোলগুলি জড়িয়া না যায়। এইরূপ নিয়মে সাধনা করিলে হস্তের মিষ্টতা জন্মিবে ও বাদক নিশ্চয়ই সুবাদক বলিয়া পরিচিত হইবেন।

দক্ষিণ হস্তের বোল সাধন।

দক্ষিণ হস্তের চাটু দ্বারা অথবা কুঞ্চিত অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলিতে যন্ত্র মধ্যভাগ চাপিয়া তর্জ্জনী দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে আঘাত করিলে তা শব্দ সম্পন্ন হয়।

কনিষ্ঠাদি চারিটী অঙ্গুলি একত্র করিয়া যন্ত্র মধ্যে চাপা আঘাত করিলে দেৎ ও দিৎ ইত্যাদি শব্দ সম্পন্ন হয়।

মধ্যমা ও অনামিকা একত্র করিয়া যন্ত্রমধ্যে চাপা আঘাত করিলে তা, দি, তে, ইত্যাদি শব্দ সম্পন্ন হয়।

শুদ্ধ তর্জ্জনী দ্বারা যন্ত্রমধ্যে চাপা আঘাত করিলে, টি, দি, টে, রে ইত্যাদি শব্দ সম্পন্ন হয়।

শুদ্ধ তর্জ্জনী দ্বারা যন্ত্রপার্শ্বে আঘাত করিলে না, নে ইত্যাদি শব্দ সম্পন্ন হয়।

অনামিকা ও মধ্যমা একত্রিত করিয়া যন্ত্রমধ্যে চাপা আঘাত করিলে তে শব্দ সম্পন্ন হয়।

তে ও রে এই দুইটী শব্দের দ্রুতক্রিয়া দ্বারা ত্রে, ত্রে, ইত্যাদি শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

কনিষ্ঠাদি চারিটী অঙ্গুলি একত্রিত করিয়া যন্ত্র মধ্যে খোলা আঘাত করিলে দেন, দিং, থুন, ইত্যাদি শব্দ নিষ্পন্ন

না শব্দ করিয়াই তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রপার্শ্বে স্পর্শ করিলেই নান শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

বাম হস্তের বোল সাধন।

কনিষ্ঠাদি চারিটী অঙ্গুলি একত্রিত করিয়া যন্ত্রমধ্যে চাপা আঘাত করিলে কৎ, ক, কি, খি, খে, খু ইত্যাদি শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী কুঞ্চিত করিয়া যন্ত্রমধ্যে খোলা আঘাত করিলে গি, গে, গ, ঘি, ঘে, ঘ, ধি, ধে, ধ, ইত্যাদি শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

উভয় হস্তের বোল সাধন।

তা ও গি এই দুইটী শব্দের ক্রিয়া যুগপৎ হইলে ধা শব্দ সম্পন্ন হয়।

মৃদঙ্গের বহু প্রকার তালের ঠেকা ও বোল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে তৎ সমুদয় সন্নিবেশিত করা বড় সামান্য কথা নহে। কারণ তৎ সমুদয় সন্নিবেশিত করিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। এই অধ্যায়ে মৃদঙ্গ-শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষোপযোগী বোলসমূহ প্রদান করিতে ত্রুটি করি নাই। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক ৺ লালা কেবল কৃষ্ণ মহোদয়ের ব্যবহৃত বোল সকল প্রদান করা হইয়াছে। এই সমস্ত বোল রীতিমত পরিশ্রম করিয়া সাধন করিতে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই মৃদঙ্গশিক্ষার্থীরা সফল মনোরথ হইবেন সে বিষয় কোন রূপ সন্দেহ নাই।

এই স্থলে মৃদঙ্গের নিম্নলিখিত তালের ঠেকা ও বোল সকল সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যথা—

	তালের নাম।		তালের নাম।
১	চৌতাল।	৭	আড়াচৌতাল ও ঠা রূপক।
২	তিমেতেতালা।	৮	আড়াচৌতাল।
৩	সুরফাঁক তাল।	৯	পটতাল।
৪	ধামার।	১০	ষটতাল।
৫	ঝাঁপতাল।	১১	রুদ্র তাল।
৬	রূপক ও তেওরা।		

১২	বীরপঞ্চ।	১৮	দোবাহার।
১৩	খামসা।	১৯	রাসতাল।
১৪	করালমঞ্চ।	২০	ব্রহ্মতাল।
১৫	সাক্ষীতাল।	২১	ব্রহ্মযোগ।
১৬	শঙ্করতাল।	২২	লক্ষীতাল।
১৭	মোহন তাল।	২৩	গণ্ডকীতাল।

চৌতাল।

ইহা দীর্ঘ ছয় কিম্বা লঘু বার মাত্রার তাল। ইহাতে চারিটী আঘাত ও দুইটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা।—

+   ০   ২   ০   ৩   ৪
ঠেকা—ধা ধা দিনতা, কৎ তাগেদিনতা, তেটেকতাগদিঘেনে।
+
ধা॥ বোল—

১নং—রেলা।

+   ০   ২
ধুমাকেটে কেটে তাগ, তাগেতেটে ধুমাকেটে, কেটে-
০   ৩
তাগ্ তাগেতেটে, কেটেতাগ্ তাগেতেটে, ধুমাকেটে
৪   +
ধুমাকেটে, কেটেতাগ্ তাগেতেটে। ধুমাকেটে গদিস্তা,
০   ২
কেটেতাগ্ তাগেতেটে, কতাৎতা কেটে তাগ, তাগে তেটে
৩   ৪
ধুমাকেটে, কেটেতাগ্ তাগে, তেটেকতা গদিঘেনে। ধা॥

২নং—রেলা।

\+ ২
ধাধিন্ ধাগেতেটে, কেটেতাগ্ তাগেতেটে, তাকা
০ ৩
তাকা ধুমাকেটে, কেটেতাগ্ তাগেতেটে, তাকা ধুমাকেটে
৪ + ০
তাকা, তাক্কা থুংগা। তাকা থুন না না না না, ধেৎ
২ ০
ধেৎ ধেৎতা, ঘেগে তেটে ঘেগে তেটে, কেটেতাগ্ তাগে
৩ ৪ +
তেটে, ধেৎ কেড়ান্, কেটে তাকা গদিঘেনে। ধা॥

৩নং—রেলা।

\+
ধেরেকেটে ধেরেকেটে, ধেরেকেটে কেটে তাগ্,
২ ০ ৩
তাগে ধেরেকেটে তাগ্, ধেরেকেটে ধেরেকেটে, কেটেতাগ্
৪ +
ধেরেকেটে, কেটেতাগ ধেরেকেটে। কেটেতাগ্ তাগ্-
০ ২
তাগ্ ধেরে, কেটে তাগ্ ধেরেকেটে, ধেরেকেটে গদিঘেনে,
০ ৩ ৪ +
ধা ধেরেকেটে, গদিঘেনে ধা, ধেরেকেটে গদিঘেনে। ধা॥

৪নং—রেলা।

\+ ০ ২
ধেরেকেটে কেটে তাগ্ তাগে তেটে কেড়ান্, ধেরে-
০
কেটে কেটেতাগ্, তাগে তেটে কেড়ান্, ধেৎ তাকান্ দেৎ,
৪ + ০
তাকান তাকান্। গ্রেদেন্ গ্রেদেন্, থুন্ থুন্ থুন্ থুন্,

২
থেরেন থেরেন থুন্ থুন্ থুন্ থুন্, ধেরেকেটে ধেরেকেটে,
০　　　　+
তেটে তেটে কেটে তাগ্। তেরেকেটে তাকাধুমা, কেটে
২　　　　০　　　　৩
তাকা থুন্, কেড়েঙ্গা কেড়েনাগ, তেরেকেটে তাগদী, তাগ্
৪　　　　+　　　　০
ঘেড়ান্ ধা, কেটে তাকা গদিঘেনে। ধা দেৎ দেৎ, তাগ
২　　　　০　　　　৩
ঘেড়ান্ ধা, কেটে তাকা গদিঘেনে, ধা দেৎ দেৎ, তাগ্
৪　　　　-　　　　+
ঘড়ান্ ধা, কেটে তাকা গদিঘেনে। ধা ॥

৫নং—রেলা।

+　　　　০　　　　২
কৎ তেটে থুন তেটে, কেটে তাগ তাগে তেটে, তাকা
০　　　　৩
ধুমাকেটে তাকা, তাকাৎ থুংগা ধা, গদিস্তা কেটে তাগ,
৪　　　　+　　　　০
তেটে কতা গদিঘেনে। ধেৎ ধেৎ ধেৎ ধেৎ ধেরেকেটে
২　　　　০
ধেরে, কেটে কেটে তাগ্ তাগে তেটে, কেটে তাগ
৩　　　　৪
তাগে তেটে, তেরেকেটে তাকা ধুমা, কেটে তাগে গদি-
+　　　　২　　　　০
ঘেনে। তাক কড়ান ধাক্, দিনতা কেটে তাগ, তেরেকেটে
৩　　　　৪　　　　+
ধীগনাগ, ধুমাকেটে তাক্ কড়ান, আন তাক কড়ান। ধা ॥

৬নং—রেলা।

+
ধা তেটে তাগ ধেরে, কেটে তাগ গদিঘেনে, গদিস্তা
• ৩ ৪
কেড়েনাগ, তেরেকেটে ধেৎতা, কদেত্তা কড়ান্, ধেরেকেটে
+ •
তাগ ধেরে। কেটে তাগ গদিঘেনে, ধা তেরেকেটে ধা,
২ • ৩ ২
ধেৎতা ধা, কেটে তাগ ধা, ঘেগে তেরেকেটে তাগ, ধেৎতা।
+ ০ ২ •
গদিঘিনে ধা, কড়ান ধা, ঘেগে তেরে গদিঘেনে, ধা ঘেগে
৩ ৪ +
তেরে গদিঘেনে ধা, ঘেগে তেরে গদিঘেনে। ধা ॥

৭নং—আড়ি।

+ • ২
ধা গদিঘেনে, তাকেটে, ধেকেটে, কৎ ত্রেকেটে
• ৩ ৪
ধেকেটে, ধেটেৎ ধাগেনে, ধুমাকেটে তাক্, ক্রদেস্তা-
+ • ২
গেনে। তাকা ধুমাকেটে, তাকেটে ধেকেটে, ধেকেটে
• ৩ ৪ +
কড়ান্, ধেকেটে, কড়ান্ ধা, ধেকেটে কড়ান্। ধা ॥

৮নং—আড়ি।

+ • ২
থুন্ ধাগে দীগ্দাগে, গদিদ্ধিঘেনে ধাগে, ধেরেকেটে
• ৩
দেৎ ধেরেকেটে দেৎ, কৎ তেরেকেটে তাগ্ দেৎ, কড়ান্

চৌতাল।

৪ +
দেৎ তাঘেন্না, তাকা তাকা ধুমাকেটে। ঘেগে তেটে
•
ঘেগে তেটে, ধেৎ তাকান্ দেৎ, থুন থুন্ নান,
• ৩ ৪
ধুমাকেটে গদিঘেনে, তাগে তেটে তাগে তেটে, ধুমাকেটে
+ •
গদিঘেনে। কৎ তেরেকেটে তাগ্ তাগে তেটে, তাকেটে
২ •
ধেকেটে তাকা, থুন্ থুন্ থুন্, তাকেটে ধেকেটে তাকা,
৪ ৪ +
থুন্ থুন্ থুন্, তাক্ কড়ান্ আন কদেৎ। ধা ॥

৯নং—কু আড়ি।

+ • ২
কতাগ্ দিঘেনে, ধা তেরেকেটে ধেকেটে, ঘেগে তেটে
• ৩ ৪
গদ্দী, ঘেড়েনাগ্ তেরেকেটে, ধাধা দিন্তা, তেটে কতা
+ • ২
গদিঘেনে। ধেৎ তাকান্ দেৎ, তাকান্ তাকান্, ধেৎ
• ৩ ৩
ধেৎ ধেরেকেটে, ধেটে কতান্, ধেটে কতান্, কতাকতা
+
গদিঘেনে। ধা ॥

১০নং—কু আড়ি।

+ • ২ •
দিঘেনে কড়ান্, ঘেগে দিঘেন্নে, ধাতে ধা, আতে তা
৩ ৪ +
ধেটে কড়ান্ তাগ, দেগেনে ধেন্নে। তাকেটে কড়ান

০ ২ ০ ৩
ধা ধা কেটে, দিকেটে থুন্, না ঘেড়ান্, ৺ তাঘেনে,
৪ +
গঙ্গীস্তানে। ধা ॥

ঢিমেতেতালা।

ইহা হ্রস্ব আট মাত্রার, কিম্বা দীর্ঘ চারি মাত্রার তাল। ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

\+ ৩
ঠেকা—ধেৎ ধেৎ ঘেনে নাগ, দেগে তেটে কেটে তাগ্,
০ ১ +
গেদেস্তাকে ধাগে, তেটে কতা গদিঘেনে। ধা ॥

বোল—

১নং—রেলা।

\+ ৩ ০
কৎ দেৎ ঘেগেদেৎ, ধাগে দ্দিঘেনে ধাগে, ধাগেতেটে
১ +
তাগেতেটে, ঘেনান নান্ কেটে। দ্দিঘেড়ান কৎ দেৎ,
৩ ০
ধেরেকেটে কধে কেটে, ধাকেটে তাগ্ ধেরেকেটে তাগ
১
ধেরেকেটে, ধেরেকেটে তাগ্ ধেরেকেটে তাগ্ ধেরে-
\+ ৩
কেটে। ধা দেৎ দেৎ, ধেরেকেটে তাগ্ ধেরেকেটে তাগ্
০ ১
ধেরেকেটে, ধা দেৎ দেৎ, ধারেকেটে তাগ্ ধেরেকেটে
\+
তাগ্ ধেরেকেটে। ধা ॥

২নং—রেলা।

\+ ২ ০
ধেৎতা ধেৎতা, ধেৎ তাধেন্না ঘেনে, ধা আ ঘেনে ধেনে
১
গাদিঘেনে, ঘেড়ে নাগ তেরেকেটে নাগ তেরেকেটে তাগ।
\+ ৩
ধা দেৎ দেৎ, ঘেড়ে নাগ তেরেকেটে নাগ তেরেকেটে তাগ,
০ ১
ধা দেৎ দেৎ, ঘেড়ে নাগ তেরেকেটে নাগ তেরেকেটে তাগ।
\+
ধা ॥

৩নং—রেলা।

\+ ৩ ০
ধাগে তেটে তাগে তেটে, ধাগ্ দীগ্ নাগে তেটে, কৎ-
১ +
তেরেকেটে তাগ্ তা, তেটে কতা গদিঘেনে। ধা দেৎ
৩ ০ ৩
দেৎ, তেটে কতা গদিঘেনে, ধা দেৎ দেৎ, তেটে কতা
\+
গদিঘেনে। ধা ॥

৪নং—রেলা।

\+ ৩
ধাগেতেটে তাগে তেটে, ত্রেঘেন্নে ঘেনে নানা,
০ ১
কড়ান্ কেড়েনাগ্ তেরেকেটে ধা, ধাতে ধাধা গদিন্তা।
\+ ৩
ঘেন তেরেকেটে তাগ্ তাগ তেরেকেটে তাগ, ধেটে তাগদি

০ ১
ধা তেরেকেটে তাগ্, দেৎ দেৎ তেরেকেটে দেৎ, দেএৎ
\+
ক্রেধেন্নে কেটে। ধা ॥

৫নং—রেলা।

\+ ৩
ধাগে তেটে ধাগে নাগে, ধা তেরেকেটে তাগ দেএৎ,
০ ১ +
কতাৎ তাতেটে ঘেড়ান, তেটে ঘেড়ান্ তেটে ঘেড়ান্। ধা
৩ ০ ১
কৎ কৎ, তেটে ঘেড়ান্ তেটে ঘেড়ান, ধা কৎ কৎ, তেটে
\+
ঘড়ান তেটে ঘড়ান। ধা ॥

৬নং—রেলা।

\+ ৩
ধাগেনে ধানে কতা, কৎ তেরকেটে তাগ্ তেরেকেটে
০ ১
দেৎ, তেরেকেটে ধুন্না ধেত্তা ঘেনে, ধেটেৎ ধা আনে কতা।
\+ ৩ ০
ধা আ দেৎ দেৎ, ধেটেৎ ধা আনে কতা, ধা আ দেৎ দেৎ,
১ +
ধেটেৎ ধা আনে কতা। ধা ॥

৭নং—আড়ি।

\+ ৩ ০ ১
কৎ ঘেনে তাগে, তেরেকেটে ধাআন, ধেৎ তাঘেন্নে, নাগ
\+ ৩ ০
দেৎ দেৎ। ক্রেদেন দিঘেনে, তা আ কড়ান তেটে, ঘেড়ে-
১ +
নাগ্ তেরেকেটে তাগ, দেৎ দেৎ তেটে। ধা॥

৮নং—আড়ি।

\+ ৩ ০ ১
কতেটে দিঘেনে, গ্রেদেন তাগেনে, ধাতি থুন্না, নানা-
\+ ৩
কৎ তেরেকেটে তাগ। থুংগা তা আনে, ধাতা ধেৎতা,
০ ১ + ৩
কতা গদিঘেনে, ধা ত্রেকেটে ঘড়ান্না। ধা কৎ কৎ, থুদি
০ ১ +
কড়ান্ কড়ান, থুদি কড়ান কড়ান, থুদি কড়ান কড়ান। ধা॥

৯নং—আড়ি।

\+ ৩ ০ ১
ধা তেটে তাগেনে, থুদী থুন তেটে, ঘড়ান তাকা, দীঘেড়ে
\+ ৩
নান্। কতা কৎ তেরেকেটে তাগ, দীঘে তেটে গদী,
০ ১ + ৩
তাগে তেটে, গ্রেদেন নাড়ে। ধা কড়ান তেটে, ঘেগেনে
০ ১ + ৩ ০
থুন্না, ধাআ, ধা কড়ান তেটে। ঘেগেনে থুন্না, ধা আ, ধা
১ +
কড়ান তেটে, ঘেগেনে থুন্না। ধা॥

১০নং—আড়ি।

\+ ৩ ০
থুঘেনে নাগ, গ্রেদেন্তা আনে, কড়া আনে কত্তা,
১ + ৩ ০
দিঘেনে কড়ান। কতা কৎ দেৎ, ধা কৎ, তেরেকেটে তাগ
১ + ৩
তেরেকেটে তাগ, কতেটে কড়ান্। ধা আ, দেৎ দেৎ দেৎ,

০ ১ +
তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ, কতেটে কড়ান। ধা
৩ ০
আ, দেৎ দেৎ দেৎ, তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ,
১ +
কতেটে কড়ান। ধা ॥

সুরফাঁকতাল।

ইহা পাঁচ মাত্রার তাল। ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

\+ ০ ১ ২ ০ +
ঠেকা—ধাঘেড়ে, নাগধা, ঘেড়ে নাগ, গদ্দী, ঘেড়ে নাগ। ধা ॥
বোল—

১নং—রেলা।

\+ ০ ১ ২ ০
ধাগ তেটে, তাগে তেটে, ধাগ দীগ, তেটে কতা, গদি-
\+ ০ ০ ১
ঘেনে। তেরেকেটে তাগতেরে, কেটে তাগ দেৎ, ধা
২ ০ +
কড়ান, ধা কড়ান ধা কড়ান। ধা ॥

২নং—রেলা।

\+ ০ ১
ধুম কেটে কেটে তাগ, তাগে তেটে ধুম কেটে, কেটে
২ ০
তাগ তাগে তেটে, কতা কতা কেটে তাগ, তাগেতেটে ঘেন-

\+ • ১
তেরে। কেটে তাগ তেরেকেটে, তাগ ঘড়ান তাগ, ঘড়ান
২ •
তাগ ঘড়া, আন্‌তাগ ঘড়ান, তাগ ঘড়া আন
\+
তাগ। ধা ॥

৩নং—রেলা।

\+ • ২
ধা ঘেড়ে নাগ ধা, ঘেড়ে নাগ ঘেড়ে নাগ, ধা ধা ঘেড়ে
২ •
নাগ, ঘেড়ে নাগ ঘেড়ে নাগ, ধাগে তেটে তাগে তেটে।
\+ • • ১
ঘেগে তেটে ঘেগে দী, কৎ তেটে কেটে তাগ, তাগে তেটে
২ •
কেটে তাগ, ধুমকেটে তাকাধুম, কেটেতাকা গদিঘেনে।
\+ • ১ ২ •
ধেৎ তা, ধুম কেটে ঘড়ান, ধা ধুমাকেটে, ঘড়ান ধা, ধুম-
\+
কেটে ঘড়ান। ধা ॥

৪নং—রেলা।

\+ • ১
ধা ঘেড়ে নাগ তেরে, কেটে তাগ তেরেকেটে, ধেরে-
২ •
কেটে কেটে তাগ, তাগ তেরেকেটে তাগ, কৎ ধা।
\+ • ১
গদিস্তা কতাদী, কেড়েনাক তেটে তেটে, কেটে তাগ তেরে-
২ • +
কেটে, তাগ ধা গদিঘেনে, কতা কতা গদিঘেনে। ধা ॥

৫নং—রেলা।

+ ০ ১
ঘেড়েনাগ্ তেরেকেটে, নাগ্ তেরেকেটে তাগ্, তাগে্
২ ০
তেটে ঘড়ান, ধেরেকেটে কেটে তাগ্, তেরেকেটে নাগ্
+ ০ ১
দেৎ। কৎ ধা, ঘেগে তেরে গদিঘেনে, ধা ঘেগে তেরে,
২ ০ +
গদিঘেনে ধা, ঘেগে তেরে গদিঘেনে। ধা ॥

৬নং—পড়াল।

+ ০ ১ ২ +
তাকেটে, নাগ্ দেৎ, ঘড়ান্না, কেটেতাগ্ তা। দেৎ
০ ১ ২ ০ + ০
দেৎ, তাকান, ঘেগে তেটে, তাগ্ দেৎ, দেৎ। থুন্ থুন্,
০ ১ ২ ০ + ০
তাকেটেক, তা কড়ান্, তাকা থুন্, থুন্। নান্ নান্, কড়ান্না
২ ০ +
কদে কদে, কদেত্তা, নান নান। ধা ॥

৭নং—আড়ি।

+ ০ ১
কড়ান কতেটে, ঘড়ান কতেটে, ধাগেনে নাগেনে,
২ ০ + ০
ধাগেদ্দিঘেনে, কড়ান। ধেৎ ধেৎ ধেৎ, থুন ধাগে তেটে,
১ ২ ০ +
ধেটে কড়ান দেৎ, ধা গদিঘেনে, ধা আ। কতেটে কড়ান,
১ ২ ০
কতা ঘেগেতেটে, ধেটে তেটে তেটে, ধেটেৎ ধাগেনে, ধা

\+ ° ১ ২
আ। ধেটে তেটে তেটে, ধেটেৎ ধাগেনে, ধা আ, ধেটে
° +
তেটে তেটে, ধেটেৎ ধাগেনে। ধা ॥

৮নং—আড়ি।

\+ ° ১
কৎ তাগে তেটে, কৎ তেরেকেটে ধেকেটে, ধেৎ ধেরে
২ ° +
কেটে, ধেটে কড়ান কড়ান, ধা আ কৎ। ধেৎ ধেরেকেটে,
° ১ ২ °
ধেটে কড়ান কড়ান, ধা আ কৎ, ধেৎ ধেরেকেটে, ধেটে
\+
কড়ান কড়ান। ধা ॥

৯নং—কু আড়ি।

\+ ° ১
ধাকেটে তাকেটে, দ্রেগে গদিঘেনে, গ্রেগেনে গ্রেগেনে,
২ ° + °
গদী কড়ান দেৎ, ক্রেধান তেটে। ৵ থুন্দি কেটে, তাকা থুন
১ ২ ° +
থুন, ধাগেনে কদেৎ, ৵ দে এৎ, দে এৎ। তেরেকেটে তাগ,
° ১ ২ °
ধাগেনে কদেৎ, কতাগ ধেকেটে, তাকাৎ থুংগা, ধা আ।
\+ ° ১ ২ °
কতাগ ধেকেটে, তাকাৎ থুংগা, ধা আ, কতাগ, ধেকেটে
\+
তাকাৎ থুংগা। ধা ॥

১০নং—কু আড়ি।

\+ ০ ১ ২

দ্রেগে ঘেনে নাগ, গেদেন্তাগেনে, তাগ তাগ তেটে; ঘড়ান

০ + ০ ১

কতেটে, ঘড়ান। থুন্না কেটে তাগ, তেরেকেটে দেৎ, ধা

২ ০ +

আক কড়া, আন তেটে, দিকেটে তাকেটে। ধা ॥

ধামার।

এই তালটী সাত মাত্রার তাল। ইহার তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

\+ ২ ৩ ০ +

ঠেকা—কধেটে, ধেটে, ধা ৺, গদিনে, দেনে, তা ৺। ধা ॥

বোল—

১নং—রেলা।

\+ ১

কৎ ধেৎ তা ত্রেকেটে দেৎ, ধেৎতা ধেন্নে ধাগেনে,

২ +

তাকা ধুমাকেটে তাকা। ধা তেটে তা গেনে ধাগে তেটে,

১ ২ +

গদিঘেনে কৎ তেটে তেটে, কতা ঘেগে তেটে কতা। কতেটে

১ ২

তা গেনে কতা ঘে গে, তেটে কতা ত্রেকেটে ধাধা। ত্রেকেটে

\+ ০

ধা গদিঘেনে। ধা দেন্তা ত্রেকেটে ধা, গদিঘেনে ধাদেন্তা,

২ +

ত্রেকেটে ধা গদিঘেনে। ধা ॥

২নং—রেলা।

\+ ১
ধেৎ ধেৎ তা ঘেগে তেটে, গদিঘেনে ঘেতেটে তাগেনে,
২ +
তাকা ঘেগে তেটে তাকা। কৎ তেটে তেটে ধুমাকেটে,
১ ২ +
গদিঘেনে ধা ধেন্না, ঘেগে তেটে ঘড়া আন। ধা ত্রেকেটে
১ ২
তাগেনে তাগে দীন, তাঘেন্না ধা ত্রেকেটে তাগ তা, কৎ ধা
\+
গদিঘেনে। ধা ॥

৩নং—রেলা।

\+ ১
কৎ তাগে তেটে কেটে তাগ, তাগে তেটে ধাগে তেটে
২ +
ধাগে তেটে ধাগে তেটে ধাগে তেটে। ধা ঘেনে নাগ তাগে
১ ২
তেটে, ঘেনে নাগ নাগে তেটে তেটে, তেটে কতা
\+
গদিঘেনে। ধা ॥

৪নং—রেলা।

\+ ১
ধেৎ তকান ঘেগে তেটে, গদিঘেনে কৎ তেটে তেটে,
২ + ১
কতা ঘেগে তেটে কতা। ঘেনে ঘেনান্ ধুমকেটে, গদি-
২ +
ঘেনে কদে কদেৎ, দেৎ দেৎ তেরেকেটে। ঘেনাক্

১
তেটাক্ ঘেন্ ত্রেকেটে তাগ্, তাগে তেটে কৎ তেটে
২
তেটে, ঘেন্ তেরে ঘেগে তেটে কেটে তাগ্ তেরেকেটে।
+
ধা ॥

৫নং—রেলা।

+ ১
ধেৎ ধেরেকেটে ঘেগেতেটে, গদিঘেনে ধাত্রেকেটে
১ + ১
ধেকেটে, ঘেন্ তেরা আন। তান্নাড়ে ঘেগে তেটে, ধেটে
২ +
কতা কতা কতাআন, কতা কতা কেটে তাগ। কতা
১
কত্রেকেটেতাগ তেগ্ তাগ্, তেটে কতা ঘেন্ তেটে তেটে,
২ + ১ ২
ঘেনে নানা ঘেগেদী। দিঘেনে নাগেনে নাগ দেগ্, তাগ্
+ ১
তেটে ঘেন্ তেরে। ঘেগে তেটে কেটে তাগ, তেরেকেটে
২ +
তাকা ধুমাকেটে, তাকা গদিঘেনে। ধা ॥

৬নং—রেলা।

+ ১
ঘেন্ তেটে তেটে ঘেগেদী, ঘড়া আন্ নাগ তেটে তেটে
১ + ১
কেটে তাগ্ তেরেকেটে। কৎ ধা গেনে ঘেগেদ্দী, ঘড়া
১ +
আন্ ধীতাগ ধেটে কতা গদিঘেনে। ঘেন্ ত্রেকেটে তাগ্

তাগ্ ত্রেকেটে তাগ্ তাকা ধুম, ১কেটে থুন্ কৎ ত্রেকেটে
তাগ্ তাগদী, ২কেটে তাগ্ ধা ঘেড়ে নাগ্ ধা ঘেড়ে নাগ্।
+ধা ॥

৬নং—আড়ি।

+ধাৎ তেটে তেটে ধুমকেটে, ১গদিঘেনে কৎ তেটে
তেটে, ২কেটে তাগ্ তাগেতেটে। +দীঘেনে নাগ নাগ্
নাগ্, ১নাগ্ নাগ্ ধেৎতা দেৎ, ২তেটে কতা গদিঘেনে। +ধা ॥

৭নং—আড়ি।

+ধা কৎ কৎ ত্রেকেটে তাগেনে ঘড়ান্, ১তাগেনে কৎ
তাগে তেটে দেগে থুন্নাকতা, ২গ্রেদেন তাগেনে তেটে
কড়ান্ কড়ান্। +ধা ॥

৮নং—আড়ি।

+কতেটে ধুকেটে কতা ঘেগে তেটে ধা আন্, ১কতাগ্
নাগ্ দীগ তেটে ঘেগে দেন্তা, ২ত্রেকেটে তাগেনে তা আ।
+ধাকেটে ধেন্নে দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে ঘেনে না, ১না নানা
কতাগ্ ধেকেটে কড়ান্ কড়ান্, ২ত্রেকেটে তাগ্ ত্রেকেটে
তাগ্ ঘড়ান্না ধেৎ তা। +ধা ॥

৯নং—আড়ি।

\+ ১
থুকেটে কতেটে গদিঘেনে নাগ্ দেন্‌তা, আ কেটে
৩
ঘেনে কড়ান্ কড়ান্ তাকেটে থুন্না, কতা থুন তেটে ধেৎ
\+
ধেরেকেটে। ধা॥

১০নং—কুআড়ি।

\+ ১
নাগে দেৎ ধা তেরেকেটে, তাগ্ থুন্ তেটে ঘেগে
২ +
তেটে, কেটে না আন। ঘেগেদি ঘেনে কেড়ানান,
১ ২ +
ধেরেকেটে কতাগ্ দিঘেনে, কতাঘেগে তেটে। দিঘেনে
১ ২
নাগেনে কতা কৎ, তেরেকেটে তাগ্‌ধা ধেন্না, তাগ্‌ধা গদি
\+
ঘেনে। ধা॥

ঝাঁপতাল।

এই তালটী পাঁচ মাত্রার তাল। ইহাতে চারিটী পূর্ণ-মাত্রা ও দুইটী অৰ্দ্ধ মাত্র আছে। ইহার তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

\+ ১ ˙ • ২ • +
ঠেকা—ধাগ্, ধাগেনে, তেটে ধাগে নে । ধা॥

বোল—

১নং—রেলা।

\+ ১ ০
কৎ তেটে, তেটে ঘেগে দেন্তা, কেটে তাগ্ ঘড়ান্,
২ + ১ ০
ধা ঘেন্না কৎ। ঘেগেদী, ধাগেনা ধা গেনা, কড়ান্ তাগ্,
২ + ১
ত্রেঘেন্না কড়ান্। ত্রেকেটে কেটে তাগ্ ত্রেকেটে তাগ্
০ ১
ত্রেকেটে তাগ্, ধেরেকেটে তাগ্ ঘড়া, আন তাগ্ ঘড়ান্
\+ ১
ঘড়ান্। ধা ধেরেকেটে, তাগ্ ঘড়া আন তাগ্ ঘড়ান্,
০ ২ +
ধা ধেরেকেটে, তাগ ঘড়া আন তাগ্ ঘড়ান। ধা ॥

২নং—রেলা।

\+ ১ ০ ২
ধেৎ ধেৎ, ধেটে ধাগে এন্না, ঘেগে তেটে, কেটে তাগ্
\+ ১ ০ ০ ২
তেটে। কতাগ্ ধা, ঘেনে নানা কৎ, ঘেগে দেৎ, তেটে
\+ ১ ০ ০
কতা কতা। ধা আগ ধাগে দেন্তা কেটে তাগ, ত্রেকটে
২ ০ + ১
কৎ ত্রে, কেটেতাগ ঘড়ান্ আন্ দেৎ। ধা কৎ ত্রে, কেটে
০ ০ ২
তাগ তাগ ঘড়া আন দেৎ, ধা কৎ ত্রে,কেটেতাগ তাগ ঘড়া
\+
আন দেৎ। ধা ॥

৩নং—রেলা।

+ ১ ০ ০ ২
ঘড়ান তেটে, ধাগে তেটে ঘড়ান, ধা আতি ধে, এন্না
+ ১ ০ ০
ঘেগে তেটে। কতা কৎ, ত্রেগে তেটে কড়ান, তাঘেন্না,
২ ০ + ১ ০
ঘেনে নাগ তেটে। ধাত্রেকেটে ধা, গেনে ধাগে থুন,
০ ২ ০ +
ধেটেৎ ধা, থুন্না কেটেতাগ দেৎ। ত্রেকেটে দেৎ,
০ ০
ত্রেকেটে দেৎ, ত্রেকেটে কৎ ত্রেকেটে তাগ, কতা ধাগে,
২ +
এন্না ত্রেকেটে তাগ। ধা ॥

৪নং—রেলা।

+ ১ ০ ২
ধেরেকেটে কৎ, তাঘেন্না কতা, কতা ঘেনে, ধা ঘেনে
+ ১ ০ ০
না গেনে। কড়ান দেৎ, ধা দেৎ ত্রেকেটে, দিন্তা কেটে-
২ ০ + ০
তাগ, ত্রেকেটে দে এৎ। তেটে ধা তেটে ধা তেটে,
০ ২ ০ + ১
গদিঘেনে, ঘেন ত্রেকেটে তাগ দেৎ। ত্রেঘেন্নে, ধেরেকেটে
০ ২ +
কেটে তাগ ত্রেকেটে, দেৎ এৎ, দে এৎ তাঘেনে। ধা ॥

৫নং—রেলা।

+ ১ ০ ০
ঘড়ান কেটে তাগ, ত্রেকেটে কড়ান কড়ান, ধেরেকেটে
২ ০ +
কেটেতাগ, ত্রেকেটে নাগ দেৎ থুন্। দেৎ তা দেন্তা,

১ ০ ২
ত্রেকেটে তাগ ঘড়া, আন দেৎ, তাগ দীঘেনে নাগ, ত্রেকেটে
০ +
কেটে তাগ দেৎ দেৎ ধা ॥

৬নং—রেলা।

\+ ১ ০ ০ ২ ০
ধেকেটে, কড়ান ঘেগে দিন, ধা গেনে, তা আন দেৎ।
\+ ১ ০ ২
দেৎ দ্রেগে, এন্নে ঘেনে কড়ান, ত্রেকেটে দেন্তা, কতা ঘেনে
০ + ১ ০ +
দেৎ। তাতা, ০ দীঘেনে, দেৎ দিঘেনে দেৎ। ঘেতেন্না,
০ ২ ০ +
ঘেগে দ্রেগে দেন্তা, কড়ান দী, ইধা আন দেৎ। ধা ॥

৭নং—আড়ি।

\+ ১ ০ ০
তানে তাকা, ঘেতেটে থুঙ্গা, কতেটে, ত্রেকেটে তাগ-
২ ০ +
দেৎ, দিঘেনে দিঘেনে কড়ান। ধা ॥

৮নং—আড়ি।

\+ ১ ০ ০
নানকতা, দিঘেনে দিঘেনে কতেটে ঘেতেটে থুন্না,
২ +
ত্রেকেটে তাগ ত্রেকেটে তাগ দেঁৎ। ধা ॥

৯নং—আড়ি।

\+ ১ ০ ০
তেটে তেটে তেটে, তাকেটে ধেকেটে কৎ দেৎ দিঘেনে,
২ +
ঘড়ান্ কতেটে ঘড়ান। ধা ॥

১০নং—আড়ি

\+ ১ ০

কতা কৎ কৎ তেটে, কদে এত্তাকেটে তাগ তা আ।

০ ২ ০ + ০

কতেটে কতেটে কতা, কঅৎ কাড়ান্না কতা, কঅ। দেগে

০

তেটে দেগে তেটে, দিঘেনে তা তাগদীগ দে এৎ, দিঘেনে

০ ২ +

তেটে দীঘেড়ান দীঘেন্নে দেৎ দেৎ দেৎ এৎ। থুন তেটে

১ ০ ০

থুন্ থুন, কৎ থুন থুন থুন, থুন, কতা থুন দ্রেগে থুন,

২ +

থুকেটে থুকেটে তাকা থুন। নান তেটে নানা কতা,

১ ০ ০

নাগেনে নাগেনে নাগ নাআ, নাগেনে না আন্ তাকেটে

২ +

তাগ, না আঘেনে না আঘেনে না আঘেনে। ধা॥

রূপক ও তেওরা।

এই দুইটী তাল প্রায় এক প্রকার। কেবল ঠা দুন মাত্র প্রভেদ। রূপক দুন হইলেই তেওরা হয়। ইহার সাত মাত্রার তাল। কেবল তিনটীমাত্র আঘাত আছে। যথা—

\+ ১ ২ +

ঠেকা—ধা দেন্তা, তেটেকতা গদিঘেনে। ধা॥

বোল—

১নং—রেলা।

\+ ১ ২
ধা ত্রেকেটে তাগ্‌ দেৎ, ধা ত্রেকেটে তাগ্‌, দেন্তাকেটে
\+ ১ ২ +
তাগ্‌। কৎত্রেকেটে তাগ্‌ দেৎ, ধা ঘনে গদিঘেনে, । ধা ॥

২নং রেলা।

\+ ১ ২ +
ধাটেৎ ধা থুন্‌, তেটে ধাগে, এন্না কৎ। ধেরেকেটে
২ +
তাগ্‌ ঘেড়ান, দি ঘেনে তা, আ কড়ান্‌। ধা ॥

৩নং—রেলা।

\+ ১ ২ +
ধাগে তেটে কদে, ধাগে দেৎ, দেন্তা কতা। ত্রেকেটে
১ ২ +
দেন্তা কদে, ধাগেনে দে, এন্তা কেটে তাগ্‌। ধা ॥

৪নং—রেলা।

\+ ১ ২ +
থুন্‌ থুন্‌ থুন্‌, দ্রেগে থুন্‌, তাঘেনে তা। ঘেগে তেটে
১ ২ + ১ ২
ঘড়ান্‌, ধা তেটে, থুদি কতা। ঘেনাক দিঘেনে, গদিঘেনে,
২ + ১ ২
তাগেতেটে। ধা ধা কড়ান্‌ কড়ান্‌, ধা কড়ান্‌ ধা, কড়ান্‌
\+
কড়ান্‌। ধা ॥

৫নং—রেলা।

+ ২ ২ +
থুন্ থুন্ থুন্, দ্রেগে থুন্, তাঘেনে তা। ঘেগে-
১ ২ +
তেটে ঘড়ান, ধা তেটে, থুদিকতা। ঘেনাক দিঘেনে,
১ ২ + ১
গদিঘেনে, তাগেতেটে। ধা ধা কড়ান্ কড়ান্, ধা কড়ান্
২ +
ধা, কড়ান কড়ান। ধা ॥

৬নং—রেলা।

+ ১ ২ +
দেৎ তেটে তেটে, দিঘেনে দে, এন্তা কতা। ঘড়ান
১ ২ +
দেৎ দেৎ, তা দেৎ, তাগে দেৎ। নাগেনে না আন্তা,
১ ২ + ১
কতাদী, ত্রেকেটে তাগ থুন। ধা নাক তেটে, কতা
+
কড়ান, কড়ান কড়ান ধা ॥

৭নং—আড়ি।

+ ১ ২
কতেটে থুকেটে কতা, ঘেগেতেটে ধানে, কৎ তা
+ ১
কড়ান। ত্রেকেটে তাগ দিঘেনে ঘে দে, এৎ দেৎ দেন,
২ +
তাকে ঘড়ান। ধা ॥

৮নং—আড়ি।

\+ ১ ২
তা দেৎ দেৎ ধা, তেরেকেটে গদি, ঘেনে নাগ দেৎ।
\+ ১ +
ধেটে না আন কতাগ,না আন কতাগ,না আন কতাগ। ধা॥

৯নং—আড়ি।

\+ ১ ২
ত্রেকেটে তাগেনে ঘড়ান, ঘড়ান ধাগে তেটে, ধাগেৎ
০ + ১
দিঘেনে। ধাগেনে ধা তেটে কৎ ত্রেকেটে, ধেকেটে
২ +
কতাগ, দিঘেনে দিঘেনে। ধা॥

১০নং—আড়ি।

\+ ১ ২
ধে নান তেটে কতেটে, তাগেনে দ্রেগেনে, থুন্না, কৎ
\+ ১ ২
কতেটে তাগ ঘড়ান তেটে, তাগ ঘড়ান তেটে, তাগ
\+
ঘড়ান তেটে। ধা॥

আড়াচৌতাল ও ঠা রূপক।

এই দুইটী সাত মাত্রার তাল। ইহারা প্রায় এক প্রকারের তাল। কিঞ্চিৎ গতির প্রভেদ আছে। যথা—

\+
ঠেকা—ধাগে তেটে কেটে তাগ তাগেতেটে,
১ ২ +
কেটেতগে ধেৎতা, তেটেকতা গদিঘেনে ধা।॥

বোল—

১নং—রেলা।

\+ ১
ধাগে তেটে গদিঘেনে ধেরেকেটে কেটে তাগ, দেৎ
২ +
কতা দেৎ, থুন থুন থুন। ঘড়ান কৎ ধা তেটে ধা ঘড়ান,
১ ২ +
কৎধা তেটেধা, ঘড়ান কৎ ধা তেটে। ধা ॥

২নং—রেলা।

\+ ১
ত্রেগেনে দিঘে তেটে থুগেনে, থুন্না কতা ধেরেকেটে
২ + ১
তাগ, ধে ধে ঘড়ান। তাগেনে গদিঘেনে ধেতা, ধাধা
২ +
ত্রেকেটে তাগ, দেৎ দেৎ কড়া আনে। ধা ॥

৩নং—রেলা।

\+
কৎ ত্রেকেটে তাগ তাগ ত্রেকেটে তাগ ধেরেকেটে
১ ২
কৎ, তাগ ঘড়ান তাগ ঘড়ান ধা ধা, ঘেড়েনাগ ত্রেকেটে
\+
নাগ ত্রেকেটে তাগ। ধা ॥

আড়াচৌতাল।

ইহা পূর্ণ সাত মাত্রার তাল। ইহাতে চারিটী আঘাত ও তিনটী ফাঁক আছে। যথা—

\+ ১ ০ ২ ০ ৩ ০
ঠেকা—ধাগ্ ধাগে দেন্তা, কেটে ধাগে দিন্‌তা গদি-
\+
ঘেনে। ধা ॥

বোল—

১নং—রেলা।

+ ১ ০ ২ ০ ৩
ঘড়ান্ তাগ্ দেৎ ঘড়ান্ গদিঘেনে নাগ্ তেরেকেটে
০ + ১ ০
তাগ্ তেরেকেটে। কৎ তেরেকেটে তাগ্ তেরেকেটে
২ ০ ৩ ০ +
গদিঘেনে ধা গদিঘেনে ধা গদিঘেনে। ধা ॥

২নং—রেলা।

+ ১ ০ ২ ০ ৩
ঘড়ান্ ধাঘেড়ে থুন্না ঘেড়ে নাগ্ নাগ্ তেরেকেটে তাগ্
০ + ১ ০ ২
তেরেকেটে। গদিঘেনে ধাক কড়া আন ধাকেটে তাগ্
০ ৩ ০ +
তেরেকেটে তাগ্ ধা গদিঘেনে। ধা ॥

৩নং—রেলা।

+ ১ ০ ২ ০
দেৎ তেটে তেটে ঘেগেতেটে ঘেনে নাগ্ ঘেগে দীদী
৩ ০ + ১ ০
ঘেগেতেটে ঘেগেতেটে। তান্নাড়ে দাঘে নে নাগেনে
২ ০ ৩ ০ + ১
কতা কতাদেৎ তাঘে এন্না কতা কতা কতা। তাদেৎ থুন্-
০ ২ ০ ৩ ০ +
থুন্ কৎ থুন্ থুন্দেৎ তেটে নানতেটে তা থুন্ নান। তাগ্
১ ০ ২ ০
ঘড়ান তাগ ঘড়ান ঘড়ান ধাগে তেটে ঘড়ান ত্রেকেটে তাগ-
৩ ০ +
দেৎ তেটেকতা গদিঘেনে। ধা ॥

৪নং—রেলা।

\+ ১ ০ ২ ০ ৩ ০
ধাত্রে কেটে তাগ দেৎ ধাগে না ধা কেটে তাগ তেরে-
\+ ১ ০ ২ ০ ৩ ০
কেটে। ঘড়ান কেটে তাগ থুন ঘেতে টেতা গেনে তাকা।
\+ ১ ০ ২ ০ ৩ ০ +
দেৎ দেৎ ধেরেকেটে ঘড়ান দেগ তাগ তেটে ঘেনে। কতা
১ ০ ২ ০ ৩ ০ +
কৎ ত্রেকেটে তাগ কড়ান কড়ান কড়ান দেৎ। ধা ॥

৫মং—রেলা।

\+ ১
ধেরেকেটে তাগ্ ঘড়ান, আন্ তাগ্ ঘড়ান্ কেড়েনাগ্
২ ০ ৩ ০ +
দেৎ ঘেগেদেৎ তাঘেন্না আতা তাতা ঘেগেতেটে। কৎ থুন্
১ ০ ২ ০ ৩
নাগ দেৎ ঘড়ান্ তাঘেনেতা আতানে ধাগে দেৎ দেৎ থুন্
০ + ১
থুন্ ঘড়ান্ থুন্ থুন্ ঘড়ান্। আ ধাতেটে থুনাকেটে ধেৎ
০ ২ ০ ৩
কেটে তাগ ঘড়ান্ ঘেগে তেরেকেটে তাগ ধেন্তা তাগদেৎ
\+ ১
তাকা থুন থুন। আ ত্রেকেটে তাগ ধেরেকেটে কেটে তাগ
০ ২ ০
ধেরেকেটে কৎ তাগ ঘড়ান তাগ ঘড়ান ঘড়াম তাগ ঘড়া
০ ০ +
আন তাগ ঘড়ান তাগ ঘড়ান তাগ। ধা ॥

৬নং—রেলা।

+ ১ ০ ২ ০
ধেটেৎ ধেধন্না তেটে ঘেগেতেটে ত্রেধা তেটে গদি-
৩ ০ + ১
ঘেনে ঘেত্রেকেটে তাগ দেৎ। কতেটে কতেটে ঘেগে
০ ২ ০ ৩ ০
তেটে কতা কেড়ে কেড়ে দেৎ তাঘেনে ঘেত্রন্না ঘেনে না
+ ১ ০ ২ ০
তেটে। দিঘেনে দিঘেনে তাগে তেগ তাগ ধাগে ধাগে ধা
৩ ০ + ১
ঘেন্নাঘেগে দেৎ ত্রেকেটে দেৎ। কতা গদ্দি ঘড়ান ঘড়ান
০ ২ ০
ঘড়ান ত্রেকেটে ঘড়ান দেৎ তেরেকেটে তাগ্ তাগ তেরে-
৩ ০ +
কেটে তাগ তা আৎ তা আন তাগ। ধা॥

৭নং—আড়ি।

+ ১ ০ ২ ০ ৩ ০
কতেটে থুকেটে কতা দে দেৎ ধেরে কেটে তাগ তেটে।
+ ১ ০ ০ ৩ ০
ঘেগে তেটে তেটে ঘড়ান ধা গদিঘেনে তাকেটে ধেকেটে।
+ ১ ০ ২ ০ ৩ ০
কেড়ে ধেৎ ধা গেনা কদেৎ তাকা থুউন তাকা থুন ধা গে
+ ১ ০ ২ ৩
তেটে। ঘেতেটে ঘেনাক দিঘেনে গ্রেগেনে গ্রেগেনে
০ +
কড়ান্না ধা। ধা॥

৮নং—আড়ি।

\+ ১ ০ ২ ০ ৩ ০
দিঘেনে তাদে এৎ দেৎ ধা দেএন্তা কৎ দেএন্তা।
\+ ১ ০ ২ ০ ৩
কেড়ে ধেৎ কেড়ে ধেৎ ধেকেটে দিগ নারান ধাগেতে
০ + ১ ০ ২ ০ ৩
টেকদে। কতেটে দিগ দা আগ তেটেঘে গেদি ঘড়ান কেড়েনা
০ + ১ ০ ২ ০ ৩
আন তেটে। ঘে তেটে কতেটে ঘে তেটে ধাতি থুন্না তেরে-
০ +
কেটে তাগ ধেরেকেটে তাগ। ধা॥

৯নং—আড়ি।

\+ ১ ০ ২
ঘেৎতা তাগেনে ধাকৎ তেটে কতা গদিঘেনে ঘেনে
০ ৩ ০
নানা ঘেনে ধাগে তেটে ধাগেনে কড়ান কড়ান তেটে কদে।
\+ ১ ০
কৎ ধাগে তেটে কতা কৎ ত্রেকেটে তাগ কড়ান নাড়ে
২ ০ ৩
দিঘেনে কড়ান কৎ দেৎ দেৎ কতা ঘেন তেরেকেটে তাগ
০ +
গ্রেগেনে কড়ান্না। ধা॥

১০নং—আড়ি।

\+ ১ ০ ২ ০ ৩
তাকাৎ তাগেনে কতেটে কতা ঘেগে তেটে ঘেগে
০ + ১ ০ ২ ০ ৩
দী ইদী। গ্রেদেন গ্রেদেন তানে তাক্কা ধেকা ঘেতেটে

•　　+　　১　　০　　২　　•　　৩
কতা। থুকেটে কড়ান্না তাগেনে ধাত আৎ ধা তেটে

+　　১　　০　　২　　০　　৩
ঘেগে তেটে। কৎ ধা আন কতাগ না আন কতাগ কতাগ

•　　+
ধা আন। ধা ॥

পটতাল।

ইহা দীর্ঘ এক মাত্রার কিম্বা হ্রস্ব দুই মাত্রার তাল। ইহার একটী তাল ও একটী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

+　　•　　+
ঠেকা—ধা কেটে দেন্তা। ধা ॥

বোল—

১নং—রেলা।

+
ধাতেরেকেটে তাগ্ তেরেকেটে দেৎ, কতাৎ তা

+　　০
কতেরেক্কেটে তাগ্। ধাঘেনে গদিঘেনে, কড়ান্ তাগ

+　　০
ধাতেরেক্কেটে তাগ্। কতা কড়ান ৺ তাতাতা, ধা আ

+　　০
কতা কড়ান। ৺ তাতা তা ধা আ, কতা কড়ান্ ৺ তাতাতা।

+
ধা ॥

২নং—রেলা।

+ ০
ধাতেরেকেটেতাগ্ ঘড়ান্ তেটে, গদিঘেনে ঘেন তেরে-
+ ০
কেটে তাগ। ধাতেরেকেটে তাগ ঘড়ান তেটে, গদিঘেনে
+ ০
ঘেন্ তেরেকেটে তাগ। তেটে নানা ৮ তাতেটে, ধা আ
+ ১
তেটে নানা। ৮ তাতেটে ধা আ, তেটে নানা ৮ তা
+
তেটে। ধা॥

৩নং—রেলা।

+ ০ +
ধাগে তেটে দীগ্ দাগ্, গদীৎ ধা আনে কৎ। ধেরে-
০
কেটে কেটে তাগ্ কড়ান দেৎ, কড়ান তাক কড়ান তাক
+ ০
কড়ান। ধা আ দেৎ দেৎ, কড়ান তাক কড়ান তাক কড়ান।
+ ০ +
ধা আ দেৎ দেৎ, কড়ান তাক কড়ান তাক কড়ান। ধা

৪নং—রেলা।

+ ০
ধা তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে দেৎ, কতাৎ তা কৎ
+
তেরেকেটে তাগ। ধা তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে দেৎ,
০ +
কতাৎতা কৎ তেরেকেটে তাগ। কতা কড়ান ধাতা, ধা
২ ০ +
আ কতা কড়ান। ধাতা ধা আ, কতা কড়ান ধাতা। ধা॥

৫নং—রেলা।

ধা ত্রেকেটে তাগ্ ঘড়ান্ তেটে, গদিঘেনে ঘেন্
ত্রেকেটে্ তাগ। ধা ত্রেকেটে তাগ্ ঘড়ান্ তেটে, গদি-
ঘেনে ঘেন্ ত্রেকেটে তাগ্। কেটে নানা তা তেটে, ধা
আ কেটে নানা। ৺তা তেটে ধা আ, কেটে নানা তা
তেটে। ধা॥

৬নং রেলা।

ধেরেকেটে ঘেগে তেটে, ধা ত্রেকেটে তাগ্ তেরেকেটে
দেৎ। ধেরেকেটে ঘেগে তেটে, ধা ত্রেকেটে তাগ্ তেরে-
কেটে দেৎ। ধেটে কড়ান্ ধাধা, ধাধেটে কড়ান্। ধা
ধাধা, ধেটে কড়ান্ ধাধা। ধা॥

৭নং—আড়ি।

দেৎ তেটে তেটে, ঘেগে দেন্তা। গ্রেদেন্তা গেনে, ক অং।
দেৎ তেটে তেটে, ঘেগে দেন্তা। গ্রেদেন্তাগেনে, ক অং।
কতেটে থুন্না, কেটে তাগ্ তেটে। ঘড়ান্ তাগেনে, থুন

+ ° + °
না কত্তা। গ্রেদেন্ থুন্না, ধা গ্রেদেন। থুন্না ধা গ্রেদেন
+
থুন্না। ধা ॥

৮নং—আড়ি।

+ ° +
কতেটে থুন্না, ধা কৎ কৎ। গ্রেদেন্ তাগেনে,
° + °
দিগেনে কড়ান্। ঘেনতেটে তেটে, ঘেগে তেটে তেটে।
° ২ + °
কড়ান্ তাগেনে, কতাৎ ধেন্নে। ধা আ, কড়ান্ তাগেনে।
+ ° + ° +
কতাৎ ধেন্নে, ধা আ। কড়ান্ তাগেনে, কতাৎ ধেন্নে। ধা ॥

৯নং—আড়ি।

+ ° +
তেটে তেটে তেটে, ত্রেকেটে তাগেনে। ঘড়ান্
° + °
তাগেনে, তেটে কৎ কৎ। ধানে ধানে, কতা ঘেগে তেটে।
+ ° + °
কতেটে ঘড়ান্, কতেটে ঘড়ান্। ত্রেকেটে থুন্না, ধাতি
+ ° + °
থুন্না। ধা আ, ত্রেকেটে থুন্না। ধাতি থুন্না, ধা আ।
+ ° +
ত্রেকেটে থুন্না, ধাতি থুন্না। ধাঁ ॥

১০নং—আড়ি।

\+ ০ +
ধাগে তেটে গদিন্তা, কতা কতা কেটে তাগ্। গ্রেদেন
০ +
স্তানে কতা, কৎ তেরেকেটে তাগ্ তেরেকেটে দেৎ। থুন্
০ +
থুন্ দ্রেগে থুন্, গ্রেদেন্ গ্রেদেন্ তা। তেরেকেটে তাগ্
০ +
তেরেকেটে তাগ্ দেৎ, তেটে কড়ান্ ॱ থুংগা। ধা আ
০ +
দেৎ দেৎ, তেটে কড়ান ॱ থুংগা। ধা আ দেৎ দেৎ,
০ +
তেটে কড়ান্ ॱ থুংগা। ধা ॥

ষটতাল।

ইহা আট মাত্রার তাল। প্রথম দুইটী আঘাত পরে একটী ফাঁক তাহার পর চারিটী আঘাত, শেষ একটী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

\+ ১ ০ ২ ৩
ঠেকা—ধেৎ ধেৎ ধা নক দেন্তা ধেৎতা তেরেকেটে
৪ ৫ ০ +
তাকা ধুমকেটে তাকা গদিঘেনে। ধা ॥

রুদ্রতাল।

ইহা ষোল মাত্রার তাল। ইহাতে ১১টী আঘাত ও ৫টী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

        +   ০   ১   ২   ০
ঠেকা—ধা ধিন ধা দেৎ ধেৎতা দেন্তা থুন থুন্
১   ২   ৩   ০   ১   ০   ১
ধাধা কেটে তাগ্ দেন্তা কড়ান ধা আ তা দেৎ তাগ দেৎ
২   ৩   ৪   ০   + ০
তাক কড়া আন তেরেকেটে তাগ্ থুন্। ধা॥

বীরপঞ্চ।

ইহা আট মাত্রার তাল। ইহাতে পাঁচটী আঘাত ও তিনটী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

        + ০   ১   ০   ২   ৩   ৪   +
ঠেকা—ধাধা কেটে তাগ্ তেটে কতা গদিঘেনে। ধা॥

খামসা।

ইহা আট মাত্রার তাল। ইহাতে ৫টী আঘাত ও ৩টী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

        + ০ ২   ২   ০   ৩   ৪   ০   +
ঠেকা—ধা ধা কেটে তাগ্ তেরেকেটে তাগ দেৎ। ধা॥

করালমঞ্চ।

ইহা পাঁচ মাত্রার তাল। ইহাতে তিনটী আঘাত ও দুইটী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

```
        +          ১     ০          ২         ০
ঠেকা—ধাকেটে  থুন্না  কেটে  তাগ্  গদিঘেনে  নাগ
     +
দেৎ।  ধা॥
```

সাক্ষীতাল।

ইহা দশ মাত্রার তাল। ইহাতে সাতটী আঘাত ও তিনটী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

```
       +   ০   ১   ২   ০     ৩     ৪      ৫      ৬
ঠেকা—ধা  ধা  দে  কৎ  কেটে  তাগ  তেরেকেটে  থুন
০   +
থুন। ধা॥
```

শঙ্করতাল।

ইহা ১১ মাত্রার তাল। ইহাতে নয়টী আঘাত ও দুইটী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

+ ১ ০ ২ ৩ ৪

ঠেকা—ধাধিন্ তা দেৎ থুন্না কেটে তাগ ধা ধিন্ তা দেৎ

০ ৫ ৬ ৭ ৮ +

থুন্না তেরেকেটে নাগ্ দেৎ তেটেকতা গদিঘেনে। ধা ॥

মোহনতাল।

ইহা বার মাত্রার তাল। ইহাতে সাতটী আঘাত ও পাঁচটী ফাক আছে। যথা—

+ ১ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫

ঠেকা—ধা ধা তাগে তেটে কতা কতা গদিঘেনে নাগ্

০ ৬ ০ +

দেৎ তেরেকেটে। ধা ॥

দোবাহার।

ইহা তের মাত্রার তাল। ইহাতে দশটী আঘাত ও তিনটী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

+ ১ ০ ২ ৩

ঠেকা—ধা আ ধা আ কেটে তাগ্ থুন্ থুন্ গাদিঘেনে

৪ ৫ ০ ৬ ৭ ৮ ৯

তাদেৎ থুন্ ঘেনে ঘেনে কৎতেটে দীঘেনে দীঘেনে তেটে

০ +

কতা গদিঘেনে। ধা ॥

রাসতাল।

ইহা তের মাত্রার তাল। ইহাতে ৮টী আঘাত ও ৫টী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

+ ০ ১ ২ ০ ৩ ৪ ৫ ০
ঠেকা—কতা কতা কেটে তাগ্ ধা কেটে থুন্ গদি ঘেনে
৬ ০ ৭ ০ +
নাগে দেৎ তেরেকেটে কড়ান্। ধা॥

ব্রহ্মতাল।

ইহা ১৪ মাত্রার তাল। ইহাতে ১০টী আঘাত ও ৪টী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

+ ০ ১ ২ ০ ৩
ঠেকা—তাগদেৎ থুন ধা তেরে কেটে তাগ্ থুন্ ধেৎতা
৪ ৫ ০ ৬ ৭ ২ ৮
গদিঘেনে নাগ্দেৎ থুন্ তেরেকেটে তাকাধুমা কেটে তাকা
৯ ০ +
গদিঘেনে থুন্। ধা॥

ব্রহ্মযোগ।

ইহা ১৮ মাত্রার তাল। ইহাতে ১২টী আঘাত ও ছয়টী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

+ ০ ১ ২ ০ ৩
ঠেকা—ধা ধিন ধাদেৎ ধাধা ঘেড়ে নাগ তেরেকেটে থুন
৪ ৫ ০ ৬ ৭ ৮ ৯
থুন গদিঘেনে কৎ তেটে ধাধা থুন্ ধুমকেটে কড়াআন ধাকতা
০ ১০ ০ ১১ ০ +
গদিঘেনে ঘেনান ধাকৎ ধাকৎ ধাকৎ। ধা ॥

লছমীতাল।

ইহা ১৮ মাত্রার তাল। ইহাতে ১৫টী আঘাত ও ৩টী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

+ ১ ২ ০ ৩ ৪ ৫ ০ ৬ ৭
ঠেকা—ধা কেটে ধা ধা কেটে তাগ্ ধাকেটে তাগে নেনা
৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৫ ০ +
আন থুন গ্রেদেন তা ঘেএ গে তেটে গদিঘেনে। ধা ॥

গণ্ডকীতাল।

ইহা ১৭ মাত্রার তাল। ইহাতে ১৩টী আঘাত ও ৪টী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

+ ১ ২ ০ ৩
ঠেকা—দেৎ দেৎ থুন্ থুন ধা কতা দেন্তা কেটে তাগ্
৪ ৫ ৬ ০ ৭ ০ ১ ৮
দেৎ দেৎ থুন্ থুন্ ধা কতা দেন্তা কড়ান্ ধা আ তেরেকেটে
৯ ১০ ১১ ১২ ০ +
তাকা থুংগা গদিঘেনে নাগ দেৎ তেরেকেটে। ধা ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

"গীতং নিরূপিতং তস্চ বাদ্যাধীনমতো ময়া।
বাদ্যং নিরূপত্যাতে গীতনৃত্যয়োরনুরঞ্জকং ॥

বাদ্যকাণ্ড—তবলা শিক্ষা।

পুরাকালে তলমৃদঙ্গই তবলা নামে অভিহিত ছিল। অর্থাৎ মৃদঙ্গের দক্ষিণ ভাগ লইয়া তবলার কার্য্য পরিসাধিত হইত। পরে ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে, আমীর খুসরু নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক উক্ত প্রচলিত পদ্ধতিতে তবলা বাজান নিতান্ত অসুবিধা বোধ করিয়া, নিজ অভিজ্ঞতায় ও যত্ন চেষ্টায় উৎসাহিত হইয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া তবলা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে যাবনীক ভাষায় তবলা নাম প্রচারিত হয়। আরও কথিত আছে যে, আমীর খুসরু তবলার ন্যায় বীণা যন্ত্র ভাঙ্গিয়া সেতার প্রস্তুত করেন।

বাম হস্তের বোল বাজাইবার জন্য বায়াঁ ও দক্ষিণ হস্তের বোল বাজাইবার জন্য তবলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লালা কেবলকৃষ্ণ, গোলাম আব্বাশ, পীরবকস্, ছট্টু

মহারাজ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বাদকগণ তবলার অসংখ্য অসংখ্য বোল প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে তবলায় বোল বাজাইবার বিধি প্রচলিত নাই। তবলার তালগুলি খেয়াল কিম্বা রঙ্গিন গানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখনকার খেয়ালীরা তবলায় বোল বাজাইতে দেন না। তাঁহারা কেবল বাদকদিগকে ঠেকা বাজাইতে বলেন। সেই কারণে তবলার বোল সকল ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইল না। আবশ্যকমত ও এখনকার ব্যবহারোপযোগী প্রায় সমস্ত তালের ঠেকা ও কতকগুলি তালের সঙ্গতোপযোগী হস্ত সাধিবার বোল ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃদঙ্গের যে সকল বোল খোলাভাবে বাজান যায়, তবলায় সেই সকল বোল ব্যবহার করিতে গেলে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া বাজাইতে হয়। সুতরাং তবলার বোল বাজাইবার জন্য কোনরূপ হস্তপাড় ইহাতে প্রদত্ত হইল না। পাঠকগণ পঞ্চম অধ্যায়ের মৃদঙ্গ শিক্ষার মধ্যে হস্তপাড়ের বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। ইহার হস্তপাড় প্রায়ই মৃদঙ্গের ন্যায় কেবল সামান্য মাত্র প্রভেদ আছে। তবলার ঠেকা বাজানই অতীব কঠিন। যিনি বিশুদ্ধ লয়ে ঠেকা বাজাইতে পারেন তিনি যে, অতি সহজে তবলার বোল সকল আয়ত্তাধীন করিতে পারিবেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

ইহাতে নিম্নলিখিত তবলার তালগুলির ঠেকা ও বোল সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—

তালের নাম।		তালের নাম।	
১	কাওয়ালী।	১১	পোস্তা।
২	ঢিমেতেতালা।	১২	খেমটা।
৩	মধ্যমান।	১৩	আদ্ধা।
৪	একতালা।	১৪	ঝাঁপতাল।
৫	আড়াঠেকা।	১৫	খয়রা।
৬	ঠুংরী।	১৬	কাহারবা।
৭	তেওট।	১৭	রূপক।
৮	যৎ।	১৮	দাদরা।
৯	ফরদস্ত।	১৯	সোয়ারী।
১০	আড়াখেমটা।	২০	কয়েৎসোয়ারী।

কাওয়ালী।

ইহা চারি মাত্রার তাল। ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

+ ৩ ০

ঠেকা—ধা দিন দিন ধা, ধা দিন দিন ধা, নাতিন্ তিন

১ +

তা, তাদিন দিন ধা। ধা॥

+ ৩

অন্য প্রকার ঠেকা—ধা ধিন্‌ধিন্ ধা, ধাগে ধিন্ ধিন্ ধা,

০ ১ +

নাতিন্ তিন্ তা, তাগে ধিন ধিন্ ধা। ধা॥

১নং—রেলা।

\+ ৩
ধা তেরেকেটে তাগ্ তাগ্ তেরেকেটে তাগ্, তাগ্
০
তেরেকেটে তাগ্ দিন্‌তা কেটে তাগ্, তাক তেরেকেটে
১
তাক তেরেকেটে তাক, ধাতেরেকেটে তাগ্ দিন্‌তা কেটে
\+
দিনতা কেটে তাগ। ধা॥

২নং—কায়দা।

\+ ৩
ধাগে তেটে ধাগে তেটে, ধাগে তেরেকেটে দিনতা
০ ১
কতা, তাগে তেটে ধাগে নাধা, তেরেকেটে দিনতা গদি-
\+
ঘেনে। ধা॥

৩নং—গৎ।

\+ ৩
ধাগেনাধা তেরেকেটে ধাগে, নাধা তেরেকেটে ধাধা
০ ১
তেরেকেটে, ধাগেনাধা তেরেকেটে দিনতা, কেটে তেরে,
\+
কেটে তাক্‌তাক্ তেরেকেটে। ধা॥

৪নং—গৎ।

\+ ৩
ঘনাৎ ধাঘেনে ধাগে, নাগ্ দেনে তাগে তেরেকেটে,
০ ১
দিনতা কতা তাগে তেটে, ঘেনে ধাগে নাধা তেরেকেটে।
\+
ধা॥

৫নং—গৎ

\+ ৩
ধেৎ ধাগে তেরেকেটে ধেনে, ঘেনে নাগ্ দেনে তাগে,
০ ১
তেরেকেটে তাতাকেটে তাগ্ তেরেকেটে, ধাতে ঘেনে
\+
দিনতা কতা। ধা ॥

৬নং—গৎ।

\+ ৩
ঘেড়ান ত্রেকেটে ধাগে নাধা, ত্রেকেটে দিনতা কেটে
০ ১
তাগ ত্রেকেটে, ধাগে নাধা ত্রেকেটে ঘেড়ান, ধাগে দিন্‌তা
\+
গদিঘেনে। ধা ॥

৭নং—আড়ি।

\+ ৩ ০
ত্রেকেটে তাগেনে, ধাগে ধাগেতেটে, কৎ তেটে তেটে,
১ + ৩ ০
তাগেনা থুন্। ত্রেকেটে ধেৎতা, ধাতা থুন্না, ঘেনে ঘেনে
১ + ৩
কতা, কতেটে কড়ান। তাধান্ তেটে, কৎ ত্রেকেটে
০ ১ +
ধেকেটে, দিঘেনে দিঘেনে ত্রেকেটে নান্। কড়ানক তেটে
৩ ০ ১ +
ধাধাতেটে ঘেনে, ঘেন্তা ঘেন্তা, দীতা ঘেন্না। ধা ॥

৭নং—আড়ি।

\+ ৩ ০
ধাগ ধেনাক, ধেনেকতা গদিঘেনে তাগ্‌ তেরেকেটে,
১ + ৩
তাগ, তাকেটে ধেকেটে তাগ। কেটে তাগ কৎ দেৎ, ধা
০ ১ +
আ কেটে তাগ কৎ দেৎ ধা আ, কেটে তাগ কৎ দেৎ। ধা ॥

৯নং—কুআড়ি।

\+ ৩ ০
কৎ তেটে তেটে, ত্রেকেটে ঘেন্নে, কত্রেকে ধেকেটে,
১ + ৩
ঘেনে ঘেনে ঘেনে। কড়ান কতা ঘেনে, ত্রেকেটে দেৎ
০ ১ + ৩ ০
তেটে, থুদি ঘেনে নাগ, ধা আ কঅৎ। ধাকতা, ধাআকঅৎ
০ ১ +
ধাকতা, ধাআকঅৎ। ধা ॥

১০ নং—আড়ি।

\+ ৩ ০
তাকেটে ধেন্নে, ঘেনে গদিঘেনে, দেৎ তেটে তেটে,
১ + ৩
তেটে ঘেতেরে কেটে তাগ। কুদেকদে বেনে, ধা কড়ান
০ ২ +
তেটে, ঘেন তেটে তেটে, দীইঘেনে তাগ। ধা ॥

ঢিমেতেতালা।

ইহা দীর্ঘ আট মাত্রা কিম্বা লঘু ষোল মাত্রার তাল। ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক হইয়া থাকে। যথা—

+ ৩ ০ ১ +
ঠেকা—ঘেঘে ধা, ঘেঘে ধা, কেকে তা, ঘেঘে ধা। ধা॥

+ ৩
প্রকারান্তর ঠেকা—ধাদিন্‌দিন্‌ ধা, দিনধাগে তেরেকেটে
০ ১ +
দিন্‌, নাতিন্‌ তিন্‌ তা দিন ধাগে তেরেকেটে দিন। ধা॥

১নং—রেলা।

+ ৩
ধা তেরেকেটে তাগ্‌ ত্রেকেটে ধাতে, ঘেনে ধাগে নাধা
০
ত্রেকেটে, ঘেন ত্রেকেটে তাগ্‌ তাক্‌ ত্রেকেটে তাক্‌,
১ +
দিন্‌তা কেটে তাক্‌ তাগ তেরেকেটে তাগ্‌। ধা॥

২নং—গৎপরণ।

+ ৩
ধেৎ ধাগে তেটে ঘেনে, ধাগে নাধা তেরেকেটে ধাগে,
০ ১ +
নাধা তেরেকেটে ধাগে তেটে, দিন্‌তা কতা গদিঘেনে। ধা॥

৩নং—গৎপরণ।

+ ৩
ধাগে তেটে ঘেনে ধাগে, নাধা তেরেকেটে ধাগে নাধা,
০ ১
ত্রেকেটে দিনতা কেটে তাগ্‌ তেরেকেটে, ধাগেনাধা
+
দিনতা কতা। ধা॥

৪নং—গৎপরণ।

\+ ৩
ধাগে নাধা তেরেকেটে ধাতে, ঘেনে ধাগে তেটে ঘেনে,
০ ১ +
নাগ দেনে দিনতা কতা, ত্রেকেটে দিনতা গদিঘেনে। ধা ॥

৫নং—রেলা।

\+
ধাত্রেকেটে তাগ ত্রেকেটে দিনতা কেটে তাগ ত্রেকেটে
৩
তাগ্ তাগ্ তেরেকেটে, তাগ্ ত্রেকেটে তাগ্ ত্রেকেটে ধাগে
০
নাধা ত্রেকেটে দিনতা কতা, কেটে তাক্ তেরেকেটে তাক
১
তাক্ ত্রেকেটে তাক দেৎ তেরকেটে ধাগে নাধা,তেরেকেটে
\+
ধাগে নাধা ত্রেকেটে ধাধা তেরেকেটে দিন্তা কতা। ধা ॥

৬নং রেলা।

\+
ধাত্রেকেটে তাগ্ ধাগে নাধা ত্রেকেটে ধাধা কেটেতাগ্
৩
ত্রেকেটে, দিনতা কেটে তাগ ত্রেকেটে তাকতাক ত্রেকেটে
০
ধাগে নাধা তেরেকেটে, ধাগে নাধা তেরেকেটে ধাগে নাধা
১
তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে, দিনতা কেটেতাগ্ ত্রেকেটে
\+
ধাগে নাধা ত্রেকেটে দিন্তা কতা। ধা ॥

৭নং—আড়ি।

\+　　　　　　　　　　　　৩
ধা ত্রেকেটে ধাঘেনে নাগেনে ধাগেনে, ত্রেকেটে দিনতা
　　　　　　°
কতা তাকেটে ধেকেটে, ঘেনে নাগেনে ধাগেনে ধাগে,
১　　　　　　　　+
ত্রেকেটে ধাগেনে ঘেনে ধাগেনে। ধা ॥

৮নং—আড়ি।

\+　　　　　　　　　　　　৩
ধেৎ তাগে তেটে ঘেন্ ত্রেকেটে দেৎ, ঘেনে ধাগেনে
　　　　　　•
নাগেনে ধেত্রেকেটে, ঘেনে ধাগেনে ধাগেনে ধাগেনে,
১　　　　　　　　　　+
ধাত্রেকেটে ধাগেনে ঘেনে নাগ্‌দেনে। ধা ॥

মধ্যমান।

ইহা আটটী হ্রস্ব অথবা চারিটী দীর্ঘ মাত্রার তাল। ইহাতে তিনটী তাল ও একটী ফাঁক আছে। যথা—

\+　　　　　　৩　　　　°
ঠেকা—ধা ধিন্ তাক্ ধিন্, ধাধিন তাক্ ধিন্, ধাতিন্
　　১　　　　+
তাক তিন, তাধিন্ তাক ধিন। ধা ॥

১নং—রেলা।

\+　　　　　　　　　　　৩
ঘেড়ান ধাগে নাধা তেরেকেটে, ঘেড়ান্ ধাগে দিন্‌তা
°　　　　　　　　　　　১
কতা, ত্রেকেটে তাগ্ তাগ্ ত্রেকেটে ধাগে, ঘেড়ান ধাগে
　　　　+
দিনতা কতা। ধা ॥

২নং—রেলা।

\+ ৩
ধাত্রেকেটে তাগ্ তাগ্ ত্রেকেটে তাগ্, দিন্‌তা কেটে
০
তাগ্ ত্রেকেটে ধাগে, নাধা তেরেকেটে দিন্‌তা কেটেতাগ্,
০ +
ত্রেকেটে ধাগে নাধা তেরেকেটে। ধা॥

৩নং—গৎপরণ।

\+
ধাগে তেটে ধাগে তেটে ধাগে তেরেকেটে ধাগেনাধা,
৩
তেরেকেটে ধাগে নাধা তেরেকেটে দিন্‌তা কতা তাগে
০
তেটে, ঘেনে ধাগে নাধা ত্রেকেটে দিন্‌তা কতা গদিঘেনে,
১ +
তাগে তেটে গদিঘেনে ধাগে তেরেকেটে দিনতা কতা। ধা॥

৪নং—গৎপরণ।

\+ ৩
ধাগে তেটে ধাগে নাধা, ঘেন্ ত্রেকেটে তাগ্ তাগ্
০ ১
ত্রেকেটে তাগ, তাগে তেটে ধাগে নাধা, ত্রেকেটে ধাগে
\+
গদিঘেনে। ধা॥

———

একতালা।

ইহা ছয় মাত্রার তাল। ইহাতে কেবল মাত্র তিনটী আঘাত আছে। ফাঁকের ব্যবহার নাই। কেহ কেহ ফাঁকটী রক্ষা করিয়া সমান মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা—

+ ৩ ১
ঠেকা—ধিন্ ধিন্ ধা, ধাদিন্তা, তাদেৎ ধাগে তরেকেটে
+
দিন্তা। ধা॥

+ ৩ ০
প্রকারান্তর ঠেকা—ধিন্ ধিন্ ধা, ধা তিন্ তা, তাতিন্
১ +
তাগে, তেরেকেটে ধেনে ঘেনে। ধা॥

১নং—রেলা।

+ ৩
ধা তেরেকেটে তাগ্ ঘড়ান্, ধাগে নাধা তেরেকেটে,
০ ১ +
ধাতেরেকেটে ঘড়ান, ধাগে নাধা তেরেকেটে। দিন্তা
২ ০
কতা কতা, কেটে তাগ দেনে, ধা তেরেকেটে তাগ ঘড়ান্,
১ +
ধাগে নাধা তেরেকেটে। ধা॥

২নং—রেলা।

+ ২
ধা তেরেকেটে তাগ ঘড়ান, ধা তেরেকেটে তাগ ঘড়ান
০ ২
তাগ ঘড়ান তাগ ঘড়ান, ধা তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে।
+
ধা॥

৩নং—রেলা।

\+ ১

ধেৎ ধা তেরেকেটে তাগ, ধেৎ ধা তেরেকেটে তাগ,

০ ১

কেটে তাগ তাগ তেরেকেটে তাগ, তেরেকেটে তাগ দেৎ

\+

তেরেকেটে। ধা ॥

৪নং—রেলা।

\+ ৩ ০

কতাধা তেটেধা, কতাধা ঘেনতা, নেতা তেরেকেটে ধা,

১ + ৩

নেতা তেরেকেটে দেনে। ঘেনে ধাগে তেরেকেটে, ঘেনে

০ ১

ধাগে দেন্তা, কেটে তাগ তাগ তেরেকেটে তাগ, তেরে কেটে

\+

তাগ দেৎ তেরেকেটে। ধা ॥

৫নং—আড়ি।

\+ ৩ ০

ঘেনে কড়ান্ কড়ান্, কতা তা ঘেন্তা, ঘেনে কড়ান্

১ +

কড়ান্ ত্রেকেটে ধাগেনে। ঘেনে ঘেন তেরেকেটে তাগ্

৩ ০

দীগ তাগে তেটে, তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ,

১ +

ত্রেকেটে ধাগেনে। ধা ॥

৬নং—আড়ি।

+ ৩ ০

ধাগে তেটে ঘেনে, ঘেনে নাগ দেনে, ধাৎতা থুঙ্গা,

১ + ৩

কেটে তাগ তেটে। কতেটে তাগেনে, ধা তেরেকেটে

০ ১ + .

ধাগেনে ঘেনে নাগ্ দেনে। ধা ॥

৭নং—আড়ি।

+ ৩ ২ ০

ধাগেনে ধাগেনে, ধাগেনে থুনা, তেরেকেটে তাগ্

১ +

তেরেকেটে তাগ,ধাগেনে ধাগেনে। ধা তেরেকেটে ধাগেনে,

৩ ০ ১

ধেড়া ঘেনে নাগ, ত্রেকেটে ধাগেনে, ধা তেরেকেটে

+

ধাগেনে। ধা ॥

৮নং—আড়ি।

+ ৩ ০

ধা তেরেকেটে ধাগেনে, নাগ তেরেকেটে, ধা তেরে-

১ +

কেটে ধাগেনে, নাগে তেরেকেটে। কৎ তাগে তেটে,

৩ ০ ১

কৎ তেরেকেটে ধেকেটে, ধেৎ তেরেকেটে, ঘেগে নাগ

+

তেটে। ধা ॥

৯নং—আড়ি।

\+ ৩
ধা তেরেকেটে ধা তেরেকেটে, ধা তেরেকেটে ধা ধা,
০ ১ +
ধা তেরেকেটে ধাগেনে, ধাগেনে ধা ধা। ঘেন্ তেটে তেটে
৩ ০ ১
ঘেগে তেটে তেটে, ঘেনাক দিঘেনে, ধা তেরেকেটে
\+
ধাগেনে। ধা॥

১০নং—আড়ি।

\+ ৩
ধাগেনা ধা তেরেকেটে, ধা কেটে ধান্, ধাগেনা ধা
১ +
তেরেকেটে, ধাকেটে ধান। ধা ধা থুন্না কেটে তাগ,
৩ ০
তেরেকেটে তাগ্ দেৎ, তেরেকেটে তাগ্ তেরেকেটে তাগ,
১ +
তেরেকেটে তাগ্ দেএৎ। ধা॥

আড়াঠেকা।

ইহা নয় মাত্রার তাল। ইহাতে চারিটী দীর্ঘ মাত্রা ও চারিটী অনু মাত্রা ব্যবহৃত হয়। চারিটী দীর্ঘ মাত্রাতে আটটী দ্রুত মাত্রা হয় এবং অনুমাত্রা চারিটীতে একটী পূর্ণ মাত্রা হইয়া নয়টী পূর্ণ মাত্রা হয়; কিন্তু ঠেকাতে যখন আটটী দ্রুত মাত্রার পরিবর্ত্তে চারিটী দীর্ঘ মাত্রা দেওয়া হয়, তখন এক একটী দীর্ঘ মাত্রার সঙ্গে এক একটী করিয়া অনুমাত্রা ব্যবহৃত হয়। যথা—

\+ \+ ৩ \+ ॰

ঠেকা—ধাকেটে তাগ ধি ইন, ধাধা ধিন ধি ইন,তাকেটে

\+ ১ \+ \+

তাগ ধি ইন, ধাধা তিন তিইন। ধা ॥

১নং—রেলা।

\+ ৩

ধা তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে ধাতে, ক্রেধান ধা

॰

ঘেনে ধাগে, তাক তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে ধাতে,

১ \+

ঘেনে ধাগে নাধা তেরেকেটে। ধা ॥

২নং—রেলা।

\+ ৩

ধা তেরেকেটে তাগ তাগ তেরেকেটে তাগ, ধাতে ধাগে

॰

নাধা তেরেকেটে, তাক তেরেকেটে তাক তেরেকেটে

১

দিন্ তা, কেটে তাগ্ তেরেকেটে তাগ দেৎ তেরেকেটে।

\+

ধা।

৩নং—গৎ পরণ।

\+

ধাগে তেটে ধাগে তেরেকেটে দিন্তা কতা তাগ তেটে,

৩

তাগে তেটে ধাগে নাধা তেরেকেটে ধাগে নাধা তেরেকেটে,

০ ১
ঘেনে ধাগে নাধা তেরেকেটে দিনতা কতা তাগ্ তেটে, কেটে

তাগ তেরেকেটে তাক তাক তেরেকেটে তাক দেৎ তেরে-
\+
কেটে গদিঘেনে। ধা॥

৪নং—গৎ পরণ।

\+
ধাগে তেটে ধাগে তেরেকেটে ধাগেনাধা তেরেকেটে
৩
ধাগে, তাগে তেটে ধাগে নাধা দিনতা কতা গদিঘেনে,
০
কেটে তাক তেরেকেটে ধাগে নাধা তেরেকেটে দিনতা
১
কতা ধাগে, নাধা তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে দিন্তা
\+
কতা গদিঘেনে ধা॥

ঠুংরী।

ইহা চারি মাত্রার তাল। ইহাতে দুইটী আঘাত ও দুইটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

\+ ০ ৩ ০ +
ঠেকা—ধিন্ ধা, গে দিন্, তিন্‌তা, গেদিন। ধা ॥

\+ ০ ১ ০ +
প্রকারান্তর ঠেকা—ধেদ্ধা কেটে, নেদ্ধাকেটে। ধা ॥

১নং—গৎ।

\+ ০ ১ ০
ধাতে ঘেনে ধাতে ঘেনে, তাতে ঘেনে, দিন্‌তা কতা।
\+ ০ ১ ০ +
তাতে ঘেনে, তাতে ঘেনে, ধাতে ঘেনে, দিন্‌তা কতা। ধা ॥

২নং—গৎ।

\+ ০ ১ ০
ধাতে ঘেনে, ধাগে নাধা, দিন্‌তা কতা, তাতে ঘেনে।
\+ ০ ১
তাতে ঘেনে, তাক্ তেরেকেটে তাক, ধা তেরেকেটে তাগ্,
০ +
দিন্‌তা কেটে তাগ্। ধা ॥

৩নং—রেলা।

\+ ০ ১
ধা তেরেকেটে তাগ্, দিন্‌তা কেটে তাগ্, তাগ্ তেরে-
০ +
কেটে তাগ্, দিন্‌তা কেটে। তাক তেরেকেটে তাক,

৩ ০ ১
তাক্ তেরেকেটে তাক্, ধা তেরেকেটে তাক্, দিন্‌তা
\+
কেটে তাক্। ধা ॥

৪নং—রেলা।

\+ ০ ১
ধা তেরেকেটে তাক্, তেরেকেটে তাগ্ তাগ্, তাগ্
০ +
ঘেড়ান ধা, দিন্‌তা কেটে তাগ্। তাগ্ তেরেকেটে, তাগ্,
০ ১ ০
তেরেকেটে ধাগে, তাগ্ ঘেড়ান ধা, দিন্‌তা কেটে
\+
তাগ্। ধা ॥

তেওট।

ইহা দীর্ঘ সাত মাত্রা ও লঘু চতুর্দ্দশ মাত্রার তাল। ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

\+ ৩ ০
ঠেকা—ধিন্ ধিন্ ধাকেটে, ধিন্ ধিন্ ধা, তিন্ তিন্
১ +
তাকেটে, ধিন্ ধিন্ ধা। ধা।

\+ ৩
প্রকারান্তর ঠেকা—ধাদিন্‌তা, দিন্ দিন্ ধাগে তেরে-
০ ০ +
কেটে, তাদিন্‌তা, দিন্ দিন্ ধাগে তেরেকেটে। ধা॥

১নং—রেলা।

\+ ৩
ধা ঘেগে ধা ঘেগে, ধাগে ঘেগে ধা তেরেকেটে তাগ্,
০ ১
দেন্তা কেটে তাগ্ তেরেকেটে, তাগ্ তেরেকেটে তাগ্
\+
তেরেকেটে দেৎ। ধা॥

২নং—রেলা।

\+ ৩
ঘড়ান ধাধা তেরেকেটে, ঘড়ান ধাধা ধা তেরেকেটে
০ ১
তাগ্, তাগ্ তেরেকেটে তাগ্ তেরেকেটে, ঘড়ান্ ধাধা
\+
ধা তেরেকেটে তাগ্। ধা॥

৩নং—রেলা।

+ ৩ ০
ধাগে তেটে কতা, কতা কড়ান্ গদিঘেনে, ঘেন্ তেরে-
১
কেটে তাগ্ দেৎ, তেরেকেটে দেৎ তেরেকেটে দেৎ।
+ ৩ ০
ধা দেন্তা, তেরেকেটে দেৎ তেরেকেটে দেৎ, ধা দেন্তা,
১ +
তেরেকেটে দেৎ তেরেকেটে দেৎ। ধা ॥

৪নং—রেলা।

+ ৩
ধা তেরেকেটে তাগ্ দেৎ, ধা তেরেকেটে তাগ্ দেন্তা
০ ১
কেটে তাগ্, তাগ্ তেরেকেটে তাগ্ দেৎ, ধা ঘেনে গদি-
+ ৩ ০ ১
ঘেনে। ধা দেন্তা, ধা ঘেনে গদিঘেনে, ধা দেন্তা, ধা ঘেনে
+
গদিঘেনে। ধা ॥

৫নং—রেলা।

+ ৩
ঘেনে ঘেনে কতা, ধা তেরেকেটে তাগ্ তেরেকেটে
০ ১
দেৎ, কৎ ঘড়ান্ কৎ ঘড়ান্, দেন্তা কেটে তাগ্ তাগ্

\+ ৩
তাগ্ তেরেকেটে। কতে ঘেঘে তেটে, ঘেনে ঘেনে
০ ১
ঘেন্ তেরেকেটে তাগ্, কড়ান তেরেকেটে দেৎ, তা
\+
ঘেনে থুউন্নাকতা। ধা ॥

৬নং—আড়ি।

\+ ৩
ত্রেকেৎ তাকেটে তাকেটে, ধাগেনে ঘেনাক্ ধাগেনে
০ ১
ধেনাক, গ্রেদেন্ তাগেনে তাগেনে, কতাগ্ ধেকেটে দেগ্
\+
দাগ্ তেটে। ধা ॥

৭নং—আড়ি।

\+ ৩
ত্রেকেটে তাগেনে ঘড়ান্, ঘড়ান্ ধাগে তেটে ধাগেৎ
০ ১
দিঘেনে, ধাগেনে ধা তেটে কৎ তেরেকেটে, ধেকেটে
\+
কতাগ্ দিঘেনে দিঘেনে। ধা ॥

৮নং—আড়ি।

\+ ৩
তাকেটে থুকেটে ঘড়ান্ তাগেনে, ধা ধাধা কৎ,
০ ০
থুঘেনে নাগেনে দিঘেনে কড়ান্, ধে নান তেটে কৎ।

\+ ৩
তাগে তাগে তাগে দ্রেগে ধান্ তেটে, দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে
০ ১
থুন্, তেরেকেটে তাগ্ তেরেকেটে তাগ্ ঘড়ান্ তাগেনে,
১ +
দিঘেনে দিঘেনে কড়ান। ধা।

৯নং—আড়ি।

\+ ৩
তা ধান্ তেটে তাগেনে, ঘড়ান্ তাগেনে দেদে ঘেনে
০ ১
নাক্, ধেরেকেটে তাগ্ ধেএনে ধে, তেরেকেটে তাগ্
\+
তেরেকেটে তাগ্ থুনা ঘেনে নাক্। ধা ॥

১০নং—আড়ি।

\+ ৩
তাকেটে ধেন্নে ধে নান্ তেটে কতেটে কৎ, তাগ্
০
তাগ্ তেটে দীগ্দাগ্ তেটে তেটে ঘে নান দেৎ, কৎ
০
তাগে তেটে কৎ তেরেকেটে ধেকেটে তা আগদেন্তা,
১
তেরেকেটে তাগ্ ধাতা ধা তেরেকেটে তাগ্ ধাতা ধা
\+
তেরেকেটে তাগ্ ধাতা। ধা ॥

যৎ।

ইহা সাত মাত্রার তাল। মতান্তরে ইহাকে ছয় মাত্রার তাল বলিয়া ব্যবহার করে। ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

+ ৩ ০ ১ +
ঠেকা—ধা ধিন্ ধাগে তিন্, তাতিন্ ধাগে ধিন। ধা ॥

১নং—রেলা।

+ ৩
ধাক্ কড়ান্ কতা, তেরেকেটে তাগ্ গদিঘেনে,
০ ১
তেরেকেটে তাগ্ তেরেকেটে তাগ্ দেৎ, ধাতা দেন্ দেন্।
+ ৩ ০
তাগেনে তান কতা, তাত ঘেড়েনাগ্ থুন্, তা তেরেকেটে
১ +
ধাতা, তেরেকেটে ধাতা তেরেকেটে। ধা ॥

২নং—রেলা।

+ ৩
ধাগেনা দেন্তা কেটে তাগ্, তেরেকেটে তাগ্ দেৎ
০ ১
দেৎ, কতা ঘেনে কৎ তেরেকেটে, তাগ্ তেরেকেটে তাগ্

+ ৩
দেগে তেটে। ঘেনাক ধানক, তেরেকেটে থুন্‌ থুন্‌,
০ ১
তেরেকেটে তাগ ধা তেরেকেটে, তাগ ধা তেরেকেটে,
+
তাগ ধা। ধা ॥

৩নং—রেলা।

+ ৩ ০
দে দেৎ তেরেকেটে,কতা ঘেনে তেটে কতা,ঘেন তেরে-
১
কেটে তাগ তাগে তেটে, ঘেন তেরেকেটে তাগ দেৎ।
+ ৩ ০
তাকড়ান্‌ তাগে তেটে, তাতা ঘেড়ে নাগ থুন্‌, ঘড়ান তা
১ +
আনে তেটে, তেরেকেটে ঘড়ান দেৎ দেৎ। ধা ॥

৪নং—আড়ি।

+ ৩ ০ ১
তাকেটে, ধেকেটে, কড়াআন, টাগেৎ দিঘেনে, নাগেৎ
+ ৩ ০ ১
দিঘেনে। কতাৎ তাগেনে, দে এৎ, কড়ান তাগেনে, কড়ান
+
তাগেনে। ধা ॥

৫নং—আড়ি।

\+ ৩ ০
তাধান তেটে, ধেন্নে ত্রেকেটে, ত্রেকেটে, তাগেনে,
১ + ৩ ০ ১
ধেত্রে কেটে। তাগ দেৎ, থুগেনে থুন্না, ঘড়ান ঘড়ান, ঘড়ান
\+
তাগেনে। ধা ॥

৬নং—আড়ি।

\+ ৩ ০ ১
থুন থুন থুন, ত্রেকেটে তাগেনে, কড়ান তাগেনে, কড়া-
\+ ৩ ০
আন। তা দেৎ দেৎ, দেৎ তেটে তেটে, ত্রেকেটে তাগেনে,
৩ +
ঘড়ান তাগেনে। ধা ॥

ফোরদস্ত।

ইহা চতুর্দ্দশ মাত্রার তাল। ইহাতে পাঁচটী আঘাত ও দুইটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

\+ ১ ২ ৩ ০
ঠেকা—ধিন্ ধিন্, ধাকেটে, তাগ্ ধিন্ ধা, গদিস্তা,
৪ ০ +
তেটেকতা, গদিঘেনে। ধা ॥

আড়াখেমটা।

ইহা সার্দ্ধ ত্রয়োদশ মাত্রার তাল। ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মতান্তরে ফাঁক ব্যবহারের নিয়ম নাই। যথা—

+ ৩
ঠেকা—ধা তেরেকেটে ধেনে, ধাগে নাগে তেনে,
০ ১ +
তাকে তেরেকেটে ধেনে, ধাগে নাগে ধেনে। ধা॥

পোস্তা।

ইহা পৌনে চারি মাত্রার তাল। ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

+ ৩ ০ ১
ঠেকা—তিন তাক, ধিন্ ধিন্ না, তিন তাক, ধিন্ ধিন্
+
না। ধা॥

খেমটা।

ইহা ছয় মাত্রার তাল। ইহাতে কেবল মাত্র চারিটী আঘাত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফাঁকের ব্যবহার নাই। যথা—

+ ০ ৩ ৪

ঠেকা—ধাকেড়ে, ধিন্ ধিন্, তাকেড়ে, তিন্ তিন্।

+
ধা ॥

আদ্ধা।

ইহা চারি মাত্রার তাল। এই তালটী কাওয়ালী তালের অর্দ্ধাংশ লইয়া গঠিত হইয়াছে। ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

+ ৩ ০ ১

ঠেকা—ধিন্ ধিন্‌তা, তাধিন্‌তা, নাতিন্‌তা, তাধিনতা।

+
ধা ॥

ঝাঁপতাল।

ইহা পাঁচ মাত্রার তাল। ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

+ ৩ ০ ১

ঠেকা—ধিন্‌ধা, ধিন ধিন ধা, দেৎতা, তিন্ তিন্ তা।

+
ধা ॥

খয়রা।

ইহা একতালার দুন লয়ের তাল। ইহাতে কেবল তিনটী আঘাত মাত্র ব্যবহার হইয়া থাকে। ফাঁকের ব্যবহার নাই। যথা—

+ ৩ ১ +
ঠেকা—ঘেনে ধেনে ধাগে, ধাগে তেনে তাগে। ধা ॥

কাহারবা।

ইহা পাঁচ মাত্রার তাল। ইহাতে চারিটী পূর্ণমাত্রা ও দুইটী অর্দ্ধমাত্রার ব্যবহার আছে। ইহার চারিটী মাত্র আঘাত হইয়া থাকে। ফাঁকের ব্যবহার নাই। যথা—

+ ১ ১ ১
ঠেকা—ধাগে তেটে, নাগ্ দিন্, তাগে তেটে নাগ্দিন।
+
ধা ॥

রূপক।

ইহা সাত মাত্রার তাল। ইহাতে দুইটী মাত্র আঘাত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফাঁকে ব্যবহার নাই। ইহার ফাঁকের স্থানে সম হইয়া থাকে। যথা—

১ ২ ॰ +
ঠেকা—ধিন্ধা, ধিন্ধা, তিন্ তিন্ তা। ধা ॥

দাদরা।

ইহা দুইটী অৰ্দ্ধ মাত্রার তাল। ইহাতে একটী মাত্র আঘাত হইয়া থাকে। ইহার ফাঁক নাই। যথা—

+ +
ঠেকা—ধা ধিন। ধা ॥

সোয়ারী।

ইহা পঞ্চদশ মাত্রার তাল। ইহাতে পাঁচটী আঘাত ও তিনটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

+ ৺ ১ ˚ ১ ০ ১
ঠেকা—ধিন্ধা ধিন্ধা কৎ তাগে দিন্তা, তেটেকতা
০ +
গদিঘেনে। ধা ॥

কয়েৎ সোয়ারী।

+ ০ ১ ০ ১ ০
ঠেকা যথা—কেটেতাদিনাতা ত্রেকেটে ধাকেটে দিন্তা
১ ১ ০ +
ধাকেটে ধাকেটে দিন্তা। ধা ॥

বাদ্যের দোষগুণ বিচার।

"গীতের যেমন কতকগুলি দোষ এবং কতকগুলিগুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বাদ্যে ও সেইরূপ কতকগুলি দোষগুণের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—ভয়, ধাতু বা তালের অস্পষ্টতা, শিরঃকম্পন অর্থাৎ মুদ্রাদোষ, হাস্য, লয়হীনতা, অযোগ্য স্থানে বিরাম, যে সকল তাল বাজা-ইলে সহসা বোধ হয় না, তাহার সংযোগ, কাস নিষ্ঠীবন এবং অন্য কোন কারণ হেতু বাজাইতে বাজাইতে হস্ত বাধিত হওয়া, বাজাইবার সময় ব্যাকুলতা, তালহীনতা বাজাইতে বাজাইতে হস্তের জড়তা ; এই দ্বাদশটী বাদ্যের দোষ বলিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বাদন কালে তত্তাবৎ অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হয়। বিবেচনা সহ-কারে স্থানে স্থানে বোলের ধ্বনির হ্রাস বৃদ্ধি সম্পাদন এবং বাদ্য-বিশেষে মাধুর্য্য ও ওজোগুণের সমাবেশ-বিধান করাও উচিত।"—সঙ্গীত-সার।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

পরমার্থসঙ্গীতরত্নাকর।

"জপকোটীগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণোলয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

পরমাত্মার মহিমা কীর্ত্তন ও মানবের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন।

* রাগিণী বেহাগ—তাল ধামার।

অপার মহিমা তব তিন লোকে বিস্তারিত।
দেবাসুর সুর নরে অন্যে কেহ নহে জ্ঞাত ॥১॥
মায়ার কল্পনা ক'রে, সৃজিলে এ ত্রিসংসারে,
নিজে হ'লে অন্তর্হিত, সৃষ্টি হ'ল প্রকাশিত ॥২॥
অখণ্ড গোলোক পতি, অষ্টাদশ সহস্র জাতি,
ত্রিলোকে করিয়া স্থিতি, সর্ব্বত্রে হ'লে বিরাজিত ॥৩
সর্ব্বমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মানবে সৃজিলে স্পষ্ট,
ত্রিজগতে আছে রাষ্ট, অর্পিলে গুণ শ্রেষ্ঠ যত ॥৪
মানবে ক'রে পীরিতি, অসাধ্য সাধন শক্তি,
দিলে সাধিতে যোগে যুক্তি, অষ্টাদশসিদ্ধি যত ॥৫
মন যোগে যোগ ক'রে, যতনে সাধিলে পরে,
নিশ্চয় বলিতে পারে, ভূত ভবিষ্যৎ যত ॥৬
যোগবলে বল ক'রে, ইষ্ট যক্ষ দানবেরে,
অজ্ঞাধীন করিতে পারে, শার্দ্দুল হিংসক যত ॥৭
ক্রমে যোগে পারগ হয়ে, ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়ে,
স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে, মন সাগরে ইচ্ছামত ॥৮
ডুব দিয়া যত্ন ক'রে, সপ্ত রেখা যে ভেদ করে,

---

* এই গানটী পুরাতন হোলী গানের কায়দা মত গান করিতে হয়।

সে যায় ভবসিন্ধু পারে, হ'য়ে মহা আনন্দিত ॥৯
সুক্ষ্ম পন্থা দেখাইয়া, তিন লোক তারে ত্যাগিয়া,
অখণ্ড গোলোকে লয়ে একত্রে হও বিরাজিত ॥১০
এই সকল উপদেশ, মানবে ক'রে যত্ন বিশেষ,
কৃতার্থ করিলে দিয়া মহামূল্য গুণ যত ॥১১॥
কালী কহে জানি কান্ত, একান্ত আমি নহি ভ্রান্ত,
মানবে অমূল্য ধন অর্পিলে মান সম্পদ যত ॥১২॥
পরমহংস পদ দিলে, সে পদে উত্তীর্ণ হ'লে,
সিদ্ধ পদ দিয়া তারে পুনঃ কর হরষিত ॥১৩॥
সে পদেতে হ'য়ে ভুক্ত, পুন হলে উপযুক্ত,
নিরাঙ্কুল পদে নিযুক্ত ক'রে মান বাড়াও কত ॥১৪॥
শেষে দিয়া পদ মোক্ষ, কর আপনার পক্ষ,
তখন কে দিবে সাক্ষ্য উভয়ে হ'লে একত্রিত ॥১৫॥
অভেদ হইলে পরে, ভিন্ন ক'রে কে দিতে পারে,
নাহি হেন ত্রিসংসারে, চরাচরে দেখি যত ॥১৬॥
মহামূল্য গুণরাশি, মানবে দিলে ভালবাসি,
তবু মানব করে দোষী হ'য়ে অন্ধ জ্ঞান হত ॥১৭॥
মানব পামর জাতি, মায়া জালে ভ্রান্ত মতি,
না জেনে তোমার গতি দেয় নানা দোষ কত ॥১৮॥

অর্চ্চনা।

রাগিণী মিশ্র—তাল কাওয়ালী।

যে কর্ম্ম করহ নাথ সকলি তোমায় সাজে।
ভাল মন্দ কেবল মাত্র ঘোষণা লোকেরই মাঝে ॥১॥
না জেনে তোমারই মর্ম্ম, লোকে করে নানা ধর্ম্ম,
নিষ্ফল সকলি কর্ম্ম, তুমি সখা না হ'লে নিজে ॥২॥

জন্ম নিয়া নানা বর্ণে, আদি অন্ত স্তব না জেনে,
পূজে তোমায় নানা স্থানে জগৎ সংসার মাঝে ॥৩॥
ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান, ক'রে যেই পুণ্যবান,
সপ্ত রেখা ভেদ করে এ ভব সাগর মাঝে ॥৪॥
আদি স্থানে তব গিয়ে, পূর্ণ দরশন পেয়ে,
আনন্দে নিমগ্ন হয়ে হৃদয়ে সুখে বিরাজে ॥৫॥
কালী কহে শুন সখা, সে পায় তোমারই দেখা,
যার তুমি হও সখা এ তিন লোকেরই মাঝে ॥৬॥

ভালবাসা।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

বলিতে না পারি নাথ যে ভালবাসি তোমায়।
দরশন বিনা তব মম দেহ প্রাণ যায় ॥১॥
রজনী ও দিনমানে, দহে প্রাণ মনাগুণে,
দীন হীন এ অধীনে নয়ন তুলে না দেখ হায় ॥২॥
হর মম দুঃখ রাশি, অশেষ প্রকারে তুষি,
দরশনে অবিনাশী রক্ষাকর ত্রিকাল দায় ॥৩॥
সাধন বিনা ত্রিকুটীর, হেন সাধ্য আছে কার,
বলে কালী এই স্থির না দেখি অন্য উপায় ॥৪॥

একাকী।

রাগিণী মিশ্র—তাল আড়াঠেকা।

এসেছ একাকী রে মন কারে বলরে আপন।
মায়ার কুহকে প'ড়ে বৃথা কর আকিঞ্চন ॥১॥

এলে একা যাবে একা, ললাটেরই এই লেখা,
কেহনা হইবে সথা সময়ে সম্বল রে মন ॥২॥
ভিন্ন হ'য়ে প্রিয়া সনে, প'ড়ে ঘোর মায়া বন্ধনে,
তিলেক ভাবিলে না মনে পুন কবে হ'বে মিলন ॥৩॥
কালী কহে এই সত্য, সকলই দেখ অনিত্য,
চিন্তা কর পরমার্থ ছেদন হ'বে ভব বন্ধন ॥৪॥

ভালবাসা।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

কত ভালবাসিরে প্রাণ বলিতে তা' পারি না।
দেখা দিয়া রাখ রে প্রাণ বাঁচি না রে বাঁচি না ॥১॥
রূপের গরিমা তব, ত্রিভুবনে করে স্তব,
না পাই দেখা কেন তব দীন হীনে বলনা ॥২॥
কত কাল ভিন্ন ক'রে, রাখিবে এ অধীনেরে,
তব রূপ নাহি হেরে পাব কত যাতনা ॥৩॥
কালী বলে এই নীতি, অদৃষ্টে যা' আছে স্থিতি,
ফিরাইতে সেই গতি বিধি বিষ্ণু পারে না ॥৪॥

প্রেমরত্ন।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

প্রেমরত্ন মহা রত্ন যে নাহি সাধন করে।
এ রত্নে না ক'রে যত্ন কেমনে পাইবে তাঁরে ॥১॥
প্রেমেতে না হ'য়ে মত্ত, যে করে নাথেরই তত্ত্ব,
খোঁজে যদি স্বর্গ মর্ত্ত্য তবু কি সে পায় তাঁরে ॥২॥

কালী কহে শুন মন, সুরসিক যেই জন,
প্রেম নীরে ডুবে সে জন সুখে দরশন করে ॥৩॥

পীরিতি।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

পীরিতি বিষম জ্বালা পীরিতি বিষম জ্বালা।
যে মজেছে সেই জানে যত এর লীলা খেলা ॥ ১ ॥
যে মজে যাহারই ভাবে, অবশ্য সে তারে পা'বে,
স্বর্গ নরক দুই ভবে, চিনে লও এই বেলা ॥ ২ ॥
যে ডুবেছে প্রেম সাগরে, সে সকল বলিতে পারে,
বিচ্ছেদ আর মিলনেতে কত সুখ কত জ্বালা ॥ ৩ ॥
প্রেম কি গাছের ফল, পাড়িবে করিয়া বল,
দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে চিকন কালা ॥ ৪ ॥
কালী প্রসন্ন এই বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভূমণ্ডলে,
চলিতেছে কালে কালে সকলই তাঁর লীলা খেলা ॥ ৫ ॥

ভালবাসা।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

প্রাণ তোমারে ভাল বেসে প্রাণে বাঁচি না।
দরশন দিয়া নাথ ঘুচাও মম যাতনা ॥ ১ ॥
তব বিনা প্রাণেশ্বর, ত্রিজগৎ অন্ধকার,
নাশ মম হৃদয় তিমির ক'রে প্রিয় করুণা ॥ ২ ॥
রূপেরই গরিমা তব তিন লোকে করে স্তব,
না পাই দেখা কেন তব বল নাথ বল না ॥ ৩ ॥

কালী কালী বলে কালী, প্রসন্ন হইলে কালী,
দরশন হ'বে কালী যাবে দুঃখ যাতনা ॥ ৪ ॥

বিরহ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

বিরহ অনল আসি যখন দেহে ঘর করিল।
লোম চর্ম্ম অস্থি যত সকলই পুড়িয়া গেল ॥ ১ ॥
এত কষ্ট যাতনাতে, আছি তবু এক চিতে;
তবুনা পাইলাম নাথে অপেক্ষাতে প্রাণ গেল ॥ ২ ॥
মিয়াদ হইল গত, তবুনা আইল নাথ,
বুঝি প্রাণ হয় হত, জানাই কাহাকে বল ॥ ৩ ॥
মম এ দুঃখ যত, কা'রে করি অবগত,
নাহি হেরি মনোমত কে দয়া করিবে বল ॥ ৪ ॥
কালী কালী বলে কালী, সহায় হইলে কালী,
নাথেরে পাইবে কালি ঘুচিবে এ বিরহানল ॥ ৫ ॥

বিরহ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

ওহে প্রাণ কান্ত আসি দেখা দেরে দেখা দেরে।
বিরহানলে মন জলে বাঁচিনারে বাঁচিনারে ॥ ১ ॥
তব দরশন বিনা, মম এ দুঃখ যাতনা,
পুরাও নাথ মম বাসনা ডাকি তোমায় বারে বারে ॥ ২ ॥
প্রাণ সখা ছাড়ি তোমায়, প'ড়ে মহাঘোর দায়,
না হেরি অন্য উপায় যদি দয়া না কর রে ॥ ৩ ॥

কালী কহে দয়া তাঁর, জগতে আছে বিস্তার,
সময়ে হ'বে উদ্ধার' অসময়ে না হয় রে ॥ ৪ ॥

পৃথিবীর আচরণ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ — তাল মধ্যমান।

আশ্চর্য্য হইলাম হেরে পৃথিবীর আচরণে।
নিজ মন্দিরে আছে নাথ কেহ নাহি তাঁরে চিনে ॥ ১ ॥
কেহ যায় গয়া কাশী, কেহ দেবালয়ে বসি;
জপে মালা দিবা নিশি, কেহ যায় গঙ্গাস্নানে ॥ ২ ॥
কেহ বা মক্কায় যায়, কেহ বা মস্‌জিদে ধায়,
উৰ্দ্ধমুখে কেহ তায় ঘনস্বরে বাখানে ॥ ৩ ॥
কালী গানে হ'য়ে প্রসন্ন, কহে ঠিক ধন্য ধন্য,
ত্রিকুটী যেই জ্ঞান শূন্য সে জানিবে কেমনে ॥ ৪ ॥

বিরহ যন্ত্রণা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

জলে জলে মলাম সখা তোমার বিচ্ছেদানলে।
বুঝি দেহ হ'বে ভস্ম সে অনলে জ্বলে জ্বলে ॥ ১ ॥
দারুণ এ হুতাশন, হৃদে জ্বলে নিশি দিন,
নাশিবে এ মন প্রাণ বিষম বিচ্ছেদানলে ॥ ৩ ॥
বিচ্ছেদ অনল শিখা, হৃদয়েতে জ্বলে সখা,
প্রাণসখা দিয়া দেখা ঢাল জল এ অনলে ॥ ৪ ॥
কালী কহে এই যন্ত্রণা, দরশন বারি বিনা
এ জীবন বাঁচিবেনা রীতি এই কালে কালে ॥ ৫ ॥

মায়ার ফাঁদ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

একান্ত হে প্রাণকান্ত পড়েছি মায়ারই ফাঁদে।
দিবা নিশি প্রাণ সখা তব লাগি প্রাণ কাঁদে॥ ১॥
প'ড়ে মহামায়া ফাঁসে, যত নড়ি তত কসে,
না দেখে উপায় শেষে, ডাকি নাথ কেঁদে কেঁদে॥ ২॥
না হ'লে তোমারই দয়া, কাটে কি এ মহামায়া,
নয়নবান নিক্ষেপিয়া কাট এ মায়ারই ফাঁদে॥ ৩॥
কালী কহে এই যুক্তি, বিনা ত্রিকুটীর ভক্তি,
কেমনে হইবে মুক্তি বিষম মায়ারই ফাঁদে॥ ৪॥

মহিমা।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

বলিতে কে পারে নাথ তোমারই মহিমা যত।
বিন্দু গায়ে সিন্ধু গুণ নিতান্ত এ অসঙ্গত॥ ১॥
অসীম মহিমা হেরে, দেবাসুর সুর নরে,
বাক্য নাহি মুখে সরে জ্ঞান বুদ্ধি হয় হত॥ ৩॥
বিন্দু বৃথা আশাকরে, প্রসংশিতে রত্নাকরে,
হেন সাধ্য কোথা তারে করে গুণ বিস্তারিত॥ ৩॥
এ আশা করিতে পারে, পুন কবে সিন্ধু নীরে,
মিশিতে পারিব আমি এ আশা তার স্থায় মত॥ ৪॥
কালী কহে এই নীতি, তাঁর প্রেমে যার মতি,
সে মম হৃদয়ে স্থিতি নিশিদিন বিরাজিত॥ ৫॥

মহিমা।

রাগিণী বেহাগ—তাল ধামার।

তোমারই মহিমা নাথ তুমি ভাল জান নিজে।
অন্যে জ্ঞাত নাহি সখা এতিন লোকেরই মাঝে ॥ ১ ॥
তুমি আদি অন্ত তুমি, বৃথা আমি বলি আমি।
আমি মিথ্যা নিত্য তুমি এ তিন জগৎ মাঝে ॥ ২ ॥
ভ্রমে প'ড়ে তিন লোকে, আমি আমি ব'লে ডাকে,
ভ্রমেতে রেখেছে ঢেকে কি করিবে কাজে কাজে ॥ ৩ ॥
কাটে যার ভ্রম জাল তার কাছে কি আসে কাল,
এলে কাল হয় কাল জ্যোতিময় মহাতেজে ॥ ৪ ॥
অনিত্য ছিল নিত্য হ'য়ে, তিন লোক সে ত্যেজিয়ে,
অখণ্ড গোলোকে গিয়ে মহানন্দে সে বিরাজে ॥ ৫ ॥
কালীপ্রসন্ন জুড়ে কর, কহে প্রাণ প্রাণেশ্বর,
তোমা বিনা অন্ধকার এ তিন সংসার মাঝে ॥ ৬ ॥

রচনা।

রাগিণী মিশ্র—তাল কাওয়ালা

ওহে প্রাণ কান্ত তব অন্ত কেহ নাহি জানে।
কল্পিত ঘোষণা লোকে করে তব নানা স্থানে ॥ ১ ॥
কটাক্ষে ত্রিলোক পতি, ত্রিজগৎ করিয়া স্থিতি,
সৃজিলে হে নানা জাতি দেখ এই ত্রিভুবনে ॥ ২ ॥
নানা বর্ণে নিয়া জন্ম, রচিলে অশেষ ধর্ম্ম,
কে জানে তোমারই মর্ম্ম কত খেলা খেল মনে ॥ ৩ ॥
যে যাহার ধর্ম্ম মতে, পূজে তোমায় নানা মতে,
এজগৎ সংসারেতে নিজে নিজে ভাল জেনে ॥ ৪ ॥

যে তোমায় যে রূপে ভজে, তাহে তুষ্ট তুমি নিজে,
মিছে এ সংসার মাঝে দোষাদোষী অকারণে ॥ ৫ ॥
কালীপ্রসন্ন কহে যথা, এ নহে নূতন কথা,
জগতেরই এই প্রথা চারি যুগে সবে জানে ॥ ৬ ॥

অনিত্য অহঙ্কার।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

অনিত্য অহঙ্কারে মত্ত পরমার্থ নিন্দ না।
যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র যে পদ করে সাধনা ॥১॥
এ দেহ ক্ষণেক ওরে মন, পদ্ম পত্রের বারি যেমন,
নিমিষে হবে পতন জেনেও কি তা জান না ॥২॥
দ্বি অক্ষর মন্ত্র বলি, হৃদয়েতে দিয়া তূলী,
চিত্র আঁক লয়ে কালী রবে না দুঃখ যাতনা ॥৩॥
অকারের আকারেতে, ত্রিভুবন সৃষ্টি তাতে,
অন্ত এলো কোথা হোতে তিলেক তা ভাবিলে না ॥৪॥
দ্বিভাব ছাড়িলে পর, হেথা কেহ নাহি পর,
একা সেই আদিশ্বর তখন হবে এ ধারণা ॥৫॥
শত্রু মিত্র অভেদ জ্ঞানে, ভালবাস দুই জনে,
শত্রু মিত্র নাই এখানে ভ্রমেতে কর গণনা ॥৬॥
একতা হইলে তবে, ভব খেলা ফুরাইবে,
সর্ব্ব দুঃখ পাসরিবে না রহিবে ভাবনা ॥৭॥
কালী কহে নিবেদন, ওঁকারে যার নাহি জ্ঞান,
তুষ্ট নহে তার মন শুনে মম মন্ত্রনা।

ভালবাসা ও বিরহ।

রাগিণী অহং—তাল কাওয়ালী।

প্রাণকান্ত নহি জ্ঞাত পাব প্রাণ কত কালে।
তোমায় ছেড়ে প্রাণ নাথ প'ড়েছি ভ্রমেরই জালে ॥১॥
কত জন্ম জন্মান্তরে, খুঁজে দেশ দেশান্তরে;
তব রূপ নাহি হেরে পড়িয়াছি মহা গোলে ॥২॥
বিষম এ প্রেমেরই হাটে, নানা তীর্থ জাহ্নবী তটে,
মন্দির মসিদ মটে ঘুরি নাথ পাব ব'লে ॥৩॥
যারে তারে পথে ঘাটে, জিজ্ঞাসি বাজার হাটে,
কান্ত বিনা বুক ফাটে দয়া ক'রে দাও গো ব'লে ॥৪॥
শুনে বলে পাগল এটা, হয়েছে বায়েরই ছিটা,
এর সঙ্গেতে বকে কেটা বলে পাবি আগে গেলে ॥৫॥
কেহ বলে পাবি তাঁরে, পরকাল বিচার পরে,
বাক্য শুনে জ্ঞান হরে ভাসি নয়নেরই জলে ॥৬॥
এবে ভাবিলাম মনে, জিজ্ঞাসিলে অন্য জনে,
নিজে যেই নাহি জানে উপদেশ দিবে কি ব'লে ॥৭॥
কালী কহে ওহে নাথ, তুমি না দর্শালে পথ,
অন্যে নাহি এ সামর্থ পায় তোমায় কোন কালে ॥৮॥

শরণ।

রাগিণী হংস—তাল কাওয়ালী।

হর মম দুঃখ রাশি প্রাণ নাথ দয়া ক'রে।
রীতি নীতি জানি না প্রাণ তুষি তোমায় কি প্রকারে ॥১॥
শরণ করি জুড়ে হাত, বাঞ্ছা পূর্ণ কর নাথ,
বুঝে কে তোমারই মত নিজ গুণে বলরে ॥২॥

ব্যতিব্যস্ত হলে পরে, দরশন কে পেতে পারে,
নয়ন তুলে সে দেখে যারে তরে সে ভব সাগরে ॥৩॥

ভালবাসা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

নয়নেরে দোষো মিছে তারে দোষা অকারণে।
ভালবাসা বাসি কোথা মনের মিলন বিনে ॥১॥
হেরে আঁখি কত শত, সবে কি হয় মনোমত,
মনে যে হয় মনোনীত ভালবাসে সেই জনে ॥২॥
ক্ষণেক না হেরে তাঁকে, পলকে প্রলয় দেখে,
বলে এ সংসারে থেকে কি ফল এ জীবনে ॥৩॥
মন যারে মনে করে, অন্যে কি তার মনে ধরে,
যত দেখে এ সংসারে কিছু নাহি লাগে মনে ॥৪॥
পবিত্র প্রেমীক যে জন, হেরিলে সে ত্রিভুবন,
টলে কি তাহারই মন সে রূপ যার গাঁথা মনে ॥৫॥
কালীপ্রসন্ন এই ভনে, হেরে আঁখি ত্রিভুবনে,
ভুলাতে কি পারে মনে, মনে মনে যোগ বিনে ॥৬॥

পীরিতি।

রাগিণী টোরি—তাল একতালা।

পীরিতি না মানে জাতি কুলমান মানে না।
যার সঙ্গে পড়ে মন তারি করে উপাসনা ॥১॥
নীচ কিবা উচ্চ বর্ণ, সংসারের প্রভেদ মান্য,
প্রেমে নহে ভিন্ন ভিন্ন এক ধাতুর রচনা ॥২॥

যার সঙ্গেতে মন মজে, জাতি কুল কোথা খোঁজে,
মিছে এসংসার মাঝে দোষাদোষীর ঘোষণা ॥৩॥
জাতি কুল প্রেমেরই হাটে, নাহি সেথা এক চেটে,
প্রেমিক সুজনে লোটে প্রেমহীন জানে না ॥৪॥
কালীপ্রসন্ন কহে সত্য, যে জানে না প্রেম তত্ত্ব,
করিবেক সে আপত্ত, বিশ্বাস তার হবে না ॥৫॥

যতন।

রাগিণী মিশ্র—তাল আড়াঠেকা।

যতনে রতন মেলে কিছু নহে যত্ন বিনা।
হিংসা দ্বেষ না ত্যেজিলে পূর্ণ হয় না কামনা ॥১॥
রত এক চিতে না হ'লে, দয়া দীনে না করিলে,
দ্বিভাব না ত্যাগিলে নন্দ কিশোর মিলে না ॥২॥
সাধিলে যতন ক'রে, হেরিবে রত্ন রত্নাকরে,
বন্ধু বিনা নাই সংসারে নিজে হবে এ ধারণা ॥৩॥
কালী কহে এই সার, দরশন যে পায় তার,
নয়নে না দেখে পর ভিন্ন ভাব সে জানেনা ॥৪॥

প্রণয় রস।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

তোমার প্রণয় রসে মজিয়াছে প্রাণ মন।
দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে করি নাথ আকিঞ্চন ॥১॥
আশা ক'রে আছি নাথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
আশার আশে হেরি পথ ঝরে মম দুনয়ন ॥২॥

আমার এ কর্ম্ম দোষে, তুমি না হেরিলে এসে,
মিছে কি হইবে দুষে অদৃষ্টের এ লিখন ॥৩॥
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফলে, তুমি দেখা নাহি দিলে,
জানি না হে কত কালে পাব তব দরশন ॥৪॥
কালী কহে প্রসন্ন মনে, ওহে নাথ সময় বিনে,
কেবা পায় এ ত্রিভুবনে ক'রে যত্ন আকিঞ্চন ॥৫॥

দয়া।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

রাখ মম প্রতি দয়া দয়ার সাগর তুমি।
খাঁচা বদ্ধ পাখীমত মায়া জালে বদ্ধ আমি ॥১॥
ললাট দোষে এ যাতনা, বাঁচিনা প্রাণ দয়া বিনা,
বুদ্ধি বলে কাটিবেনা নিশ্চয় জেনেছি আমি ॥২॥
কালীপ্রসন্ন কহে নাথ, দয়া বিনা কে পায় পথ,
নষ্ট হয় মনোরথ দয়া না করিলে তুমি ॥৩॥

নানা খোজ ও পিপাসা।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল মধ্যমান।

তব রূপে হরেছে মন অন্যে কি আর মনে ধরে।
হেরিলে সহস্র কোটি তবু কি এ মন ফেরে ॥১॥
নিদ্রিত কি জাগরনে, যামিনী কি দিনমানে,
তব রূপ গাঁথা মনে ভুলিবনা জন্মান্তরে ॥২॥
পাব ব'লে তোমার প্রাণ, স্বর্ণ রত্ন করি দান,
উপবাসে দিন মান কাটে আশা পথ হেরে ॥৩॥

পুনঃ জাগ যজ্ঞ ক'রে, পূজে নানা দেবতারে,
কহিলাম বিনয় ক'রে হেরি যেন প্রাণেশ্বরে ॥৪॥
কিছু ফল না ফলিল, সকলই বিফলে গেল,
শেষে এ ধারণা হ'ল খুঁজি নানা তীর্থে তাঁরে ॥৫॥
যাই গয়া কাশী ধামে, প্রয়াগ বদরিকাশ্রমে,
খুঁজি নানা দেশ গ্রামে না হেরিলাম প্রাণেশ্বরে ॥৬॥
পুনঃ গিয়া হরিদ্বারে, ভাল রূপে যত্ন ক'রে,
জিজ্ঞাসি যোগী সন্ন্যাসীরে পারে কি না দেখাতে তাঁরে ॥৭॥
উপহাস তারা ক'রে, কহিতে লাগিল মোরে,
কেবা পায় সে প্রাণেশ্বরে যোগী ঋষি ধ্যান ক'রে ॥৮॥
কত জন্ম জন্মান্তরে, ঘোরে এ ভব সংসারে,
তবু কি সে পায় তাঁরে সময় না হ'লে পরে ॥৯॥
অসম্ভব এ আশা করা, সাগর ছেচে মাণিক ধরা,
নাহিক যাঁর কুল কিনারা কেমনে পাইবে তাঁরে ॥১০॥
তবে যখন সময় হবে, নিজে এসে দেখা দিবে,
উপলক্ষ মাত্র হবে ঘুরে কোথায় পাবে তাঁরে ॥১১॥
কালী কহে বিনয় ক'রে, অসময় সাধিলে পরে,
কে কোথায় পাইতে পারে প্রাণকান্ত প্রাণেশ্বরে ॥১২॥

সাধনার পরিনাম দশা।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল মধ্যমান।

হারিলাম প্রাণকান্ত ক'রে নানা সাধনা।
ফের সাধি প্রাণনাথ পোড়া মন বুঝে না ॥১॥
জন্মে জন্মে সেধে সখা, হারিয়াছি না দিলে দেখা,
পীরিতির কি এই রীতি যুক্তি কি এই বলনা ॥২॥

ললাট দোষে কর্ম্ম নষ্ট, লাঞ্ছনা পাই ভুগি কষ্ট,
শান্ত ভাবে বল স্পষ্ট, হের্ ফের্ ক'রো না ॥৩॥
বন্দী আমি চির দিন, কেমনে করি সাধন,
বল নাথ সূক্ষ্ম পন্থা, লাঞ্ছনা আর ক'রো না ॥৪॥
নিশিদিন সাধি মনে, বেলাএৎ হোসেন ভনে,
দরশন বিনা তাঁর নয়ন তিমির যাবে না ॥৫॥

সাধকের প্রতি উপদেশ।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

হৃদয় কলিকা তব বিকশিত হোল না।
আশা অভিলাষ মন মনের মিটিল না ॥১॥
ফুটিলে হৃদয় কলি, অবশ্য আসিত অলি,
না থাটিত চতুরালি, পূর্ণ হোত কামনা ॥২॥
ভূত ভবিষ্যৎ যত, সকলি হইতে জ্ঞাত,
চিন্তা আর না রহিত, পাবে কবে বলিতে না ॥৩॥
ফুটিলে হৃদয় ফুল, মাতাইত তিন কুল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সুগন্ধে ধরিত না ॥৪॥
তিন লোকে মাতাইয়া, অখণ্ড গোলোকে গিয়া,
প্রাণকান্তে ভুলাইয়া পুরাইতে বাসনা ॥৫॥
হোত মহানন্দ সুখ, নাশ হোত সর্ব্ব দুঃখ,
হেরিতে নাথেরই মুখ না রহিত ভাবনা ॥৬॥
আসা যাওয়া কষ্ট যত, পুনঃ পুনঃ না হইত,
মহানন্দ বিরাজিত, ঘুচিত এ ভব যন্ত্রনা ॥৭॥
তাহা না হইল এবে, এদেহ ত্যেজিতে হবে,
মিছে কেন ভাব তবে, ভাবিলে ফল হবে না ॥৮॥

অপ অগ্নি আর ক্ষিতি, এ তিনে প্রণয় অতি,
একত্রে করিবে স্থিতি, সঙ্গে এরা যাবে না ॥৯॥
পবনেতে ভর ক'রে, যেতে হবে স্থানান্তরে,
সেথা স্থায়ী হ'লে পরে, এবার যেন ভুলনা ॥১০॥
যে রূপে এখানে তিনে, ছেড়ে গেলে অন্য স্থানে,
পুন ছেড় আর তিনে, নিয়েতে করি বর্ণনা ॥১১॥
পাপ পুণ্য না করিবে, লাভের আশা ত্যাগিবে,
এ তিনে ছাড়িলে তবে, ক্রমে হবে সাধনা ॥১২॥
পুন আসা যাওয়া ক'রে, কোন দিন পাইবে তাঁরে,
পাইলে সে প্রাণেশ্বরে রবেনা আর দুঃখ যাতনা ॥১৩॥
কালীপ্রসন্ন কহে শুন, অধীন যে চির দিন,
স্বাধীনতা সে চায় কেন, শুনি তাহা বলনা ॥১৪॥
তিলেক নাহি স্বাধীনতা, মিছে ক'রে ছুতনতা,
আমি করি বলে বৃথা, আমি কে তা সে জানে না ॥১৫॥
যত দেখি চরাচর, কিছুই ত নয় আমার,
চিরাধীন আমি তাঁর, আমি কে তা' জানি না ॥১৬॥
চিরাধীন যার প্রথা, স্বাধীনতা পেলে কোথা,
অহংকার করে বৃথা, আমি কে তা যে জানে না ॥১৭॥

সাধনযন্ত্রণা ও বিরহ।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

হর মম দুঃখ নাথ যাতনা আর সহেনা।
বিধিমতে সাধি তোমায় তবু কি মন ফেরেনা ॥ ১ ॥
বুঝিলাম প্রাণনাথ, ললাটেরই দোষ যত
লাঞ্ছনা পাই রীতিমত, সাধিলে তো ভুলনা ॥ ২ ॥

হেন সাধ্য নাহি ধরি, বলে বশীভূত করি,
নিশিদিন হৃদয়ে রাখি বেণী নাথ জানিনা ॥ ৩ ॥
দরশন ভিখারী আমি, নয়ন তুলে দেখ তুমি,
জানিনা প্রাণ চতুরালী, না জানি নাথ ছলনা ॥ ৪ ॥
ইচ্ছাধীন আমি তব, লাঞ্ছনা আর কত সব
মম প্রতি দয়া কর, কোরনা আর প্রবঞ্চণা ॥ ৫ ॥
কালীকহে এই নীতি, জগতেরই এই রীতি,
অসময় না হয় পীরিতি, সময় বিনা হবেনা ॥ ৬ ॥

সাধু কে ?

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

সাধু সাধু ব'লে করি প্রশংসা তাহারে।
আগম নিগম জানে যেই এ ভব সংসারে ॥১॥
পূর্ব্বাপর জন্ম বৃত্তান্ত, কহে যেই আদি অন্ত,
একান্ত সে নহে ভ্রান্ত, ধন্য দি সে সাধুবরে ॥২॥
মন সাধে সুখ দুখে, দুয়ে যে সমান দেখে,
ভোগে কষ্ট নাহি তাকে, ভ্রুক্ষেপ নাহি করে ॥৩॥
প্রাণকান্তে ভালবাসে, নিজের অন্তর বাসে,
থাকে মহা রঙ্গ রসে, শান্তভাবে নিজ মন্দিরে ॥৪॥
কালী কহে জানি জানি, রমণী পেলে গুণমণি
সুখেতে কাটে যামিনী, মিলন হইলে পরে ॥৫॥

বিরহ যন্ত্রণা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

যদবধি প্রাণনাথ ত্যেজিলে ক'রে প্রতারণা।
দিবা নিশি পড়ে মনে, তোমা বই আর জানিনা ॥১॥

বিচ্ছেদ হয়ে তব সনে, জন্মে জন্মে কত স্থানে,
সাধিনাথ সযতনে, তবু দয়া হ'লনা ॥২॥
জানিনা এ পোড়া কপাল, ফিরিবে হ'লে কতকাল,,
এ ভাবে কি চিরকাল যাবে নাথ জানিনা ॥৩॥
মনের সাধ মনে আছে, তোমা বই কই কার কাছে,
লোকে শুনে হাঁসে পাছে, লাজ ভয়ে বলিনা ॥৩॥
মনাগুণে সদাজ্বলি, কোরনা আর চতুরালী,
ঘোচেনা মনেরই কালী, দরশন জ্যোতি বিনা ॥৫॥
কালীকহে এ যথার্থ, মিথ্যা নহে এই সত্য,
দরশন জ্যোতি বিনা, হৃদয় তিমির বিনাশেনা ॥

মহিমা।

রাগিণী ইমন কল্যান—তাল খামসা।

জানি জানি প্রাণকান্ত ভালরূপে তোমায় জানি।
কত সাজ সাজ নাথ হরে জ্ঞান হেরে জ্ঞানী ॥১॥
নিজে গঙ্গা গয়া কাশী, মসিদ, মন্দির বাসি,
কর পূজা দিবানিশি আপনার আপনি ॥২॥
দাতা হ'য়ে কর দান, নিজে হও গৃহীতা প্রাণ,
কে জানিবে এ সন্ধান, ভুক্ত ভুগী নহে যিনি ॥৩॥
ত্রেতাযুগে জানি আবার, হ'য়ে রাম অবতার,
রাবণে ক'রে সংহার, উদ্ধারিলে সীতা শুনি ॥৪॥
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ সেজে, কংশে বধে জগৎমাঝে,
প্রকাশিলে গুণ নিজে, জানি নাথ ভাল জানি ॥৫॥
ব্রজে হ'য়ে নন্দ বালা, গোপিকা ল'য়ে কর খেলা,
সকলই তোমারই লীলা, চতুরের চূড়ামণী ॥৬॥

নিজে মাতা পিতা ভ্রাতা, নিজে গুরু নিজে শ্রোতা,
গুরু শিষ্য নাহিক হেথা, নিজেই তুমি গুণমণি ॥৭॥
সকলই মায়ারই খেলা, কেবা গুরু কেবা চেলা,
এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় বলা, এবড় আশ্চর্য্য শুনি ॥৮॥
প'ড়ে মহামায়া ফাঁসে, বৃথা নাথ তোমায় দোষে,
খোঁজে তোমার দেশ বিদেশে, দোষের দোষী নহ জানি ॥৯॥
অকারণে দেয় দোষ, মিছামিছি করে রোশ,
বাড়ে কি এতে পৌরষ, সময়ের অধীন প্রাণী ॥১০॥
বালিকা না হ'য়ে যুবতী, ইচ্ছা যদি করে পতি,
তাহে কি হয় ফলবতী, অসময়ে বল শুনি ॥১১॥
যখন সময় হবে, হৃদয় কুসুম ফুটে যাবে,
কান্ত এসে দেখা দিবে, না হইবে জানাজানি ॥১২॥
গোপনে গোপনে রবে, প্রকাশ আর না হইবে,
তখনও এ মনে হবে, লোকে না হয় কানাকানি ॥১৩॥
যখন এ ভাব হবে, মায়া মোহ না রহিবে,
আশা অভিলাষ যাবে, কর্ত্তা হবে নিজে আপনি ॥১৪॥
পরে ছেড়ে তিন লোকে, সম্বন্ধ না কারো রেখে,
অখণ্ড গোলোকে গিয়া পাবে নিজ গুণমণি ॥১৫॥
মিলন হইলে পরে, কে চিনিবে বল পরে,
তুমি কি সে ভিন্ন করে, সাধ্য নাহি ত্রিলোকে জানি ॥১৬॥
কালী কহে এই সিদ্ধান্ত, মায়া জালে হ'য়ে ভ্রান্ত,
কে পায় নাথেরই অন্ত মায়াতে আবদ্ধ প্রাণী ॥১৭॥
মায়া জাল কাটে যার, সে কি দেখে অন্যে পর,
দেখে সব একাকার, ভিন্ন ভাব জানে না তিনি ॥১৮॥

বিরহ যন্ত্রণা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

ওহে প্রাণ প্রাণেশ্বর কোরনা আর প্রবঞ্চনা।
জন্মে জন্মে কত সব নাথ বিচ্ছেদেরই যাতনা ॥১॥
আমার অন্তরে থাক, আমাকে অন্তরে রাখ,
সাধিলে না ফিরে দেখ, এই কি নাথ বিবেচনা ॥২॥
দিবা নিশি বিরহানলে, আমার অন্তর জলে,
অন্তরে থেকে না হেরিলে কি দোষে দোষী জানিনা ॥৩॥
আমার অন্তরে ঘর, ক'রে আমায় বাস পর,
এই কি তব শিষ্টাচার, একেই বলে প্রতারনা ॥৪॥
সঙ্গে থেকে কর চাতুরী, খেল নাথ লুকচুরী,
এ জ্বালাতে জলে মরি, একেই বলে প্রবঞ্চনা ॥৫॥
কালী প্রসন্ন এই বলে, কথা এই লোকে বলে,
সবুরেতে মেওয়া ফলে, অসময়ে ফল ফলেনা ॥৬॥

জীবের চেতনা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

চিরাধীন আমি নাথ, স্বাধীনতা জানি না।
যা' করাও তা' করি আমি, হুকুম বিনা চলি না ॥ ১ ॥
নিশিদিন করি চাকরি, হুকুমেরই এন্‌তে জারি,
কখন কি হয় হুকুম জারি, করিতে হবে ছাড়িবে না ॥ ২ ॥
দিবানিশি আমি খাটী, তিলেক না মিলে ছুটি,
খেটে খেটে শরীর মাটী, খাটুনির শেষ হ'লনা ॥ ৩ ॥
তবু হয় অপযশ, দেয় লোকে নানা দোষ,
বলে এটা আত্মবশ, বড় কুঁড়ে কাজ করে না ॥ ৪ ॥

দুঃখ হয় ইহা শুনে, পুন হেঁসে বুঝাই মনে,
এদের কথায় রাগ কেন, এরা কিছু জানেনা ॥ ৫ ॥
আমি যাঁর চিরাধীন, সে জানে আমার মন,
বলে বলুক লোকে মন্দ, মান অপমান মানিনা ॥ ৬ ॥
কালী কহে যথা বটে, আমি সে সরকারি মুটে,
প্রাণটা যাচ্চে খেটে খেটে, খাটুনিতো ঘোচেনা ॥ ৭ ॥
এখন ও কি হয়নি সময়, আর কত খাটাবে আমায়,
খেটে খেটে হোলেম সারা, যে খাটুনি আর পারিনা ॥ ৮ ॥

বিচ্ছেদানল।

রাগিণী লুম ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

দারুণ বিচ্ছেদানলে আর কত জ্বলিব বল।
জন্মে জন্মে জ্বলি নাথ জ্বালার শেষ না হইল ॥ ১ ॥
কি দোষে দোষী জানি না, ক'রে নাথ প্রতারনা,
দিলে আমায় বন্দীখানা, কতকাল কেটে গেল ॥ ২ ॥
কারাবাসে কাটে কাল, হৃদয়ে জ্বলে বিরহানল,
সে অনলে করিবে কাল, মেয়াদ না গত হ'ল ॥ ৩ ॥
বুঝি এ জনমে সখা, না পাইব তব দেখা,
আমার অদৃষ্টে লেখা, কারাবাসে হ'বে কাল ॥ ৪ ॥
মিয়াদ হইলে গত, দরশন দিতে নাথ,
নিবিত অনল যত, বিষম বিরহানল ॥ ৫ ॥
কালী কহে এই কথা, মেয়াদির মুক্তি কোথা,
না হ'লে সময় যথা পায় কোথা শুনি বল ॥ ৬ ॥

সাধনা।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

সাধি তোমায় নানা মতে কত জন্ম জন্মান্তরে।
আর কত কাল রাখ্‌বে নাথ বল আমায় বন্দী ক'রে ॥ ১ ॥
নানা বর্ণে ল'য়ে জন্ম, ক'রে নানা ধর্ম্মকর্ম্ম,
এবে জানিলাম মর্ম্ম, থাক মম অন্তরে ॥ ২ ॥
অন্তরেতে ক'রে বাস, তবু কর সর্ব্বনাশ,
গলে দিলে মায়ার ফাঁস, এই কি হয় বল বিচারে ॥ ৩ ॥
মায়া জালে বন্দী ক'রে, থাক তুমি অন্তঃপুরে,
আমি মরি ঘুরে ঘুরে, বিষম মায়ারই ফেরে ॥ ৪ ॥
এবারে পড়েছ ধরা, অন্তরের অন্তর চোরা,
কর্‌বো একটা কুল কিনারা, যত্নে সেধে পায়ে ধরে ॥ ৫ ॥
মায়া ফাঁস কাটাইব, বন্দী মুক্তি করাইব,
এ দুঃখ আর কত সব, বল নাথ বল আমারে ॥ ৬ ।
কালী কহে নহে যুক্তি, শতগুণে করিলে ভক্তি,
মিয়াদে না হয় মুক্তি, রীতি নয় এসংসারে ॥ ৭ ॥
তবে যার প্রতি দয়া, ক'রে দৃষ্টি নিক্ষেপিয়া,
সে যদি দেয় ছাড়িয়া, কে তারে আটক করে ॥ ৮ ॥
কর্ত্তার ইচ্ছা কার্য্য যত, আইন বিধি হস্তগত,
নহে এ অসঙ্গত, পাল্‌টে দিলে দিতে পারে ॥ ৯ ॥

চিতাবলী।

রাগিণী লুম্‌ ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

কত কাল কেটে গেল বন্দী আছি কারাগারে।
কি মিয়াদ ধার্য্য নাথ ক'রেছিলে বল আমারে ॥ ১ ॥

জমাতে উসুল পেড়ে, ফাজিল বাকি কত পড়ে,
বল্‌তে হবে না দিব ছেড়ে, বলাব নাথ বিনয় ক'রে ॥ ২ ॥
রীতি আছে এসংসারে, মিয়াদ যে দেয় যারে,
কত দিন খাটিতে হবে, দিন স্থির দেয় সে ক'রে ॥ ৩ ॥
খাটি আমি কত কাল, বন্দীখানায় কাটে কাল,
কতবার করিল কাল, তব বিরহানলে মরে ॥ ৪ ॥
তবু না খাটুনি গেল, বন্দীখানা না ঘুচিল,
জন্মে জন্মে কত বল, রাখ্‌বে আমায় বন্দী ক'রে ॥ ৫ ॥
চোর ডাকাৎ বাটপাড়ে, খুনি আর সিদেল চোরে,
ধ'রে গেরেফ্‌তার ক'রে, বিচারালয়ে হাজির করে ॥ ৬ ॥
গাওয়া সাক্ষী লয়ে সবার, দোষী যেই যে প্রকার,
বিধিমতে দেয় সাজা, যথার্থ বিচার ক'রে ॥ ৭ ॥
কারো করে জরিবানা, কারে ও বা দেয় জেলখানা,
কারে বা খালাস দেয়, সাবুদ না হ'লে পরে ॥ ৮ ॥
বেশী অপরাধী হ'লে, দ্বিপান্তরে দেয় ঠেলে,
জীবনে না ছুটি মেলে, ছোটে দেহ ত্যেজিলে পরে ॥ ৯ ॥
দোষীর মধ্যে এসকল, কোন দোষী আমি বল,
জন্মান্তে না ছুটি হ'ল, কাটে কাল কারাগারে ॥ ১০ ॥
তোমার বিচ্ছেদে জলি, অন্তর হইল কালী,
সে জ্বালার জ্বালায় বলি, কি দোষে দিলে কারাগারে ॥ ১১ ॥
সেই দোষ দেখাইলে, প্রমাণে যদি যায় মিলে,
হ্রাস হবে এ বিরহানলে, ধৈর্য্য ধরে রব অন্তরে ॥ ১২ ॥
মনেরে প্রবোধ দিব, এ দুঃখ যাতনা সব,
মুখে কিছু না বলিব, প্রতিজ্ঞা এই জন্মান্তরে ॥ ১৩ ॥
বিচ্ছেদ যাতনা যত, সকলই সহিব নাথ,
অন্তরের অন্তর নাথ, ডাকিবে বিনয় ক'রে ॥ ১৪ ।

কিন্তু নাথ বলি এবে, প্রমাণ দিতে না পারিবে,
কেবল ছলনা ক'রে, দিলে আমায় কারাগারে ॥ ১৫ ॥
ছলিতে আমার মন, দিলে কঠিন এ বন্ধন,
বাসে কিনা বাসে ভাল, দুঃখ যাতনা পেলে পরে ॥ ১৬ ॥
মনে এ বিচার ক'রে, রাখিয়াছ বন্দী ক'রে,
কারাগারে বন্দী তব, বিরহানল জ্বলে অন্তরে ॥ ১৭ ॥
জন্মে জন্মে দুঃখ যাতনা, আর কত সব বলনা,
কর একটা কুল কিনারা, যে হয় বিচার ক'রে ॥ ১৮ ॥
কালী কহে এ যুক্তি বটে, মায়া বন্ধনে বেড়াই ছুটে,
কান্ত বিনা বুক ফাটে, বিরহানল জ্বলে অন্তরে ॥ ১৯ ॥

বিরহ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

তোমার বিচ্ছেদানল জন্মে জন্মে জ্বলে অন্তরে।
আর কত জ্বালাবে নাথ বল আমায় সত্য ক'রে ॥ ১ ॥
বিচ্ছেদ অনল রাশি, আমার অন্তরে বসি,
দগ্ধ করে দিবা নিশি, নিমিষ না ছাড়ে আমারে ॥ ২ ॥
সে জ্বালায় তিষ্ঠিতে নারি, ডাকি নাথ বিনয় করি,
লোম চর্ম্ম অস্থি যত, দিয়াছে মম ভস্ম ক'রে ॥ ৩ ॥
পোড়া মন আছে বাকি, জ্বলিতেছে ধিকি ধিকি,
বুঝি আমায় দিয়া ফাঁকি, পা'টা খেয়ে আস্‌বে পরে ॥ ৪ ॥
এজনম বিফলে গেল, কিছু ফল না হইল,
পরে বা কি হয় বল, কে তাহা বলিতে পারে ॥ ৫ ॥
জন্মে জন্মে সাধি নাথ, যাতনা আর দিবে কত,
হর মম দুঃখ যত, দেখা দিয়া আমারে ॥ ৬ ॥

কালী কহে যথা কথা, জন্মে জন্মে পায় ব্যথা
সে রূপ যার মনে গাঁথা নিশি দিন জ্বলে অন্তরে ॥ ৭ ॥

চেতনা।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

প্রাণ নাথ কব কত, ভাল তোমায় বাসি যত।
তব রূপে হ'রেছে মন, হৃদয়ে জাগে অবিরত ॥ ১ ॥
হেরে তব রূপের ছটা, হোরেছে জ্ঞান বেধেছে লেটা,
কর্‌ছে আমায় নটাপাটা, জ্ঞান হারা পাগলের মত ॥ ২ ॥
তবরূপে মজেছে মন, আত্ম পর নাহিক জ্ঞান,
কতক্ষণে হয় মিলন, নিশিদিন চিন্তান্বিত ॥ ৩ ॥
ভালবেসে হ'ল এদশা, ঘুচিলনা প্রেম পিপাসা,
বারি বারি ব'লে ডাকি, তৃষ্ণাযুক্ত চাতকি মত ॥ ৪ ॥
তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বুঝি এ হইবে হত,
দরশন বারি দানে, কর নাথ সঞ্জীবিত ॥ ৫ ॥
কালী কহে করিলে যত্ন, কে পায় সে পরম রত্ন,
অদৃষ্টে যে আছে বন্ধন, ঘোচে না যত্ন কর যত ॥ ৬ ॥

বিরহ ও প্রবল ছয় রিপু।

রাগিণী লুম ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

বিরহ অনল নাথ মহা তেজে হ'ল প্রবল।
হৃদয় কানন মাঝে উঠিল বিষম গোল ॥ ১ ॥

হিংসক পশু সে কাননে, ছিল ছটা সবে জানে,
প্রবল সে হুতাসনে, দেখে ভয়ে গোল করিল ॥ ২ ॥
বলে একানন এবে, দগ্ধ হ'বে না বাঁচিবে,
কেন মিছে মরিব পুড়ে, আশঙ্কাতে পলাইল ॥ ৩ ॥
হোল বন শূন্য ময়, হুহুশব্দে জ্বলে যায়,
আর কত জ্বালাবে আমায়, বাকি কি আর আছে বল ॥ ৪ ॥
এখন হ'লনা শেষ, কেন এত দ্বেষা দ্বেষ,
বল নাথ সবিশেষ, কালে কালে কাল গেল ॥ ৫ ॥
পরীক্ষা লইতে বাকি, কি রেখেছ বল দেখি,
জন্মে জন্মে জলি নাথ, পরীক্ষার শেষ না হইল ॥ ৬ ॥
রাম চন্দ্র একবার, পরীক্ষা ল'য়ে ছিল সীতার,
প্রবল অনল তেজ, সহ্য তাঁরে না হইল ॥ ৭ ॥
পাতালে প্রবেশ হ'ল, পুন ফিরে না আসিল,
সংসারে ঘোষণা হ'ল, ধন্য ধন্য রব উঠিল ॥ ৮ ॥
কিন্তু নাথ দেখ বুঝে, এ ভব সংসার মাঝে,
প্রবল অনল তেজে, পরীক্ষা মম কত হ'ল ॥ ৯ ॥
সন্দেহ তবু না ঘুচিল, আর কত জ্বালাবে বল ॥ ১০ ॥
কালে কালে আমি জলি, অন্তর হইল কালী,
সে জ্বালার জ্বালায় নাথ, দেখ এত গোল উঠিল ॥ ১১ ॥
বিনয়েতে ডাকি নাথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
নিবুক অনল যত, বিচ্ছেদ বিরহানল ॥ ১২ ॥
কালী কহে ওহে নাথ, তব প্রেমের প্রেমিকে যত,
কত বার ক'রেছে হত, প্রবল বিচ্ছেদানল ॥ ১৩ ॥

প্রেম।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল একতালা।

প্রেম করা সহজ নয় রে কুল মান ত্যেজিতে হয়।
প্রেম করা সাজে না তাকে কুল মান যে রাখিতে চায়॥ ১॥
প্রেমে নাই প্রভেদ কিছু, ত্রিভুবনে যত কিছু,
উচ্চ নিচ নাহিক তথা, যে জানে সে প্রেমিক হয়॥ ২॥
জানিলে স্বধু না হইবে, ক'রে দেখাইলে তবে,
প্রেম পুষ্প মালা দিয়া, প্রাণ কান্ত তোষেতায়॥ ৩॥
সে পুষ্প উপহার পেলে, পোরে সে আপন গলে,
ভুবনমোহিত করে, সুগন্ধ জ্যোতি এত তায়॥ ৪॥
সে ফুলের জ্যোতি বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে,
করিলে কটাক্ষপাত, সকলই দেখিতে পায়॥ ৫॥
ডরভয় নাহি থাকে, তিন কাল কাটে সুখে,
হইলে চতুর্থ কাল, ভব সিন্ধু পারে যায়॥ ৬॥
কালী শুনে দিল সায়, যথা কথা মিথ্যা নয়,
ভবসিন্ধু তরে না সে, কুল মান যে রাখিতে চায়॥ ৭॥
মান অপমান যেই জানে, মহামাত্ম পাবে কেমনে,
কুল মান মর্য্যাদা ল'য়ে, সদা ব্যস্ত সে চিন্তায়॥ ৮॥
মান বড়াই হিংসা দ্বেষ, যার আছে এ দ্বেষা দ্বেষ,
সে কেন প্রেমিক বেশ, ক'রে লোকে ভুলাতে চায়॥ ৯॥
দেখেতার প্রেমেরই ভান, প্রেমিকেতে হরে জ্ঞান,
বাক্য নাহি স্বরে মুখে, অবাক হইয়া রয়॥ ১০॥

বিরহ।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

প্রাণ তোমারে ভাল বেসে হ'ল আমার এ লাঞ্ছনা।
ঘরে পরে দেয় গঞ্জনা কুল মান আর বাঁচেনা॥ ১॥
আশা দিয়া ছিলে নাথ, পুরাইবে মনোরথ,
সময় হইলে যথা, জানা জানি হবে না॥ ২॥
তবে কেন প্রেমেরই ঢোল, বাজিয়া করিল গোল,
লোকে দিয়া হরি বোল, উপহাস করে নানা॥ ৩॥
প্রেম কি গোপনে থাকে, অনল কি বসনে ঢাকে,
রাষ্ট্র হয় দেখে লোকে, কুল মান মানে না॥ ৩॥
ভাল ছিলাম বাল্য কালে, তোমায় নাথ ছিলাম ভুলে,
যৌবনে পড়েছি গোলে, তবরূপ হ'ল শোচনা॥ ৪॥
সেরূপ জ্যোতি মনে জাগে, হৃদয় সাগরে বেগে,
প্রবল তরঙ্গ মালা উঠে করে গোল নানা॥ ৫॥
সে তরঙ্গের গোল দেখে, কুল মান আর কেবা রাখে,
সকলই ভাসিয়া গেল, কে আর দিবে সান্ত্বনা॥ ৬॥
আমার অদৃষ্টে লেখা, কলঙ্কে কি করে সখা,
কলঙ্কে পোরেছি ক'রে, গলার হার আপনা॥ ৭॥
একাদশ আত্মীয় ছিল, তারা সবে পর হ'ল,
এখন আর কে আছে বল, তোমা বই আর জানিনা॥ ৮॥
তুমি নাথ সঙ্গের সাথি, তোমা বই নাহি গতি,
হর মম এ দুর্গতি, পূর্ণ কর কামনা॥ ৯॥
গোলে তব ইচ্ছা নয়, গোল করিতে কেবা চায়,
গোপনে গোপনে রয়, এই মম বাসনা॥ ১০॥
হাটেতে করিয়া গোল, কে নাথ বাজায় ঢোল,
কেবা দেয় সে হরি বোল, তব নাথ আজ্ঞা বিনা॥ ১১॥

আমার লাঞ্ছনা নাথ, তোমারই কারণে যত,
কর এবে হরষিত, দুঃখ যাতনা দিওনা ॥ ১২ ॥
কালী কহে এ ভবের হাটে, গোল করি না ইচ্ছা বটে,
যখন দুঃখ মনে উঠে, সহ্য হয় না কান্ত বিনা ॥ ১৩ ॥

জীবের চেতনা।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

কেন মহা গোল উঠিল দেখি এ ভবের হাটে।
হরি বোল দিয়ে, শবে ল'য়ে, যাচ্চে সবে, শ্মশান ঘাটে ॥ ১ ॥
আত্মীয় সজন মিলে, বন্ধু বান্ধব আর সকলে,
দিয়া হরিবোল, ক'রে গোল, যাচ্চে তারা সঙ্গে ছুটে ॥ ২ ॥
লয়ে শবে শ্মশান ঘাটে, সৎকার তার ক'রে জুটে,
স্নান করে যায়, যে যার ঘরে, মিলে মিসে সবে জুটে ॥ ৩ ॥
করে শ্রাদ্ধ বর্ণ ভেদে, দশ পনের মাসিক বাদে,
শোক শান্তি করে সবে, ক্রিয়া কলাপ ক'রে জুটে ॥ ৪ ॥
পুন করে পিণ্ডদান, প্রেতাত্মার করে সম্মান,
ধন্য ধন্য জগৎ বাসী সত্য এই বিধি বটে ॥ ৫ ॥
সৎকার করিলে কারে, পিণ্ড দান দাও কারে,
মৃত কার এসংসারে, বল জিজ্ঞাসি কর পুটে ॥ ৬ ॥
পুরাতন ত্যাগ করে বাস, নূতনে করিল বাস,
মরিল বলে তুলিলে রব, একথা কি বিচারে খাটে ॥ ৭ ॥
মায়ায় সৃষ্টি হল রচনা, মিথ্যা বিনা চলিবেনা,
সত্য বলতে আছে মানা, বিকয়না সত্য মিথ্যার হাটে ॥ ৮ ॥
কিন্তু প্রেম সাগরের খেলা, উঠে নানা তরঙ্গ মালা,
জ্ঞান থাকেনা হ'য়ে বিভোলা, অন্তরে যা' বলে ফুটে ॥ ৯ ॥

পাঁচ পদার্থ বিভাগ হ'য়ে, যে যার গেল নিজালয়ে,
আত্মার হ'ল ফাটা ফাটি, হিসাব দিতে চমকে উঠে ॥ ১০ ॥
কাক ক্রান্তি দিবেনা ছেড়ে, হিসাব নিবে বুকে পেড়ে,
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, পাবে যা, আছে লেখা ললাটে ॥ ১১ ॥
আড়াই দণ্ড মাত্র কাল, হিসাব নিকাশে যা'বে কাল,
পুন গিয়া নব বাসে, বাস করিবে ভবের হাটে ॥ ১২ ॥
পুরাতন ছেড়ে বাস, নব বাসে হোল প্রবেশ,
সে এমন কদর্য্য স্থান, বল্‌তে গেলে বুক ফাটে ॥ ১৩ ॥
বিষম তিমির রাশি, বিরাজ কর্‌ছে দিবানিশি।
ভয়ঙ্কর সে কারাবাস, চার মাস্ কদিন যাবে সঙ্কটে ॥ ১৪ ॥
সঙ্কট পূর্ণ সেই স্থান, ভয়ে প্রাণ হয় কম্পবান,
মল মুত্র পূর্ণ তথা, মরবে ঘেঁটে ঘেটে ঘেটে ॥ ১৫ ॥
ক্ষুধার জালা জঠরে হ'বে, অশুদ্ধ রুধির পান করিবে,
ক্রমাগত মিয়াদ কদিন, থাটবে পোড়ে মহা সঙ্কটে ॥ ১৬ ॥
সে ভয়ঙ্কর অন্ধকারে, ভয়ে তিষ্ঠিতে নাহি পেরে,
তরাও মধুসূদন বোলে, ডাক্‌বে পোড়ে মহা সঙ্কটে ॥ ১৭ ॥
বিনয়ে করিয়া স্তব, উচ্চস্বরে করিবে রব,
মুক্তি দাতা তুমি ধাতা, মুক্তি দাও এ সঙ্কটে ॥ ১৮ ॥
বারম্বার এই ব'লে, এবারেতে মুক্তি পেলে,
মায়া মোহে না ভুলিব দৃঢ় এ প্রতিজ্ঞা বটে ॥ ১৯ ॥
এ ভাবে বিনয় তার, কে বল শুনিবে আর,
নিয়মিত সময় বিনা, স্তব স্তুতি কোথা থাটে ॥ ২০ ॥
যে কদিন মেয়াদ ছিল, মহা কষ্টে কেটে গেল,
সময় হইল যথা, পেলে মুক্তি ঘোর সঙ্কটে ॥ ২১ ॥
হবা মাত্র কোহং রবে, রোদন করে এসে ভবে,
শুনে সে রোদন ধ্বনি, মায়া এসে বাঁধে এঁটে ॥২২॥

পড়িল মহামায়া ফাঁসে, বাঁধে মায়া তাকে কোসে,
ভুলে গেল মায়া মোহে, আর কি সে প্রতিজ্ঞা খাটে ॥ ২৩ ॥
পূর্ব্ব জ্ঞান যত ছিল, মায়া জালে ঢেকে দিল,
মায়া মোহের হ'ল বশ, চলে কি সত্য মিথ্যার হাটে ॥ ২৪ ॥
গর্ভে হ'ল যন্ত্রণা যত, ভুলে গেল ক্রমাগত,
মায়ার হ'ল বশীভূত, সে কথা কি মনে উঠে ॥ ২৫ ॥
কালী কহে যথা বটে, খাটেনা সত্য মিথ্যার হাটে,
সত্য বল্লে চোটে উঠে, মিথ্যা বল্লে পাপ ঘটে ॥ ২৬ ॥

মনের সাধ।

রাগিণী ইমন ভূপালী—তাল একতালা।

সাধ ক'রে কি সাধি তোমায়, মনের সাধ পুরাবে ব'লে,
সাধনাতে কাল কাটিল, সাধ মম না পুরালে ॥ ১ ॥
সাধি তোমায় ক'রে সাধ, হয় না কি তোমার সাধ,
পুরাতে আমার সাধ, সাধাবে কত কালে কালে ॥ ২ ॥
করেছিলাম এই পণ, ক'রে যত্ন আকিঞ্চন,
ভুলাব তোমারই মন, নানা সাধনারই বলে ॥ ৩ ॥
তুমি চতুর অসম্ভব, ভুলনা করিলে স্তব,
পাকা তোমার বন্দবস্ত, আছে নাথ কালে কালে ॥ ৪ ॥
এমনি আঁটা নিয়ম বিধি, অসময়ে সাধে যদি,
ফিরে না চাও গুণনিধি, সাধিলে কি ফল ফলে ॥ ৫ ॥
কালী কহে এই সাবস্ত, পাকা তোমার বন্দবস্ত,
যে জানে সে হয় না ব্যস্ত, না জানিলে পড়ে গোলে ॥ ৬ ॥

সাধনা।

রাগিণী ইমন ভুপালী—তাল একতালা।

সাধনা করিয়া তব মনের সাধ না পুরিল।
যে সাধ মনেরই ছিল মনেতে রহিয়া গেল ॥ ১ ॥
সাধি ক'রে যত্ন নানা, তোমার মন ভুলেনা,
তুমি যদি না বাস ভাল, কে আমায় বাসিবে বল ॥ ২ ॥
ত্রিজগতে তোমা বিনা, অন্যে নাথ জানিনা,
তবে কেন এ লাঞ্ছনা, সাধ মোর না মিটিল ॥ ৩ ॥
কালী কহে যথা বটে, সহজে কি সাধ মেটে,
সাধনাতে কাল কাটে, তবু মন না ভুলিল ॥ ৪ ॥

মনের সাধ।

রাগিণী ইমন ভুপালী—তাল একতালা।

যে সাধ মনেরই আছে, পুরাতে সাধ সাধি তোমায়।
পুরাইতে সেই সাধ, তোমা বিনা নাই উপায় ॥ ১ ॥
সাধি সাধ পুরাইবে, মনের সাধ মিটাইবে,
কৃপনতা না করিবে, সাধি সে সাধের আশায় ॥ ২ ॥
সাধ ক'রে কি তোমায় সাধি, তুমি অন্ত তুমি আদি,
ইচ্ছা হয় এই নিরবধি, হেরে প্রাণ জুড়ায় ॥ ৩ ॥
কালী কহে সাধ মেটে, সময় আসিলে নিকটে,
নহে বৃথা মরে ছুটে, সময় বিনা কেবা পায় ॥ ৪ ॥

দ্বাদশ রাশি ও নব গ্রহের ফল বর্ণনা।

রাগিণী লুম ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

মন তুমি পাগলের মত দেখ্‌তে কেন ইচ্ছা এত।
যে তোমারে দুঃখ নীরে ভাসাএছে জন্মের মত ॥ ১ ॥
তুমি চাও দেখ্‌তে তাঁরে, সে তোমায় না মনে করে,
এ আশা কি কভু পুরে, নিতান্ত এ অসঙ্গত ॥ ২ ॥
ভিন্ন ক'রে সে তোমারে, বিচ্ছেদেরই কারাগারে,
রাখিয়াছে বন্দী ক'রে, দিন স্থির ক'রে বিধিমত ॥ ৩ ॥
চারিদিকে বার থানা, প্রহরি আছে নয় জনা,
দিচ্ছে পারা নজন তারা, বদলি হয় সময় মত ॥ ৪ ॥
বন্দবস্ত ক'রে পাকা, দিয়াছে ক'রে লেখা জোকা,
তিলার্দ্ধ নাহিক ফাঁকা, ঘুরছে তারা নিয়ম মত ॥ ৫ ॥
ইচ্ছাকর দেখ্‌তে তাঁরে, দেখবে তাঁরে কি প্রকারে,
বলি মন বারে বারে, আর আমি বুঝাব কত ॥ ৬ ॥
সময় হ'লে ছেড়ে দেবে, প্রাণেশ্বরে তুমি পাবে,
এদুঃখ যাতনা যাবে, কেন হও ব্যস্ত এত ॥ ৭ ॥
কালী কহে বেধেছে লেটা, বার থানা তাঁর বড় আঁটা,
প্রহরি তার যে নয় বেটা, তাদের হাতে ভার যত ॥ ৮ ॥
তাদের হাতে বন্দবস্ত, করে তারা ব্যতিব্যস্ত,
সময় পেলে ছাড়েনা তারা, সুখ দুঃখ দেয় যত ॥ ৯ ॥

বিরহ যন্ত্রণা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

মন তোরে বুঝাব কত, দেখি জ্ঞান হারা পাগলের মত।
দেখ্‌বো ব'লে তাঁরে কেন, আমায় ব্যস্ত কর এত ॥ ১ ॥

যে তোমায় ক'রে লাঞ্ছনা, দিয়াছে এ বন্দীখানা
ভুগিতেছ এ দুঃখ যাতনা, তবু সাধ দেখিতে এত ॥ ২ ॥
দিন স্থির সে ক'রে তোমারে, রাখিয়াছে কারাগারে,
দেখ্‌বে তুমি ব'লে তাঁরে, কেন জ্বালাতন কর এত ॥ ৩ ॥
অষ্টাঙ্গ শরীর দেশে, নয় শিকলে বেঁধেছে কোসে ॥ ৪ ॥
বুদ্ধি বলে কাটে সে শিকল কার সাধ্য ব্রহ্মাণ্ডে এত ॥ ৫ ॥
মিয়াদ পূর্ণ যে দিন হবে, কান্ত এসে দেখা দিবে,
আপনি শিকল খুলে যাবে, যাবে দুঃখ যাতনা যত ॥ ৫ ॥
ধৈর্য্য ধর ওরে মন, কোরনা আর পীড়ন ;
হেরিবে পরম রূপ, ভুলিবে এ দুঃখ যত ॥ ৬ ॥
কালী কহে জানি যথা, মিয়াদেতে মুক্তি কোথা,
কোটি কোটি করিলে স্তব, ফলে না ফল কর যত ॥ ৭ ॥
তবে সে নিজে দয়া ক'রে, যদি কোন মিয়াদিরে,
ছেড়ে দিলে দিতে পারে, ইচ্ছাধীন কার্য্য যত ॥ ৮ ॥

বিনতি ।

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা ।

শুন শুন সাধুগণ চরণে বিনয় করি ।
মুক্তি পথ গমনেতে অভিলাষ মনে জারি ॥ ১ ॥
তিনটী কথা আছে তারি, নিয়েতে প্রচার করি'
হৃদয় কর্ণে সাধারণে, শুন মনযোগ করি ॥ ২ ॥
ভবের বিষয় যত, জ্ঞান কর বিষ মত,
সকলি দেখ অনিত্য, নিত্য সে আছে শ্রীহরি ॥ ৩ ॥

দীন গণে দয়া করা, সত্যের পালন করা,
অত্র কার্য্য করে যে জন, মুক্তি তার আজ্ঞাকারী ॥ ৪ ॥
কালী কহে এই সত্য, উক্ত কর্ম্মে যে নিযুক্ত
মুক্তি আসি দাস রূপে, দ্বারে তার হয় দ্বারী ॥ ৫ ॥

সত্য।

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

সত্য বল্লে মারে লাটি, মিথ্যায় জগৎ ভুলে।
দুধ চাই দুধ চাই দ্বারে দ্বারে ডেকে বলে ॥ ১ ॥
শুঁড়ি সুরা বেচে বসে, কেনে লোক তারে তোসে,
সুখের সাগরে ভাসে, ত্রাণ পাব পাব বোলে ॥ ২ ॥
ছেড়ে দেয় তস্করেরে, সাধে ধ'রে বন্দি করে,
ফাঁদে ফেলে পথিকেরে, নানা ছল কলে বলে ॥ ৩ ॥
কালী প্রসন্ন এই বলে, ধন্য কলি তব লীলে,
দুঃখ হয় পায় হাসি, চরিত্র তব হেরিলে ॥ ৪ ॥

নাম।

রাগিণী মধুমাধব সারঙ্গ—তাল একতালা।

স্বর্গ মর্ত্ত্য সর্ব্ব স্থানে, সে নামের পিপাসিত।
তাঁরই সুধা পাত্রে পান, করে সবে মনোমত ॥ ১ ॥
তাঁরই নাম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সুধা হইতে অতি মিষ্ট,
জেনে ইহা সবে স্পষ্ট, লয় নাম অবিরত ॥ ২ ॥
তাঁরই প্রেম সুরা পানে, মত্ত যত ত্রিভুবনে,
আছে সবে হত জ্ঞানে, সতত মাতাল মত ॥ ৩ ॥

বিষ্ণু আদি এজগতে, যত কিছু আছে এতে,
তাঁরই রূপ নিরক্ষিতে, দর্পনেরই মত যত ॥ ৪ ॥
কালী কহে এই হের, যত দেখ জগতের,
সবি বেদ পুংক্তি তাঁর, সাধু লোকের এই মত ॥ ৫ ॥

ভালবাসা।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল একতালা।

উঠে নানা তরঙ্গ মন প্রেম সিন্ধু নীরে।
রসিকেতে মন সাধে ঝাঁপ দিয়ে পার হোতে পারে ॥ ১ ॥
যে জন জানে রস ভাসা, তারে কোথা প্রাণের আশা,
যেথানে তার ভাল বাসা, যায় সেথানে ম'রে ম'রে ॥ ২ ॥
অরসিকে দেখে আতঙ্ক, ভয়ে তার কাঁপে অঙ্গ,
একারণে দিয়া ভঙ্গ, ব'সে সেই থাকে তীরে ॥ ৩ ॥
চাতরী যে তরি তাঁর, অনঙ্গ যার কর্ণধার,
প্রবল বিচ্ছেদ বায়ু, কখন কি ঘটাতে পারে ॥ ৪ ॥
যথার্থ প্রেমিক যে জন, প্রিয় জনে তার প্রয়োজন,
বিসর্জ্জন ক'রে জীবন, প্রেমনদী যায় সাঁতারে ॥ ৫ ॥
নিত্য প্রেমে যেই মত্ত, করে সেই নিত্য তত্ত্ব,
অনিত্য হইতে নিত্য, নিত্য সে হইতে পারে ॥ ৬ ॥
কালী প্রসন্ন কহে হেঁসে, যে যাহারে ভালবাসে,
সে যাইবে তাঁরই পাশে, কে তারে রাখিতে পারে ॥ ৭ ॥

দুইটী কার্য্য।

রাগিণী ভীমপলাশ্রী—তাল কাওয়ালী।

এসেছ জগতে মন, ছুটি কার্য্য কর রে।
সাধ্যমতে যাহা পার দীনগণে দাও রে ॥ ১ ॥
বিভুনাম দ্বিতীয়তে লও যাবে সে সঙ্গেতে,
তৃতীয় নাই এজতে পথের সম্বল রে ॥ ২ ॥
ধন রত্ন দারা সুত, ঐশর্য্য এভবে যত,
সকলই দেখ অনিত্য, সঙ্গে কিছু যা'বেনারে ॥ ৩ ॥
অনিত্য সংসার ধাম, নিত্য সেই বিভু নাম,
কালী প্রসন্ন কহে যথা, সে নাম সঙ্গের সাথিরে ॥ ৪ ॥

দুর্গম দুর্ঘাটি।

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

নিত্য ধামে যা'বে ব'লে সকলে বাসনা করে।
সে পথ দুর্গম অতি দৈব কেহ যেতে পারে ॥ ১ ॥
দুর্ঘাটি কঠিন অতি, কাঞ্চন কামিনী জাতি,
দৈব কোন বুদ্ধি মতি, এ ঘাঁটি ছাড়িতে পারে ॥ ২ ॥
এ ঘাঁটি না হ'লে পার, ভবসিন্ধু হ'তে পার,
সাধ্য বল আছে কার, কালী এ প্রকাশ করে।

প্রেম তরণী।

রাগিণী ইমন ভুপালী—তাল একতালা।

সাধ ক'রে আজ প্রেম তরণী ভাসিয়ে দিলাম প্রেম সাগরে
ছজন ডাঁড়ি দিবে পাড়ি, যাবে তরণী পারা পারে ॥ ১ ॥

মন হয়েছে নায়ের মাঝি, ডাঁড়ি ছটা বড় পাজী,
মাজির কথায় হয়না রাজি, কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করে ॥ ২ ॥
ইচ্ছামত তারা ছজনে, আপন আপন দিকে টানে,
মাঝির দেখে সয়না প্রাণে, ধমক দেয় সে ছজনারে ॥ ৩ ॥
ধমক খেয়ে আরও তারা, রাগের ভরে বায়েসে ভরা,
বিচ্ছেদ প্রবল বায়ু, বহে তাহে ঘন স্বরে ॥ ৪ ॥
পুন বেগে উঠে তরঙ্গ, দেখে ভয়ে হয় আতঙ্গ,
কখন ঘটায় কিবা রঙ্গ, কে তাহা বলিতে পারে ॥ ৫ ॥
তিন দিকে তিন বিপদ ভারি, বাঁচে কিনা বাঁচে এ তরি,
এই ভয়েতে ভেবে মরি, কেমন ক'রে যা'ব পারে ॥ ৬ ॥
তরাও মধুসূদন ব'লে, প্রেম সাগরের আগম জলে,
মাঝি যাচ্ছে বেয়ে, ঝিকে দিয়ে; কোষে তরীর হাল ধ'রে ॥ ৭ ॥
যাবে তরি পারা পারে, এ আশাতে যা'চ্ছে জোরে,
যদি নাথ কৃপাকরে, যাবে পারে ভয় কারে ॥ ৮ ॥
কালী কহে এই জানি, না হ'লে আকাশ বানী
চালাইতে প্রেম তরণী, কার সাধ্য ত্রিসংসারে ॥ ৯ ॥

বিরহ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

সহেনা সহেনা নাথ বিষম বিরহানল।
মদন তায় আহুতি দিয়া, ক্রমে করে আরও প্রবল ॥ ১ ॥
তোমার লাগিয়া নাথ, কুল মান সম্পদ যত,
সকলই দিয়াছি ছেড়ে, বাকি কি রেখেছি বল ॥ ২ ॥

চরাচরে যত দেখি, সংশ্রব কা'রো না রাখি,
সতত তোমায় দেখি, এ চিন্তায় থাকি ব্যাকুল ॥ ৩ ॥
কারও আমি নহি বাদি, তবে কেন হয়ে বিরধি,
মদন আসি নিশিদিন জ্বালে এ বিরহানল ॥ ৪ ॥
হলেম কুল কলঙ্কিনী, লোকে হ'ল জানা জানি,
তোমা বিনা নাহি জানি, তবে এদুঃখ কেন বল ॥ ৫ ॥
হৃদয় বাসরে স্থান, তোমাকে দিয়াছি প্রাণ,
তবে কেন সে হৃদয়ে মদন জ্বালে বিরহানল ॥ ৬ ॥
অষ্টাঙ্গ শরীর যত, অর্পণ ক'রেছি নাথ,
আমাতে আর আমি নাই, এবে তুমি তুমিই সকল ॥ ৭ ॥
অষ্টাঙ্গ শরীর লোমে, তুমি তুমি এই নামে,
উঠিল এ কলরব, প'ড়ে গেল মহা গোল ॥ ৮ ॥
তবু ভাব পর আমারে, বল্‌তে গেলে লজ্জাকরে,
একথা বলিব কারে, মন দুঃখ মনে রহিল ॥ ৯ ॥
আশার আশে কাটে কাল, বিষম বিরহানল,
ক্রমে সে হ'ল প্রবল, আর কত সহিব বল ॥ ১০ ॥
হয়েছে প্রাণ ওষ্ঠাগত, দরশন দিয়া নাথ,
হর মম দুঃখ যত, বিরহানলে কাল কাটিল ॥ ১১ ॥
কালীকহে এ ভবের হাটে, প্রেম করা তারে না খাটে,
আশা মনের যার না মেটে, মিছে সেই করে গোল ॥ ১২ ॥
দৈববানী না হইলে, আশা অভিলাষ না গেলে,
প্রাণকান্ত কোথা মিলে, মিছে বেড়ায় কোরে গোল ॥ ১৩ ॥

বনবাস।

রাগিণী ইমন ভুপালী—তাল একতালা।

বনবাস দিয়াছ নাথ, আমাকে জন্মেরই মত।
তবু ভালবাসি এত, বলিয়া জানাব কত ॥ ১ ॥
বিচ্ছেদ গহনকাননে, সঙ্গে দিয়ে ছয় জনে,
পাঠায়ে গভীর বনে, বনবাস দিয়াছ নাথ ॥ ২ ॥
সঙ্গে থেকে ছয় জনে, ছ'দিকে আমায় টানে,
প্রাণ যাচ্চে হেচ্‌কা টানে, লাঞ্ছনা করায় কত ॥ ৩ ॥
তাহে আমি নহি দুঃখি, সতত তোমায় দেখি,
হৃদয় বাসরে রাখি, এ চিন্তাতে কাল গত ॥ ৪ ॥
ভুগী দুঃখ যাতনা যত, তাহে দুঃখি নহি এত,
তোমার বিচ্ছেদে নাথ, পাই দুঃখ জানাব কত ॥ ॥ ৫ ॥
বনবাসে কাটে কাল, বিচ্ছেদানলে হবে কাল,
এভাবে কাটিবে কাল, কালে কালে কাল কত ॥৬ ॥
বাস করি বনবাসে, ঘুরি নাথ তোমারই আশে,
ভুলাব তোমাকে কিসে, এ চিন্তা মনে অবিরত ॥ ৭ ॥
করি গুণ জ্ঞান নানা, ব্রত পূজা উপাসনা,
করিলাম সাধ্য মত, বিধি মতে ছিল যত ॥ ৮ ॥
তবু নাথ না ভুলিলে, বনবাস না ঘুচালে,
বিচ্ছেদ বিরহানলে, জ্বালাবে আর বল কত ॥ ৯ ॥
পুরাও মনেরই আশ, ঘুচাও এ বনবাস,
মিটে যাক অভিলাষ, আশা আর আছে যত ॥ ১০ ॥
কালী কহে হলে বনবাস, সহজে কি মেটে আশ,
পূর্ণ না হলে দিন মাস, ধার্য্য ক'রে দিয়াছে যত ॥ ১১ ॥

বিরহ।

রাগিণী ইমন ভুপালী—তাল একতালা।

কেন মন না জানিয়ে করেছিলে পীরিতি।
সে সময় বিনা কয়না কথা এমনি আঁটা রীতি নীতি ॥ ১ ॥
প্রহরি রেখেছে নটা, তারাই যত বাধায় লেটা,
বড় দুরন্ত সে নয় বেটা দিচ্ছে পারা দিবা রাতি ॥ ২ ॥
তুমি তাঁর বিচ্ছেদানলে, দিবা নিশি মর জ্বলে,
সে মনে না করে ভুলে, কি হবে তোমার গতি ॥ ৩ ॥
কথা এই লোকে বলে, মনের মিল না হইলে,
সে প্রেমে না সুখ মেলে, ভুগিতে হয় দুঃখ অতি ॥ ৪ ॥
যে যাহারে ভালবাসে, সে যদি না তারে তোষে,
দেখে শুনে লোকে হাঁসে, সংসারের এই রীতি ॥ ৪ ॥
ছাড় তাঁর ভালবাসা, পুরিবে না মনেরই আশা,
অসময় করা প্রত্যাশা, কভু না হয় ফলবতী ॥ ৬ ॥
যখন শুভগ্রহ হ'বে, তোমায় তাঁর মনে হবে,
প্রেম তরঙ্গ উথলিবে, অধৈর্য্য করিবে অতি ॥ ৭ ॥
সাজিয়ে তরি নানা সাজে, কাণ্ডারী সাজিয়া নিজে,
আসি ভবসাগরেতে ল'য়ে তোমায় শীঘ্র গতি ॥ ৮ ॥
সপ্তরেখা পার করায়ে, ল'য়ে জাবে নিজালয়ে,
মহানন্দে করিবে বাস, নিত্য ধামে সুখে অতি ॥ ৯ ॥
যথা এই কালী বলে, সুগ্রহ উদয় হ'লে,
নিজে কান্ত এসে মিলে, করেছে এমনি রীতি নীতি ॥ ১০ ॥
সময় হইলে জানি, হইবে আকাশ বাণী,
হৃদয় তিমির রাশি, নাশ হবে শীঘ্রঅতি ॥ ১১ ॥
ত্রিকালজ্ঞ নিজে হবে, ভব ভয় না থাকিবে,
আশা অভিলাষ যাবে, জ্বলিবে হৃদয় বাতি ॥ ১২ ॥

প্রেম ও বিরহ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

প্রেমের অনল কভু প্রবোধে কি শান্তি হয়।
ক্ষুধা যার জঠরে জ্বলে, কথায় কি শীতল হয়॥ ১॥
দিবা নিশি প্রেমানলে, আমি নাথ মরি জ্বলে,
কথায় কত রাখ্‌বে ঠেলে, বিরহানলে প্রাণ যায়॥ ২॥
কভু কভু কর্ণে শুনি, হয় এ আকাশ বাণী,
কাতর হওনা প্রিয়ে, ঘুচাব এ দুঃখ দায়॥ ৩॥
কথায় সান্ত্বনা ক'রে, আর কত রাখ্‌বে মোরে,
বিচ্ছেদেরই কারাগারে, বল নাথ বল আমায়॥ ৪॥
ভেবেছিলাম হব সুখী, হলেম জন্মের দুঃখী,
আরও বা কি আছে বাকি, আর কত ভুগিতে হয়॥ ৫॥
সময়ে সময়ে শুনি, আসে এ আকাশবাণী,
বিলম্ব নাই বিলম্ব নাই ধৈর্য্য হও পাবে আমায়॥ ৬॥
কথায় প্রবোধ নাথ, দিবে আর বল কত,
জ্বলিতেছি অবিরত, আর কত জ্বালাবে আমায়॥ ৭॥
জনমে জনমে নাথ, পাইয়াছি দুঃখ যত,
সকলই ত আছ জ্ঞাত, ব'লে কি জানাব তোমায়॥ ৮॥
ধৈর্য্য আর মানেনা মন, দরশন দিয়া প্রাণ,
কর দুঃখ নিবারণ, সকাতরে ডাকি তোমায়॥ ৯॥
কালী কহে প্রাণেশ্বর, যত দেখি চরাচর,
সকলই আত্মীয় তব, তোমা ছাড়া কেহ নয়॥ ১০॥
যখন যার সময় হয়, দৈববাণী দিয়া তায়,
প্রবোধ করিয়া নাথ, পুন দেখা দেহ তায়॥ ১১॥

প্রেম ও বিরহ।

রাগিণী ইমন ভূপালী—তাল একতালা।

কেন মন বল দেখি কর তারই অন্বেষণ॥
সে যে অতি নিদারুণ, কঠিন তাঁহারই মন॥ ১॥
তুমি ব'লে দেখি দেখি, হ'য়েছ জনম দুঃখী,
সে কভু না ফিরায় আঁখি, পাষাণে বেঁধেছে মন॥ ২॥
ভালবেসে তুমি তাঁরে, ভাসিতেছ দুঃখ নীরে,
সে তোমায় না মনে করে, ভুলে তুমি আছ কেমন॥ ৩॥
সাধিলে কি ভুলে মন, দিয়াছে যে বিসর্জ্জন,
জনমের হয়েছ দুঃখী, অদৃষ্টেরই এ লিখন॥ ৪॥
জন্ম জন্মান্তরে যত, ভুগিতেছ দুঃখ কত,
যে কলম মেরেছে বিধি, কে ঘুচাবে সে লিখন॥ ৫॥
যখন সময় হবে, প্রাণ কান্তে তুমি পাবে,
এ দুঃখ যাতনা যাবে, ধৈর্য্য ধর ওরে মন॥ ৬॥
কালী কহে সে নহে কাঁচা, তোষামোদ তাঁর করা মিছা,
নীত বিধি এমনি সাঁচা, নিক্তির ওজন যেমন॥ ৭॥
তিলার্দ্ধ হইলে ভারি, ঝোঁকে কাঁটা সয়না দেরী,
এমনি তাঁর আইন জারি, চারি যুগে টলেনা জান॥ ৮॥

মরম বেদনা।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

মরম বেদনা মন কারও কাছে ব'লনা।
শুনে পাছে হাঁসে লোকে দ্বিগুণ হবে যাতনা॥ ১॥
মন দুঃখ মনে সহিবে, লোকমাঝে না কহিবে,
শুনে দুঃখ ভাগী না হবে, আরও দিবে গঞ্জনা॥ ২॥

দুঃখের দুঃখী যেই হয়, শুনাইলে দুঃখ তায়,
সে করে তার উপায়, ঘোচে যাতে বেদনা ॥ ৩ ॥
কালী কহে জানি জানি, মরম বেদনা জানি,
কান্ত বিনা কামিনীর, হয় দুঃখ যাতনা ॥ ৪ ॥

প্রেম ও বিরহ।

রাগিণী ইমন ভুপালী—তাল আড়াঠেকা।

কেন মন তুমি তাঁরে সাধ এত কালে কালে।
সে নয় এমন কাঁচা ছেলে, তোসামদে যাবে ভুলে ॥ ১ ॥
চতুরের সে চূড়ামণী, সেধে কে ভুলাবে শুনি,
মিছে লোকে জানা জানি, কি ফল ফলে সাধিলে ॥ ২ ॥
অসীম সে গুণ যুক্ত, তোষামদে নহে ভক্ত,
মিছে করা তায় বিরক্ত, হিসাব নিকাশ পলে পলে।
গুণসিন্ধু সে গুণনিধি, কে ভুলাবে তারে সাধি,
মিছে হও অপরাধী, লোকালয়ে সাধি ব'লে ॥ ৪ ॥
গুণ জ্ঞানে যে মহাশ্রেষ্ট, তোষামদ তাঁর বিষ দৃষ্ট,
ত্রিজগতে আছে রাষ্ট, জান না কি কালে কালে ॥ ৫ ॥
প্রাণকান্ত যে তোমার, সংসারেরই সেই সার,
জীবনের সেই আধার, তারে দোষী কর কি ব'লে ॥ ৬ ॥
ত্রিজগৎ সৃষ্টি যার, ক'রে নানা আড়ম্বর,
সেধে ভুলাবে মন তাঁর, চলে কি এ কোন কালে ॥ ৭ ॥
ওরে মন মূঢ়মতী, পবিত্র সে প্রাণপতি,
না জেনে তাহারই গতি, দোষে তাঁরে ফেলিলে ॥ ৮ ॥
পবিত্র গুণ শ্রেষ্ঠ যিনি, কোন দোষ পর্শে না জানি,
মন তুই হয়ে হত জ্ঞানী, দোষারোপ তায় করিলে ॥ ৯ ॥

মন তুই চিনিস্ না তাঁরে, বাস করে তোর অন্তঃপুরে,
সাধিলে কোথায় পাবি তাঁরে, সময় হলে আপনি মেলে ॥ ১০ ॥
কালী কহে জানি জানি, সে প্রাণকান্ত গুণমণী,
বিরাজ করে দিবা যামিনী, বসি হৃদয় কমলে ॥ ১১ ॥

দুঃখ যাতনা।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

এ দুঃখ যাতনা মন কি হবে জানায়ে তায়।
শুনে দুঃখ যাতনা যদি, সে তোমারে নাহি চায় ॥ ১ ॥
মন দুঃখ বল তাঁরে, শুনে দুঃখ হয় যারে,
সান্ত্বনা যে দিয়া তোমারে, উদ্ধারে এ দুঃখ দায় ॥ ২ ॥
না হলে দুঃখেরই কথা, ব'লে ঘোচেনা মনেরই ব্যথা,
অরণ্যে রোদন বৃথা, কি লাভ বলিয়া তায় ॥ ৪ ॥
মনদুঃখ রেখ মনে, অন্তে যেন নাহি জানে,
শুনে পাছে হাঁসে মনে, উপহাস করে তোমায় ॥ ৪ ॥
কালী কহে এই কথা, বোলনা মনেরই কথা,
অন্তরে রাখিও গেঁথে, প্রকাশ করা ভাল নয় ॥ ৫ ॥

বিরহ যন্ত্রণা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

ও পোড়া মন শোন্ রে বলি দিয়ে কালি কুল মানে।
জন্ম জন্মান্তরে সাধিস্ তবু সে তোর নাহি শুনে ॥ ১ ॥
তোর নাই রে হেন সাধ্য, ভুলিস্ তাঁরে তিলার্দ্ধ,

এমনি করিছিস রে বরাঙ্ক, সাধিস্ তাঁরে প্রাণপণে ॥ ২ ॥
সেধে সেধে জন্ম গেল, তবু সে তোর না হইল,
কুলেতে কলঙ্ক হ'ল, পোড়া মন তুই শুনিস্‌নে ॥ ৩ ॥
জাতি ধর্ম্ম হ'ল নষ্ট, হলি তুই কুল ভ্রষ্ট,
ভুগিতেছিস্ নানা কষ্ট, আমার কথা না শুনে ॥ ৪ ॥
ওরে মন তুই নেরে জেনে, পাবিনা তায় সময় বিনে,
প্রাণ যাবে তোর হেচ্‌কা টানে, ফল হবে না সাধনে ॥ ৫ ॥
কালী কহে এই যথা, আছে তার চির প্রথা,
অসময়ে সাধা বৃথা, সাধিলে তা কেবা শুনে ॥ ৬ ॥

প্রেম তরঙ্গ।

রাগিণী বেহাগ—তাল ধামার।

প্রেমেরই তরঙ্গে তাঁর ডোবে বুঝি এ দেহতরি।
অকুল পাথারে ভাসি বিচ্ছেদ সাগরে তাঁরি ॥ ১ ॥
ভালবেসে এ যন্ত্রণা, স্বপ্নে তাহা জানি না,
পড়িলাম ঘোর সঙ্কটে, বিচ্ছেদ নীরে ডুবে মরি ॥ ২ ॥
ভেবেছিলাম প্রেম সাগরে, ডুব দিলে পাইব তাঁরে,
না ফলিল ফল পরে, ডুবলো তরি কি করি ॥ ৩ ॥
বহে বিচ্ছেদ সমীরণ, নানা তরঙ্গ উঠে ঘন,
বুঝি তরণী হয় জলমগ্ন, প্রাণ ধনে নাহি হেরি ॥ ৪ ॥
পরিশ্রম অকারণে, যাবে জীবন এজীবনে,
কামনা রহিল মনে, না পাইলাম প্রেম করি ॥ ৫ ॥
কালী কহে সত্য সত্য, সে নিত্য প্রেমে জগৎ মত্ত,
সময় বিনা সে পরমার্থ, কেবা পায় দেখা তাঁরি ॥ ৬ ॥

বিরহ যন্ত্রণা।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

ওরে মন বলি তোরে আর কেন তুই সাধিস্ তাঁরে।
সে কি তোর দুঃখের দুঃখী, ভাসিয়েছে যে দুঃখ সাগরে॥ ১॥
ভাসিতেছিস্ দুঃখনীরে, তবু তুই ভুলিস না তাঁরে,
সে কভু কি জিজ্ঞাসেরে, কেমন আছিস্ ব'লে তোরে॥ ২॥
নাইকো দুঃখের কুল কিনারা, হয়েছিস্ মন দিসে হারা,
সেধে সেধে হবিরে সারা, সাধলে কি সে দেখ্‌বে ফিরে॥ ৩॥
ওরে মন জনমের তরে, ভাসিয়েছে যে দুঃখ সাগরে,
এ দুঃখ জানালে তাঁরে, সে কি দুঃখী হবে রে॥ ৪॥
মন তুই পাগল হবি, সেধে কি তুই তায় ভুলাবি,
ভুলিবার নয় সে ভবি, যা' করিবার দেছে ক'রে॥ ৫॥
কালী কহে সত্য বটে, কেন রে মন তুই বেড়াস্ ছুটে,
সে বিরাজ কচ্ছে সর্ব্ব ঘটে, সময় হলে দেখ্‌বি তাঁরে॥ ৬॥

বিরহ।

রাগিণী ইমন ভূপালী—তাল একতালা।

কেন মন বলরে শুনি এত তুই সাধিস্ তাঁরে।
সে কি ফিরে দেখ্‌বে তোরে সময় না হ'লে পরে॥ ১॥
শুন্‌লি না মন আমার কথা, আছে তাঁর এ চির প্রথা,
অসময়ে কয়না কথা, রেখেছে নিয়ম কোরে॥ ২॥
মন তুই কি পাগল হবি, সেধে কোথায় তাঁরে পাবি,
এই জ্বালাতে জলে মরি, নিষেধ করি বারম্বারে॥ ৩॥

কি কাজ সাধিয়ে তাঁরে, যে তোরে না দেখে ফিরে,
তবু তুই সাধিস তাঁরে, নিশিদিন যত্ন ক'রে ॥ ৪ ॥
কালী কহে শুন শুন, জীবনেরই যে জীবন,
তাঁরে মন না করে স্মরণ, নাইক এমন ত্রিসংসারে ॥ ৫ ॥

জীর্ণ তরি।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

একে আমার জীর্ণতরি প্রেমনদী তুফান ভারি।
কেমনে যাইব পারে এই ভয়েতে ভেবে মরি ॥ ১ ॥
বিচ্ছেদ বায়ু প্রবল, উঠে তরঙ্গ ক'রে গোল,
বলে সামালো সামালো, ডুবলো তরি ডুবলো তরি ॥ ২ ॥
দেখে গোল তরঙ্গের, ভয়ে অঙ্গ থর থর,
কখন ঘটায় কিবা রঙ্গ, জীর্ণ তরি কি করি ॥ ৩ ॥
যদি বহে সুবাতাস, যাবে পারে আছে আশ,
নহে হবে এ বিনাশ, জনমেরই মত তরি ॥ ৪ ॥
কালী কহে জোড় করে, বিচ্ছেদেরই সিন্ধুনীরে,
যদি নাথ দয়া ক'রে, করে পার হয়ে কাণ্ডারী ॥ ৫ ॥
তবে বাঁচে এ তরণী, নহে নাশ হবে জানি,
কেন হও অভিমানী, বৃথা আশা জীর্ণ তরি ॥ ৬ ॥

সাধনা ও বিরহ।

রাগিণী ইমন ভূপালী – তাল একতালা।

সেধে সেধে আসি তোমায় জনমে জনমে কত।
তবু আশা না পুরালে অনাথ রাখিলে নাথ ॥ ১ ॥

একে ঘোর বিচ্ছেদ নিশি, সঙ্কট তিমির রাশি,
দেখাইয়া মুখশশী, হর এ তিমির যত ॥ ২ ॥
নহে ঘোর অন্ধকারে, তিষ্ঠিব কেমন ক'রে,
পড়েছি সঙ্কট ঘোরে, কেমনে নিশি হ'বে গত ॥ ৩ ॥
হৃদয় গগনে শশী, না হ'লে উদয় আসি,
বিচ্ছেদ তিমির রাশি, করিবে এ প্রাণহত ॥ ৪ ॥
দেখাইয়া চন্দ্রমুখ, হর তিমির মন দুঃখ,
হউক মঞ্জনন্দ সুখ, ঘুচুক্ এ দুঃখ যত ॥ ৫ ॥
যথা এই কালী কয়, বিচ্ছেদ নিশি বিষময়,
পড়িলে সে ঘোর সঙ্কটে, হ'তে হয় সশঙ্কিত ॥ ৬ ॥

বাসনা ও বিরহ।

রাগিণী ইমন ভূপালী—তাল একতালা।

বাসনা করিয়া মন কেন কর উপাসনা।
কামনা না শূন্য হ'লে, পূর্ণ হয় না কামনা ॥ ১ ॥
প্রিয় জন রেখে মনে, সাধে যে সে প্রিয়জনে,
সে কি ফিরে চায় তার পানে, মিছে করে সাধনা ॥ ২ ॥
আশা অভিলাষ মনে, আছে যার এ জীবনে,
সে কি পায় সে প্রিয়জনে, মন তুই কি জানিস্ না ॥ ২ ॥
কালীপ্রসন্ন এই ভনে, আশা যার আছে মনে,
সে কি পায় সে প্রিয় জনে, বৃথা করে উপাসনা ॥ ৪ ॥

প্রেম-পিপাসা ও বিরহ।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা।

না মিটিল প্রেম-পিপাসা, ডুবে প্রেম সাগরে তাঁরই।
বিষম সমস্যা এই, বল্‌তে গেলে লাজে মরি॥ ১॥
নিশিদিন ডুবে সাগরে, বেড়াই জল জল ক'রে,
এ দুঃখ কহিব কারে, অসহ্য হয়েছে ভারি॥ ২॥
রত্নাকরে বাস করি, রত্ন চক্ষে নাহি হেরি,
রত্ন রত্ন ক'রে ঘুরি, ভাসি প্রেমনীরে তাঁরই॥ ৩॥
কালী কহে সে কান্তমণি, ত্রিজগতের শিরমণি,
তাহা বিনা বাঁচে কি প্রাণী, ডুবে আছে প্রেমে তাঁরই॥ ৪॥

বসন্ত ঋতু বর্ণনা।

রাগ হিণ্ডোল—তাল সুরফাঁক তাল।

হেমন্ত হইল গত বসন্ত আগত।
প্রেমের কুসুম কলি, হ'ল সখি বিকশিত॥ ১॥
বসন্তের সুবাতাসে, ফুটে ফুল তার বাসে,
মন প্রাণ মাতাইল, কান্ত বিনা অস্থির চিত॥ ২॥
তাহে কোকিলে রব করে, কুহু কুহু মিষ্ট স্বরে,
শুনে সে কোকিল ধ্বনি, হয় মন বিচলিত॥ ৩॥
বসন্তের এই রীতি, গেঁথে ফুল নানা জাতি,
কান্তে দিয়ে করে পীরিতি, হৃদয়ে রেখে তোষে কত॥ ৪॥
আমার কপাল দোষে, জন্ম গেল আশার আশে,
তবু সখি সে না হেরিল, এ দুঃখ জানাব কত॥ ৫॥
কালী কহে হে কামিনী, চঞ্চল এত কেন শুনি,
পাবে নিজ গুণমণি, আছে সময় নিয়মিত॥ ৬॥

গ্রীষ্ম ঋতু বর্ণনা।

রাগ দীপক—তাল চৌতাল।

গ্রীষ্মের তপন তাপে, জলে তনু ওলো সখি।
তাহে তাঁর বিরহানলে, হয়েছি জনম দুঃখী॥ ১॥
গ্রীষ্মকালে আছে রীতি, লয়ে সুগন্ধ নানা জাতি,
কামিনীগণ কান্তে দিয়া, কামনা পুরায় সখি॥ ২॥
মরি আমি এই খেদে, পড়িয়াছি ঘোর বিপদে,
দু জ্বালাতে জ্বলেলো তনু, পলকে প্রলয় দেখি॥ ৩॥
গ্রীষ্মের প্রখর তাপ, তাহে বিচ্ছেদ মনস্তাপ,
নাহেরে সখি সে বদন, জনমের হয়োছ দুখী॥ ৪॥
কালী কহে এই স্থির, কান্ত বিনা কামিনীর,
দুখের পরিসীমা নাই, হয় জনমের দুঃখী॥ ৫॥

বর্ষা ঋতু বর্ণনা।

রাগ মেঘ—তাল ধামার।

বর্ষা কালের রীতি হয় বৃষ্টি বরিষণ।
মৃদু মৃদু ভাবে বহে সুশীতল সমীরণ॥
কামিনীগণ কান্তে লয়ে, মনের সাধ মিটাইয়ে,
আমোদ প্রমোদে বিহারে, কাটে তায় নিশিদিন॥ ১॥
আমার কেন এ দুর্গতি, হ'ল দুঃখ জনমের সাতি,
ক'রে তাঁর পীরিতি, মিছামিছি অকারণ॥ ৩॥
এ ঘোর বর্ষাকালে, সে আমারে আছে ভুলে,
মরি তাঁর বিরহানলে, যায় বুঝি এ জীবন॥ ৪॥
কালী কহে বিবরণ, রমণীর প্রাণ ধন,
কান্ত জীবনের ভূষণ, কান্ত জীবনের জীবন॥ ৫॥

শরৎ ঋতু বর্ণনা।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

শরৎ কালের শশী প্রকাশে জ্যোতি মনোহরে।
কামিনী গণ হেরে জ্যোতি, হরষিত হ'য়ে অন্তরে॥ ১॥
ভাল বাসে যেই যাহারে, ল'য়ে নিজ বাসরে তারে,
চুম্ব আলিঙ্গন করে, আদরে অধরে ধ'রে,॥ ২॥
বলে এ সেই নিশাকর, আমার এ প্রাণেশ্বর,
হৃদয় আকাশে উঠে, মনবাঞ্ছা পূর্ণ করে॥ ৩।
তাহাদের দেখে রঙ্গ, শিহরে আমার অঙ্গ,
উঠে বিচ্ছেদ তরঙ্গ, সখি হৃদয় মন্দিরে॥ ৪॥
ভাসি তাঁর বিচ্ছেদ নীরে, সে আমায় না মনে করে,
এ দুঃখ কহিলে পরে, গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে॥ ৫॥
মন দুঃখ মনে রাখি, প্রকাশ করিয়া সখি,
পুন কি সেই শরৎশশী, হেরিব এ জন্মে ফিরে॥ ৬॥
বিধির লিখন সখি, উপায় কিছু নাহি দেখি,
জনম দুখিনী আমি, ভাসি বিচ্ছেদেরই নীরে॥ ৭॥
কালী কহে রসবতী, উতলা হ'য়না অতি,
করিলে তার পীরিতি, বহিতে হয় ধৈর্য্য ধ'রে॥ ৮॥

শীত ঋতু বর্ণনা।

রাগ মালকোষ—তাল চৌতাল।

আইল শীতঋতু হইল সঙ্কট ঘোর।
বিষম শীতেতে সখি কাঁপে অঙ্গ থর থর॥ ১॥
শাল বনাত আছে যার, শীতে কষ্ট না হয় তার,
সুখেতে কাটায় শীত, গায়ে দিয়ে আপনার॥ ২॥

কামিনীগণ শীতকালে, নিজ কান্তে ল'য়ে কোলে,
শীতে ক'রে তুচ্ছ জ্ঞান, আনন্দে নিশি করে ভোর ॥ ৩ ॥
কষ্ট হয় সে সবারে, দীন হীন যে এ সংসারে,
আর কষ্ট দ্বিগুণ তারে প্রাণকান্ত না মেলে যার ॥ ৪ ॥
দেখ সখি মনে ভেবে, চির দুখিনী আমি এ ভবে,
একে এই শীত ঘোর, তাহে জ্বলি বিচ্ছেদে তাঁর ॥ ৫ ॥
উভয় সঙ্কট দেখি, আর কি প্রাণ বাঁচিবে সখি,
এ জনমে বল বল, তাঁরে কি দেখিব আর ॥ ৬ ॥
কালী কহে হে রসীকা, ক'রনা খেদ পাবে দেখা,
সময় তাঁর আছে লেখা, ভেবনা ভেবনা আর ॥ ৭ ॥

হেমন্ত ঋতু বর্ণনা।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল ধামার।

হেমন্ত দুরন্তকাল হিম পাত হয় অতি।
তাহে আমি চির দুখিনী, বিচ্ছেদ জনমের সাথি ॥ ১ ॥
হেমন্ত কালে হিম ঝড়, হিমে অঙ্গ জড় সড়,
অস্থির ক'রেছে চিত, বল সখি এর সুনীতি ॥ ২ ॥
হিমেতে হিমাঙ্গ হ'য়ে কামিণীগণ কান্তে ল'য়ে,
অনঙ্গে মাতিয়া তারা, সুখে দান করে রতি ॥ ৩ ॥
হেমন্তে তারা হয় সুখি, হৃদয়ে প্রাণকান্তে রাখি,
সংসারেতে এই দেখি, চলিতেছে রীতি নীতি ॥ ৪ ॥
আমি তাঁর বিচ্ছেদে মরি, হিমের উৎপাত ভারি,
বলনা সখি কি করি, কি হ'বে আমার গতি ॥ ৫ ॥
কালী কহে জানি সতী, বাঁচেনা প্রাণ প্রাণপতি,
ভ্রষ্টা হ'লে হয়না ক্ষতি, থাকে সে চঞ্চল মতি ॥ ৬ ॥

বিরহ।

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

কেনরে অবোধ মন ভুলিস্ না তাঁরে ভুলিয়া।
বিচ্ছেদ বারিধি মাঝে, দেছে তোরে যে ভাসাইয়া॥ ১॥
ভাসিতেছ জলধি মাঝে, প্রেমে তাঁর আছ মোজে,
সে কভু না তোমায় খুজে, না চাহেরে ফিরিয়া॥ ২॥
ভালবেসে তুই ও তাঁরে, পড়েছিস সঙ্কট ঘোরে,
বেড়াস্‌রে অকুল সাগরে, ভাসিয়ারে ভাসিয়া॥ ৩॥
এ জনমে কি পাবি কুল, কেন এত তুইরে ব্যাকুল,
মন তোর মনেরই ভুল, বুঝিস্ না তুই বুঝিয়া॥ ৪॥
কালী কহে সে প্রাণকান্ত, জীবনের জীবন একান্ত,
তাঁরেকি মন হ'য়ে ভ্রান্ত, তিষ্টিতে পারে না ডাকিয়া॥ ৫॥

বিরহ।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

আসা যাওয়া যে যন্ত্রণা জেনে ও কি মন জানিস্ না।
বৃত্তি হইতে নিবৃত্তিরে, তিলেক হইলে না॥ ১॥
বন্দী হ'য়ে কারাগারে, কত স্তব স্তুতি ক'রে
কহে ছিলে বারে বারে, মায়াতে আর ভুলিবে না॥ ২॥
কালী প্রসন্ন এই ব'লে, পড়ে মহা মায়া জালে,
প্রতিজ্ঞা যা'করে ছিলে, রক্ষা তাহা হলো না॥ ৩॥

জনমের সাধ।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

এ জনমের সঙ্গে কি নাথ, জনমের সাধ ফুরাইবে!
কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে, এ সাধ নাথ পুরাইবে ॥ ১ ॥
বিধি তোরে দিই বিধি, এবার জন্ম দিবে যদি
বিনয়ে তোমায় সাধি, রমণী জনম দিবে ॥ ২ ॥
লাজ ভয় না করিব, এ সাধ মনের মিটাইব,
হৃদয় মাঝে রাখিব নাথ, ছাড়িবনা জন্মান্তে তবে ॥ ৩ ॥
কালী কহে এই প্রথা, এ আশা করা বৃথা,
সময় না হ'লে যথা, প্রাণকান্তে কেমনে পাবে ॥ ৪ ॥

ছলনা।

রাগিণী পিলু—তাল পোস্তা।

কত ছল জান নাথ বলিতে তা' পারি না।
চাতুরি দেখিয়া তব, কত হয় ভাবনা ॥ ১ ॥
নানারূপে কর খেলা, সকলই তোমার লীলা,
ঘুচাও সঙ্কট জ্বালা, সহেনারে সহে না ॥ ২ ॥
করি কত ব্রত স্তব, দরশন না পাই তব,
কিসে তুষ্ট মন তব, বল নাথ বল না ॥ ৩ ॥
সিদ্ধান্ত হইল শেষে, যে তোমায় হৃদয়ে তোষে,
তুমি তারে ভালবেসে, ঘুচাও তার যাতনা ॥ ৪ ॥
কালী প্রসন্ন এই বলে, যে তব আজ্ঞায় চলে,
তাঁহারে সুপথ মেলে, কুকর্ম্মে সে মজে না।

বিরহ।

রাগিণী আড়ানা—তাল তেওট।

যত দুঃখ সহি হে নাথ তোমার লাগিয়ে।
কত কালে দিবে দেখা, দাসী রে সদয় হ'য়ে ॥ ১ ॥
ধিকি ধিকি বিরহানলে, সতত অন্তর জলে,
অপরাধিনী দাসী ব'লে, স্থান পায় না হৃদয়ে ॥ ২ ॥
কত পাপ পূর্ব্ব জন্মে করিয়াছি প'ড়ে ভ্রমে,
নাহি জানি কত জন্মে, পাব তোমায় হৃদয়ে ॥ ৩ ॥
কালী প্রসন্ন এই ভণে, বৃথা মনস্তাপ কেনে,
অবশ্য মিলন হবে, নিদ্ধারিত সময়ে।

বিরহ।

রাগিণী কানাড়া—তাল তেওট।

দেখা দেহ দেখা দেহ বাঁচিনা রে বাঁচিনা রে।
জরা জরা হলেম সারা, তব বিচ্ছেদেরই স্বরে ॥ ১ ॥
ভিন্ন হয়ে তব সনে, ভ্রমিলাম নানা স্থানে,
তব রূপ না হেরে নয়নে, নিশিদিন জলে অন্তরে ॥ ২ ॥
আসা যাওয়া মাত্র সার, না পাই তোমার বার,
কতকাল রাখিবে আর, ভিন্ন ক'রে এ অধিনী রে ॥ ৪ ॥
কালী প্রসন্ন এই ব'লে, কি হবে অধৈর্য্য হোলে,
প্রারব্ধ ক্ষয় হোলে, নিশ্চয় পাইবে তাঁরে ॥ ৫ ॥

বিরহ।

রাগিণী ধুরিয়া—তাল আড়াঠেকা।

বল সখি মন চুরি করিয়াছে যে আমার।
সে চোর দারুণ চোর, পুন কি তাঁরে পাব আর ॥ ১ ॥
মরি আমি এই দুঃখে, স্বর্ণ রত্ন ধন রেখে,
হৃদয় বাসরে থেকে, চুরি করে মন আমার ॥ ২ ॥
সে চোরে সখি আমি চাই, কুল মানে কাজ নাই,
কোথা গেলে তাঁরে পাই, কে দিবে সন্ধান তাঁর ॥ ৩ ॥
সে চোরের চূড়ামণি, ফাঁদে পড়ে যে রমণী,
হয় কুল কলঙ্কিণী, সংসার অসার তার ॥ ৪ ॥
বল সখি তার বাস, থাকে কোথা সে নিজস,
চুরি ক'রে মন বুঝি, গেছে সাত সমুদ্র পার ॥ ৫ ॥
জানি সখি জানি তারে, আমার মন চুরি ক'রে,
সাত সমুদ্র তের নদী পারে, গেছে তারে পাওয়া ভার ॥ ৬ ॥
সে পথ দুর্গম অতি, কেহ নাই সঙ্গের সাথি,
ধরিতে চোর চোরবৃত্তি, না করিলে ধরা ভার ॥ ৭ ॥
সত্য সত্য কালী বলে, ছদ্মবেশী না হইলে,
চতুর চোরে কেবা ধরে, হেন সাধ্য আছে কার ॥ ৮ ॥

বিরহ।

রাগিণী মধুমাধব—তাল একতালা।

বল সখি সঁপেছি যাঁরে ধন প্রাণ এ জীবন।
তবু সে আমারে কেন করে এত জ্বালাতন ॥ ২ ॥
সাধি তাঁরে নানা ছলে, তবুত সে নাহি ভুলে,
পড়েছি বিষম গোলে, সঁপেছি মন অকারণ ॥ ২ ॥

অনেক সেধে জিজ্ঞাসিলে, তাহার উত্তর বলে,
মিছে কেন পড়েছ গোলে, সেধে কি ভুলাবে মন, ॥ ৩ ॥
আমি না হই বশীভূত, কার্য্য যত বিধিমত,
মিছে সাধা সাধি এত, সময় নষ্ট অকারণ ॥ ৪ ॥
রেখেছি নিয়ম ক'রে, সময় হইলে পরে,
সাধিতে না হইবে তোরে, বিচলিত হ'বে মন ॥ ৫ ॥
তখনি কামিনী গিয়া, কলঙ্ক তব ঘুচাইয়া'
অর্দ্ধাঙ্গিনী করে তোরে, তুষিবরে চির দিন ॥ ৬ ॥
বিচ্ছেদ যাতনা যাবে, জনমে আর না হইবে,
চির দিন সুখে রবে, হ'য়ে জীবনের জীবন ॥ ৭ ॥
প্রবোধ দেয় এই বোলে, ইহাতে কি মন ভুলে,
কলঙ্ক রটেছে কুলে, আর কি মানে সে বারন ॥ ৮ ॥
কলঙ্কের ঢোল বেজে গেলে, আর কি থামে সে থামালে,
নানা কথা লোকে বলে, হ'তে হয় জ্বালাতন ॥ ৯ ॥
কালী কহে হে কামিনী, হ'তে হয় কলঙ্কিনী,
পীরিতের এই রীতি, সংসারেতে চিরদিন ॥ ১০ ॥

বিরহ।

রাগিণী বেলাবল—তাল ধামার।

কি করি সখি বলনা ওলো সে ত আমার হোল না।
আমি মরি যার লাগি, সে ত ফিরে চায় না॥ ১॥
মনেরে প্রবোধ দিলে প্রেম নদী আরও উথলে,
ভাসি নয়নের জলে, সান্ত্বনা মন মানে না ॥ ২ ॥
জানি না সে জানে কি গুণ, ধৈর্য্য হ'লে বাড়ে দ্বিগুণ,
সে রূপের মনে সখি, আরও হয় কল্পনা ॥ ৩ ॥

কি দোষের দোষী আমি, প্রাণ সখি বল তুমি,
মন প্রাণ সোঁপেছি যাঁরে, সে কেন দেয় যাতনা॥ ৪॥
মন কি তিলেক তাঁরে, এ জীবনে ভুলিতে পারে,
হৃদয় বাসরে যাঁরে, স্থান দিয়াছি আপনা॥ ৫॥
সে প্রাণের প্রাণ ধন, জেনে করি আকিঞ্চন,
সে বিনা কেমনে সখি, ধরিব জীবন বল না॥ ৬॥
কালী কহে জানি যথা, সংসারেরই এই প্রথা,
কান্ত বিনা কামিনী কোথা, হোয়েছে সুখী বল না॥ ৭॥

বিরহ।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

হলেম কুল কলঙ্কিনী মিলনেরই আশে তাঁরি।
না পুরিল সে আশা সখি, বল উপায় কি করি॥ ১॥
ভাল বেসে তাঁরে সখি, অস্থির এ দুই আঁখি,
কতক্ষণে তাঁরে দেখি, অপেক্ষাতে আছি তাঁরি॥ ২॥
মনে মনে ক'রে পণ, সোঁপেছি তাঁরে এ জীবন,
অন্যে নাহি প্রয়োজন, সে আমার আমি তাঁরি॥ ৩॥
কলঙ্কে ক'রেছি ভূষণ, অপমান অঙ্গেরই বসন,
প্রেমে তাঁর মজেছে মন, শরীরের সে অধিকারী॥ ৪॥
হয় কলঙ্ক ঘুচাইবে, দেখা দিয়া প্রাণ জুড়াবে,
নহে সে যাতনা দিবে, যা' করে সে ইচ্ছা তাঁরি॥ ৫॥
কালী কহে কামিনী ধন্য, আমি তব করি মান্য,
জ্ঞানে তুমি অগ্রগণ্য, বুদ্ধির যাই বলিহারি॥ ৬॥

বিরহ।

রাগিণী মুলতান—তাল কাওয়ালী।

প্রাণের অধিক সখি ভালবাসি আমি যাঁরে।
সে কেন লো বাসে পর বলনা সখি আমারে ॥ ১ ॥
জানি সখি জানি তারে, সে মধুকর গুণ ধরে,
ফুটান্ত ফুল পেলে পরে, আলিঙ্গন দেয় আদরে ॥ ২ ॥
কলিকা ধরে না মনে, গন্ধহীন তারে জেনে,
মাতে কি মন গন্ধ বিনে, শোন্‌লো সখি বলি তোরে ॥ ৩ ॥
বিকশিত হ'লে কলি, আসিত সে চতুর অলি,
না খাটিত চতুরালী, রাখিতনা পর ক'রে ॥ ৪ ॥
সকলই সময়ে হয়, সময় বিনা কিছু নয়,
মন দুঃখ সহিতে হয়, সময়ের অপেক্ষা ক'রে ॥ ৫ ॥
কালী কহে এই কথা, সহিতে হয় মরমব্যথা,
সময় বিনা কে পায় কোথা, সে প্রাণ কান্ত প্রাণেশ্বরে ॥ ৬ ॥

বারমাস বর্ণনা।

বৈশাখ মাস বর্ণনা।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

বৈশাখেতে নব বর্ষ উৎসবে সকলে মাতে।
করে নূতন খাতা বহি হিসাব নিকাশ রাখে তাতে ॥ ১ ॥
আমার সখি নাই নিকাশ, সমভাব বার মাস,
না পুরিল মন আশ, মরি তাঁর বিরহেতে ॥ ২ ॥

বিষম যাতনা সখি, ছল ছল ছটী আঁখি,
হৃদয় আকাশ হ'তে, বহে ধারা নয়নেতে ॥ ৩ ॥
সে ধারা সখি নিবারিতে, না পারিলাম কোন মতে,
প্রবোধ দিলে প্রেম নদী, আরও বাড়ে ভাসি তাতে ॥ ৪ ॥
বৈশাখ এ বিষময়, আমায় নাহি সহ্য হয়,
বল সখি কি উপায়, হবে লো এর করিতে ॥ ৫ ॥
ডুবি যার বিচ্ছেদ নীরে, সম্বাদ কে দিবে তাঁরে,
পুন কি হেরিব তাঁরে, আর কি এই জীবনেতে ॥ ৬ ॥
কালী কহে শুন সতী, করিলে তাঁর পীরিতি,
সহিতে হয় দুঃখ অতি, লাঞ্ছনা হয় ভুগিতে ॥ ৭ ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস বর্ণনা।

রাগিণী আশাবরী—তাল যৎ।

জ্যৈষ্ঠ মাসে যাতনা বাড়ে, তপনের তাপ ভারি।
তাহে তাঁর বিরহানলে প্রাণ সখি মরি মরি ॥ ১ ॥
ভয়ানক গ্রীষ্ম সখি, রবির কিরণে দেখি,
দ্বিতীয় বিরহ জ্বালা, কেমনে সহিতে পারি ॥ ২ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্ম তেজে, নানা ফল ভারত মাঝে,
সুপক্ক হয় কাজে কাজে, গ্রীষ্মের প্রতাপ ভারি ॥ ৩ ॥
আমি সখি এ ভারতে, মোজে তাঁর প্রেম পীরিতে,
এ হেন গ্রীষ্ম তাপে, রহিলাম কাঁচা প্রেম করি ॥ ৪ ॥
দেখ সখি বিচার ক'রে, সূর্য্য তাপ সহ্য ক'রে,
বিবর্ণ ছিল যত ফল, হ'ল উজ্জ্বল বর্ণ ধারি ॥ ৫ ॥

বিরহ তাপ আমি যত, জন্মাবধি সহি কত,
হয়নি কি মনেরই মত, রাখ্‌বে কত বিবর্ণ করি ॥ ৬ ॥
কালী কহে শুন কামিনী, সময় না হ'লে জানি,
বর্ণে বর্ণ নাহি মিলে, শত চেষ্টা করিলে তাঁরি ॥ ৮ ॥

আষাঢ় মাস বর্ণনা।

রাগিণী খট—তাল কাওয়ালী।

আষাঢ়েতে ঘন ঘটা হয় বারি বরিষণ।
ভেকগণ আনন্দে মেতে বিহারে তারা নিশি দিন ॥ ১ ॥
আনন্দে ক'রে কোলাহল, জলাশয়ে উঠে গোল,
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া তারা সুখে করে বিচরণ ॥ ২ ॥
ভেক ভাসে সুখ নীরে, আমি ভাসি দুঃখ নীরে,
এ দুঃখ জানাব কারে আমি জানি জানে মন ॥ ৩ ॥
বিষম বিপদ কালে, এসে নাহি দেখা দিলে,
মরি তাঁর বিরহানলে, কেমন সে নিদারুণ ॥ ৪ ॥
রেখ সখি রেখ মনে, না হেরিলাম এ জীবনে,
কঠিন হৃদয় তাঁর, পাষাণে বেঁধেছে মন ॥ ৫ ॥
জনম বিফলে গেল, কিছু ফল না ফলিল,
পরেবা কি হয় বল, সখি না হ'ল মিলন ॥ ৬ ॥
কালী কহে রসবতী, করেছ যাঁর পীরিতি,
সে তোমার সঙ্গের সাথি, সময়ে হবে মিলন ॥ ৭ ॥

শ্রাবণ মাস বর্ণনা।

রাগিণী ভীম পলাশ্রী—তাল একতালা।

শ্রাবণে বরষে ধারা ঘন মেঘে গগনে।
আমার উঠে প্রেম তরঙ্গ বহে বারি দুনয়নে॥ ১॥
ধারার শ্রাবণ লোকে বলে, বুক ভেসে যায় নয়ন জলে,
হৃদয় আকাশে বিরহ মেঘে, বরিষণ হয় সঘনে॥ ২॥
দুরন্ত এ শ্রাবণ মাস, না পুরিল সখি মন আশ,
সে আশাতে হলেম নৈরাশ, মনের সাধ রহিল মনে॥ ৩॥
কালো কহে শুন কামিনী, মনের সাধ পুরিবে জানি,
পাবে নিজ গুণমণি, ধার্য্য করা গেছে যে দিনে॥ ৪॥

ভাদ্র মাস বর্ণনা।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল একতালা।

ভাদ্র অভদ্রা মাস সংসারে, ঘোষণা করে।
দারুণ তপন তাপ গ্রীষ্মে না তিষ্ঠিতে পারে॥ ১॥
সখি এ অভদ্রা মাসে, গ্রীষ্মে বুঝি প্রাণ বিনাশে,
আছি তাঁর আশার আশে, দেখ্‌বো ব'লে নয়ন ভ'রে॥ ২॥
যখন এ দেহ ছেড়ে, প্রাণ পাখি যাইবে উড়ে,
এ কায়া রহিবে প'ড়ে কি ফল তাঁর এলে পরে॥ ৩॥
শুন প্রাণ সখি বলি, বিচ্ছেদে তাঁহারি জ্বলি,
এ জীবনে না দিল দেখা, দেখ্‌বো কি আর জন্মান্তরে॥ ৪॥

ভাদ্রে লোকে অভদ্রা কয়, শুভ কার্য্য নাহি হয়,
রাষ্ট্র এ ভারত ময়, প্রাণ সখি বলি তোমারে ॥ ৫ ॥
কালী কহে শুন সতী, শুভাশুভ তাঁরই স্থিতি,
করিয়াছ যাঁর পীরিতি, পাবে সময় হ'লে পরে ॥ ৬ ॥

আশ্বিন মাস বর্ণনা।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

আশ্বিনে আকাশে ঘন মেঘে হয় বরিষণ।
আমি তাঁর প্রেমনীরে, ভাসি সখি নিশিদিন ॥ ১ ॥
অকূল পাথার দেখি, কেমনে পার হ'ব সখি,
সপ্ত সিন্ধু না পার হ'লে, পাব কি সেই শ্রীচরণ ॥ ২ ॥
বড় আশা মনে ছিল, অভদ্রা কাটিয়া গেল,
শুভ আশ্বিনে হবে ভাল, বহিবে সুসমীরণ ॥ ৩ ॥
সুবায়ু বহিলে পরে, ভেসে ভেসে বিচ্ছেদনীরে,
সাত সমুদ্র যাব পরে, তের নদী পার হয়ে পুন ॥ ৪ ॥
মিলিব সে প্রিয় সনে, বাসনা এ ছিল মনে,
গ্রহ তায় হইল বাদী, বৃথা হ'ল অকিঞ্চন ॥ ৫ ॥
আশ্বিনের আশা গেল, অদৃষ্ট সখি না ফিরিল।
দেখিতে দেখিতে গেল, হ'ল নিশির স্বপন ॥ ৬ ॥
বুঝি আর এ জীবনে, হেরিব না সে প্রাণ ধনে,
আশার পিপাসায় তাঁর, যাবে সখি এ জীবন ॥ ৭ ॥
কালী কহে ধন্য ধন্য, তুমি সতী মহামান্য,
প্রেম পুষ্প মালা গলে, তোমারই হয় সুশোভন ॥ ৮ ॥

কার্ত্তিক মাস বর্ণনা।

রাগিণী বিভাষ—তাল ঢিমে তেতালা।

কার্ত্তিকে কাতর অতি ফাটে বুক কান্ত বিনা
কেমনে বাঁচিব সখি সহেনা আর যাতনা ॥ ১ ॥
কার্ত্তিকে মেঘে বর্ষে বারি, সে বারির গুণ ভারি,
গজমতী মুক্তা জন্মে, আরও জন্মে রত্ন নানা ॥ ২ ॥
সে জলের দেখে গুণ, আরও জ্বলে মনাগুণ,
গুণান্বিত এ অমৃত জলে, মনাগুণ নিবিলনা ॥ ৩ ॥
ভেবেছিলাম এই মনে, কার্ত্তিকে বারি বরিষণে,
নিবিবে বিরহানল, যাতনা আর রবে না ॥ ৪ ॥
গ্রহদোষ না ঘুচিল, সে আশা না পূর্ণ হ'ল,
কার্ত্তিক হইল শেষ, উপায় কিছু দেখি না ॥ ৫ ॥
এ জনমে সখি তাঁরে, দেখ্‌বো কি নয়ন ভোরে,
বিচ্ছেদ অকুল পাথারে, পাব কি কুল বলনা ॥ ৬ ॥
বিচ্ছেদ তরঙ্গ ভারি, ভেসে ভেসে তায় ঘুরি,
বল্‌না সখি কি করি, পার হ'তে পারিব কি না ॥ ৭ ॥
কার্ত্তিক গেল গেলনা জ্বালা, কত সব আমি অবলা,
হয়েছে চিত চঞ্চলা, ধৈর্য্য সখি মানে না ॥ ৮ ॥
কালী কহে গুণবতী, অধৈর্য্য হয়োনা অতি,
হইলে চঞ্চল মতি, প্রেম করা সাজে না ॥ ৯ ॥

অগ্রহায়ণ মাস বর্ণনা।

রাগিণা গৌরী--তাল যৎ।

অগ্রাণের শীতে সখি, শরীর শীতল করে।
তাহে তাঁর বিরহজ্বর পশিয়াছে অন্তরে ॥ ১ ॥

গরল মিশ্রিত স্বর, অন্তরে করেছে ঘর,
বিষে তাঁর জর জর, থর থর অঙ্গ করে ॥ ২ ॥
সাধ করে ক'রে সাধ, অগ্রাণে পুরিবে সাধ,
সে সাধে হ'ল বিষাদ, গরলেতে প্রাণ হরে ॥ ৩ ॥
ভালবাসি আমি যারে, ভুলিয়াছে সে আমারে,
এ জনমে কি পাব তাঁরে, কিবা জন্ম জন্মান্তরে ॥ ৪ ॥
দেখ্‌না সখি দেখ্‌না তুই, জানিনা আমি তাহা বই,
তবু সে আমার হ'ল কই, এ দুঃখ কহিব কারে ॥ ৫ ॥
অগ্রাণ মাস ফুরাইল, মনের আশা না পুরিল,
অভিলাষ না মিটিল, না হেরিলাম সখি তাঁরে ॥ ৬ ॥
কালী কহে হে সুন্দরী, হইয়াছে দুঃখ ভারি,
আশীর্ব্বাদ আমি করি, সময় হ'লে পাবে তাঁরে ॥ ৭ ॥

পৌষ মাস বর্ণনা।

রাগিণী ধুন্‌—তাল কাওয়ালী।

পৌষ মাসেরই হিমে, হয় সখি হিমাঙ্গ।
তাহে হৃদয় সাগরে উঠে তাঁহারই প্রেম তরঙ্গ ॥ ১ ॥
উঠে তরঙ্গ মহাবেগে, ভাসায় সে, চারি দিকে,
পড়েছি মহা গোলযোগে, কখন ঘটে কিবা রঙ্গ ॥ ২ ॥
মনে ছিল এ ভরসা, পৌষে পুরিবে আশা,
হল সে আশা নিরাশা, ভয়ে সখি কাঁপে অঙ্গ ॥ ৩ ॥
করে তাঁর পীরিতি সখি, কভু না হইলাম সুখী,
জনম দুঃখিনী হলেম, না হইল তাঁরই সঙ্গ ॥ ৪ ॥
সাধে কি তাঁরে করি যতন, মনের সে মনরঞ্জন,
এজন্য তাঁর আকিঞ্চন, করি কামনা হবে সাঙ্গ ॥ ৫ ॥

আমি সখি দুষীনা তাঁরে, সকলই অদৃষ্টে করে,
সময় হইলে পরে, দেখা দিয়া করিত সঙ্গ ॥ ৬ ॥
কালী কহে কামিনী জানি, যা কহিলে সত্য মানি,
সময়ে হয়না জানা জানি, অসময়ে বাদে রঙ্গ ॥ ৭ ॥

মাঘ মাস বর্ণনা।

রাগিণী কানাড়া—তাল ধামার।

এল এ মাঘের মাস সখি মানস পুরিবে।
যেরূপ হৃদয়ে গাঁথা হেরে রূপ প্রাণ জুড়াবে ॥ ১ ॥
রূপের সাগরে তাঁর, ডুবে আছে মন আমার,
তবু মন নাহি মানে, নয়নে তাঁরে হেরিবে ॥ ২ ॥
এ আশায় নিশিদিন, করি তাঁরে অন্বেষণ,
মাঘের পূর্ণিমা পরে, কামনা সখি পূর্ণ হবে ॥ ৩ ॥
মনে ক'রে এ বাসনা, করি কত ভাবা গোনা,
দুঃখ নিশি পোহাইলে, সুখ রবি উদয় হ'বে ॥ ৪ ॥
হ'য়ে কত আনন্দিত, হেরি তাঁর আশাপথ,
মাঘ মাস হোল গত, আর কি সখি সে আসিবে ॥ ৬ ॥
কেন এত ছলনা করে, বল্না সখি সে আমারে,
দারুণ যাতনা দুখী, মরি আমি ভেবে ভেবে ॥ ৬ ॥
তাঁরে সাজে কি এ চাতুরি,জীবনের যে অধিকারী,
আমি যাঁর আজ্ঞাকারী, যে হুকুম সে করিবে ॥ ৭ ॥
আমি এ সংসারে থেকে, সর্ব্বস্ব সোঁপেছি তাঁকে,
বল্না সখি সে আমাকে, এত কেন জ্বালাবে ॥ ৮ ॥

আর দোষ দিবনা তাঁরে, সকলই ললাটে করে,
বিধির লিখন যাহা, সে কভু কি খণ্ডাইবে ॥ ৯ ॥
পূর্ব্বজন্ম কৃত ফলে, জনম গেল বিফলে,
প্রারব্ধ না শেষ হ'লে, কেমনে মিলন হবে ॥ ১০ ॥
কালী কহে কামিনী ধন্য, যথা কথায় করি মান্য,
সময় না হ'লে যথা, কে কোথায় পাইবে ॥ ১১ ॥

ফাল্গুন মাস বর্ণনা।

রাগিণী গারা—তাল খামসা।

এল এ ফাল্গুন মাস বহে মলয়া পবন।
নানা ফুল ফুটে তাহে সুগন্ধে সখি হরে মন ॥ ১ ॥
গন্ধে তার মেতে মন, উচ্চস্বরে ডাকে ঘন,
কোথা নাথ কোথা নাথ, জীবনের জীবন ধন ॥ ২ ॥
ফাল্গুন বসন্ত কালে, আমারে না দেখা দিলে,
একথা কহিতে গেলে, দ্বিগুণ জ্বলে মনাগুণ ॥ ৩ ॥
সেধে সেধে কাল কাটে, তোমার মন নাহি উঠে,
কলঙ্ক রটিল হাটে, বিফলে গেল জীবন ॥ ৪ ॥
লাজ ভয় নাহি করি, হৃদয় বাসরে হেরি,
সুখেতে বিহার করি, নিশিদিন এ আকিঞ্চন ॥ ৫ ॥
মনের সাধ মিটাইতে, সাধি তোমায় বিধিমতে,
পুরাতে আমার সাধ, হয় নাকি তোমার মন ॥ ৬ ॥
সাধি নানা যত্ন ক'রে, মন ভুলিবে দেখ্‌বে ফিরে,
হ'ল সে বালির বাঁধ, মিছামিছি অকারণ ॥ ৭ ॥

বড় সাধ ছিল মনে, পুরিবে সাধ ফাল্গুনে,
ফুটিবে হৃদয় ফুল, এসে মলয় পবন ॥ ৮ ॥
বাস প্রকাশিলে ফুলে, মলয়ের সঙ্গে মিলে,
কান্তের সদন গিয়া, জানায়ে দুঃখ বিবরণ ॥ ৯ ॥
নাসিকায় প্রবেশ ক'রে, মাতাইয়া প্রাণেশ্বরে,
নিমিষে আনিয়া তারে, উভয়ে করাতো মিলন ॥ ১০ ॥
তাহা না হইল সখি, গেল এ ফাল্গুন দেখি,
জনম দুখিনী হলেম, আর কি সখি হবে মিলন ॥ ১১ ॥
কালী কহে শুন কামিনী, পাবে নিজ গুণমনি,
সময় হইলে জানি, অসময়ে সাধ কেন ॥ ১২ ॥

চৈত্র মাস বর্ণনা।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

বৎসর হইল শেষ এল এ চৈত্র মাস।
সাধিলাম নানা যত্নে বৃথা গেল বার মাস ॥ ১ ॥
আশার আশায় কাটে রাত, না এল সখি প্রাণনাথ,
এ দুঃখ জানাব কত, না পুরিল মন আশ ॥ ২ ॥
সেধে সাধ না মিটিল, সাধেতে বিষাদ হ'ল,
সে তো' সখি না হেরিল, গেল এ চৈত্র মাস ॥ ৩ ॥
বড় সাধ ছিল মনে, বৎসরের শেষ দিনে,
হেরিব সে প্রাণধনে, দুঃখ যাতনা হবে নাশ ॥ ৪ ॥
কই সখি সে এল কই, জানিনা আমি তাহা বই,
এ জীবন আছে মাত্র, আসার তাঁর ক'রে আশ ॥ ৫ ॥
যদি সখি সে না আসে, এ জীবন রবে কিসে,
আছে তাঁর আসার আশে, নহে এ হোত বিনাশ ॥ ৬ ॥

যে ভাব তাঁহারে দেখি, আমার দুঃখে নয় সে দুঃখী,
আমি ব'লে দেখি দেখি, মিছে করি তাঁরই আশা ॥ ৭ ॥
যত আমি তাঁরে সাধি, ন'জনে তায় হ'য়ে বাদি,
শুনিতে না দিল তাঁরে, বৃথা গেল বার মাস ॥ ৮ ॥
বার ঘাঁটি বেড়ায় তারা, সময় মত দেয় পারা,
অসময়ে দেয় না ছেড়ে, ঘুরে বেড়ায় বার মাস ॥ ৯ ॥
বেধেছে সখি বিষম লেটা, বড় দুরন্ত সেই নয়টা,
কর্‌ছে আমায় নটাপটা, কেমনে পুরিবে আশ ॥ ১০ ॥
মনের সাধ মনে রহিল, বার মাস কেটে গেল,
জনম বিফল হোল, আশাতে হলেম নৈরাশ ॥ ১১ ॥
বল্‌না সখি বল্‌না তুই, সে আমার হ'ল কই,
এজনমের মত আর, না রহিল আশার আশ ॥ ১২ ॥
কালী কহে শুন ললনা, ব্যস্তে না পুরে কামনা,
সহিতে হয় দুঃখ যাতনা, তবে পুরে মনেরই আশ ॥ ১৩ ॥

পীরিতি।

রাগিণী টৌরী—তাল আড়া।

যে করে পীরিতি সই, জাতি কুল সে কি খোঁজে।
লাজ ভয় করে না সে, যে তাঁর পীরিতে মজে ॥ ১ ॥
যার সঙ্গেতে মন মজে, হাড়ি ডোম সে কি বাছে,
দোষাদোষী সংসারে আছে, পীরিতে কোথায় সাজে ॥ ২ ॥
পীরিতির নাহি জাতি, অষ্টধাতুর যেমন রীতি,
পরেশ করিলে স্পর্শ, একবর্ণ হয় কাজে কাজে ॥ ৩ ॥

পীরিতি পরেশ মান্য, বর্ণকে না রাখে ভিন্ন,
করে সেই একবর্ণ, বিবর্ণ কি প্রেমে সাজে ॥ ৫ ॥
কালী কহে যথা বটে, প্রেমেতে সব এক চেটে,
প্রভেদ নাই প্রেমেরই হাটে, ভিন্নভাব সংসার মাঝে ॥ ৫ ॥

কল্পিত জগৎ।

রাগিণী আড়ানাবাহার—তাল একতালা।

কল্পিত জগত এই মায়ারই রচনা।
সংসারী লোকে ভুলেনা কভু বিনা প্রবঞ্চনা।
মিথ্যায় জগৎ ভুলে, আছে এই কালে কালে,
সে সব কথা বল্‌তে গেলে, বাড়ে দুঃখ যাতনা ॥ ২ ॥
কেহ বা করিয়া ভেল, করে নাটুয়ার খেল,
উর্দ্ধেপদ নিম্নে শির, যোগ জপ করে নানা ॥ ৩ ॥
নয়ন মুদিয়া রয়, ডাকিলেনা কথা কয়,
দেখে লোকের ভক্তি হয়, করে তারে যত্ন নানা ॥ ৪ ॥
কেহ করে পদ সেবা, কেহ বলে পাও বাবা,
সংসারী লোকে এমনি হাবা, চাতুরি তার বুঝেনা ॥ ৫ ॥
কেহ বা নয়ন মুদিয়া, ত্রিশূল কমণ্ডল হাতে নিয়া,
লোভ লাভের মালা গলে, তিলক কাটা শিরে নানা ॥ ৬ ॥
দেখিলে এমন সাধু ঋষি, ভুলনা জগতবাসী,
এরা দেয় গলায় ফাঁসি, ক'রে নানা প্রতারণা ॥ ৭ ॥
সতর্ক থাকিবে সবে, নিকটেতে না যাইবে,
গেলে কাছে ঠকিতে হবে, যেন ভুলনা ভুলনা ॥ ৮ ॥
ধরণী প্রলয় হবে, মুক্তি এরা না পাইবে,
শেষে সর্প রূপ হবে, ভুগিবে নানা যাতনা ॥ ৯ ।

কালী কহে জানি জানি, প্রবঞ্চক সাধু যিনি,
সাধু বেশ ধ'রে সেই করে নানা ছলনা ॥ ১০ ॥
অন্তরেরই সাধু যিনি, অন্তর্যামী হন তিনি,
ভূত ভবিষ্যৎ তাঁর আগম নিগম আছে জানা ॥ ১১ ॥
সে কেন সাজিয়া সং, ভুলাবে লোকে ক'রে ঢং,
তিন লোকে সে তুচ্ছ জেনে কারো সঙ্গে মিসেনা ॥ ১২ ॥

প্রেমের শরীর।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল কাওয়ালী।

প্রেমের শরীর যাঁর সে কি মরণেতে ডরে।
পতঙ্গ প্রদীপে দেখ পড়িয়া পুড়িয়া মরে ॥ ১ ॥
আমি সই তাঁর প্রেমে ক'রে, যাতনা সই ঘরে পরে,
লাজ ভয়ে কিবা করে, জীবন সোঁপেছি যাঁরে ॥ ২ ॥
কুলমান সম্পদ যত, প্রেমেতে সকলই হত,
চিন্তা এই অবিরত, কেমনে হেরিব তাঁরে ॥ ৩ ॥
জন্মিয়া ভারত মাঝে, তাঁহারই পীরিতে মজে,
মান অভিমান আর কি সাজে, সেরূপে লয়েছে হো'রে ॥ ৪ ॥
সংসারের নাহি আশ, তার সঙ্গেতে করি বাস,
আছে এই অভিলাষ, মরণে কে ভয় করে ॥ ৫ ॥
যে রূপ হৃদয়ে আছে, প্রকাশ করিনা পাছে,
লোকে শুনে হাসিবে মিছে, উপহাস আরও করে ॥ ৬ ॥
সেরূপে মজিলে মন, তুচ্ছ এই ত্রিভুবন,
যেমন ভোজেরই বাজি, নানারূপে খেলা করে ॥ ৭ ॥
কালী কহে যথা বটে, পীরিতে যাঁর মন পটে,
গলায় মাথা সে হাড় কাটে, এক চোপে বিনাশ করে ॥ ৮ ॥

ভাবনা।

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল খামার।

কেন মন বল শুনি কর এত ভাবাগোনা।
অসময়ে পাবেনা তাঁরে মিছে কর ভাবনা॥ ১॥
করিলে কোটি যতন, ভোলে কি তাঁহারই মন,
বৃথা করা আকিঞ্চন, সাধিলে সাধ পুরেনা॥ ২॥
বুঝে দেখ তুমি মনে, কত শত সাধুগণে,
সাধে তাঁরে বনে বনে, পুরাইতে বাসনা॥ ৩॥
সে কি সে সাধায় ভোলে, পড়িয়াছে তাঁরা গোলে,
রীতি আছে কালে কালে, পায়না তাঁয় সময় বিনা॥ ৪॥
কালীকহে বথা বটে, খুঁজে কে পায় ভবের হাটে,
মিছামিছি বেড়ায় ছুটে, ভোগে নানা যাতনা॥ ৫॥
মৃগনাভী রেখে নিকটে, খুঁজে তাঁরে বেড়ায় ছুটে,
প্রাণ যায় তাঁর প'ড়ে সঙ্কটে, আছে নিকটে জানেনা॥ ৬॥
সেরূপ মানব তাঁরে, রাখি নিজ অন্তঃপুরে,
মিছে কাজে মরে ঘুরে, বাহিরে খুঁজে পাবেনা॥ ৭॥

অষ্টাদশ সহস্র নাম।

রাগিণী যোগিয়া—তাল ঢিমেতেতালা।

অষ্টাদশ সহস্র নাম ধর তুমি প্রাণনাথ।
যে নামে যে তোমায় ডাকে তাহে তও হরষিত॥ ১॥
ত্রিগুণ বিশিষ্ট জেনে, তিন লোকেতে বাখানে,
আদি অন্ত সর্ব্ব ভুলে তুমি নাথ বিরাজিত॥ ২॥

তোমা ছাড়া তিন লোকে, অন্যে নাহি দেখি চোখে,
ইচ্ছা এই হৃদয়ে রেখে, তুষি তোমায় মনোমত ॥ ৩ ॥
নাইকো তোমার জাতি কুল, যে খোঁজে তোমায় রেখে কুল,
একি বিষম ভুল নিতান্ত এ অসঙ্গত ॥ ৪ ॥
কালী কহে যথা বটে, জাতি কুল কোথা থাটে,
বিক্রি যে প্রেমেরই হাটে, হয়েছে হইয়া জ্ঞাত ॥ ৫ ॥
তাঁরই প্রেমে যেই মজে, জাতি কুল সে ছাড়ে নিজে,
দেখে এ সংসার মাঝে, মিছামিছি গোল যত ॥ ৬ ॥
আমি যাঁর প্রেম ভিখারী, জাতি কুল তাঁর নাহি হেরি,
তবে কেন বৃথা মরি, জাতি ধর্ম্ম লয়ে এত ॥ ৭ ॥

বিচ্ছেদ যাতনা।

রাগিণী ছায়ানট—তাল সুরফাঁকতাল।

বিচ্ছেদ যাতনা নাথ আর কত সহিতে বল।
আশায় আশায় কাল গেল আশা না পুরিল ॥ ১ ॥
যায় কাল আসে কাল, কালেতে সে করে কাল,
রাখিবে আর কত কাল, কালের বশীভূত বল ॥ ২ ॥
বিচ্ছেদ যাতনা দিলে, কালের হাতে সমর্পিলে,
কাটে কাল কালে কালে, তবু দয়া না হইল ॥ ৩ ॥
হর দুঃখ প্রাণনাথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
ঘুচুক এ যাতনা যত, দেখা দিয়া নাশ কাল ॥ ৪ ॥
কালীকহে সংসার বাসে, আছে সবে কালেরই বশে,
কাটে কাল কাল গ্রিরাসে, কালে কালে যায় কাল ॥ ৫ ॥

সাধনা।

রাগিণী দেবগিরী—তাল খামসা।

সাধিলে সাধ পুরেনা কভু সময় না হ'লে পরে।
অন্তরে না সাধিয়া যে বা সাধে তাঁরে অন্তরে ॥ ১ ॥
সাধিলে অন্তর থেকে, সে তাঁরে অন্তরে দেখে,
কেমনে পাইবে তাঁকে, সাধিলে কি সাধ পুরে ॥ ২ ॥
হৃদয় বাসরে যে বা, নিশিদিন করে সেবা,
হরিহর আত্মা হ'য়ে সাধে তাঁরে যত্ন ক'রে ॥ ৩ ॥
সে তাঁর হৃদয় মাঝে, প্রকাশ যে হয় নিজে,
গোপনে থাকা আর কি সাজে, তিমির রাশি নাশিলে পরে ॥ ৪ ॥
হয় মহা হরষিত, হৃদয়ে হ'লে প্রকাশিত,
আনন্দের থাকেনা সীমা, প্রাণকান্তে সুখে হেরে ॥ ৫ ॥
মহাজ্যোতি হৃদয়ে হ'লে, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে,
তিন লোক দেখিতে পায়, কটাক্ষ পাত করিলে পরে ॥ ৬ ॥
ভব ভয় নাহি থাকে, কাল দেখে পালায় তাঁকে,
শ্রেষ্ঠ হয় সে তিন লোকে, সুখেতে বিরাজ করে ॥ ৭ ॥
নাথের সোহাগ পায়, তিন লোক তুচ্ছ হয়,
রঙ্গ রসে থাকে সে মোজে, আর কি মজে এ সংসারে ॥ ৮ ॥
কালী কহে সত্য বটে, সে কি মজে সংসার হাটে,
প্রাণকান্ত যাঁর আছে নিকটে, সুখে নিশি ভোর করে ॥ ৯ ॥

বিরহ।

রাগিণী মালশ্রী—তাল পটতাল।

যা' হবার হয়েছে সখি আর কি তাঁর কথায় ভুলি।
জন্ম জন্মান্তরে যাঁরে খুঁজি দিয়া কুলে কালি ॥ ১ ॥

কলঙ্ক রটিল কুলে, কাটে কাল কালে কালে,
আশার আশায় কাল কাটালে, না ঘুচিল মনেরই কালি ॥ ২॥
জানিনা কি অপরাধী, নিশিদিন তাঁরে সাধি,
ইচ্ছা হয় নিরবধি, হৃদয়ে হৃদয় মিলি ॥ ৩ ॥
জন্মাবধি যাঁর লাগি, হয়েছে মন অনুরাগী,
এ দুঃখ লাঞ্ছনা ভুগী, কুলে দিয়া জলাঞ্জলী ॥ ৪ ॥
অন্তরে গুমুরে মরি, প্রকাশিতে নাহি পারি,
কার যেন ক'রছি চুরী, শুনিলে লোক দিবে তালি ॥ ৫ ॥
কথায় ভুলিয়া তাঁর, এ দুর্গতি হ'ল আমার,
দোষীলে কি হবে বল, অদৃষ্টেরই লেখা সকলি ॥ ৬ ॥
কালী প্রসন্ন এই বলে, কথায় জগৎ ভুলে,
কথায় গরল উঠে, কথায় দেয় অমৃত ঢালি ॥ ৭ ॥

বিরহ।

রাগিণী খট—তাল আড়াচৌতাল।

বল্‌না সখি সত্য ক'রে কোথা গেলে পাই তাঁরে।
অন্বেষণ ক'রে দেখি এ তিন সংসারে ॥ ১ ॥
তিনলোকে খুঁজিলে পরে, যদি বিধি মিলায় তাঁরে,
হেরিলে নয়ন ভোরে, দুঃখ যাতনা যাবে দূরে ॥ ২ ॥
এ আশা করিয়া মনে, যাই তাঁরি অন্বেষণে,
সে রূপ না ভুবনে হেরি, যে রূপেতে মন হরে ॥ ৩ ॥
ক'রে বহু অন্বেষণ, না পাইলাম সে রতন,
হ'ল বৃথা পর্য্যটন, সখি না হেরিলাম তাঁরে ॥ ৪ ॥
এখন জেনেছি সখি, হৃদয় বাসরে রাখি,
ভ্রমেতে হ'য়ে বিবাগী, খুঁজেছিলাম ত্রিসংসারে ॥ ৫ ॥

সে সখি জীবনের সার, তাঁহা বিনা ত্রিসংসার,
নির্জ্জীব হইয়া যাবে, বাঁচিবে কেমন ক'রে ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মময় জগৎ ব'লে, ঘোষণা করে সকলে,
আমি পড়ে ছিলাম গোলে, না চিনিয়া আপিঙ্গরে ॥ ৭ ॥
সর্ব্বভূতে বিরাজমান, সে দেখি জগতের প্রাণ,
দরশন পায়না তাঁর, সময় না হ'লে পরে ॥ ৮ ॥
অপ্রকাশ্য হৃদয়ে থাকে, সময় হ'লে দেখে তাঁকে,
নানা তীর্থে খোঁজে লোকে, নানা আড়ম্বর ক'রে ॥ ৯ ॥
কালী কহে যথা বটে, পোড়ে লোকে ভ্রমেরই হাটে,
কি করিবে বেড়ায় ছুটে, কোথা গেলে পায় তাঁরে ॥ ১০ ॥

সংসারের কারখানা।

রাগিণী যোগিয়া—তাল চৌতাল।

দেখ সখি দেখ দেখ সংসারেরই কি কারখানা।
প্রাণনাথে ভুলাইতে মৌখিক করে সাধনা ॥ ১ ॥
স্নান আচমোন ক'রে, নানা ফুল উপহারে,
ভুলাইব ব'লে তাঁরে, আড়ম্বর ক'রে নানা ॥ ২ ॥
মুখে মন্ত্র পাঠ করে, শত নাম ধ'রে তাঁরে,
পুষ্পাঞ্জলী দেয় তারপরে, করে কত উপাসনা ॥ ৩ ॥
মুখে ভালবেসে তাঁরে, কেবা পায় ত্রিসংসারে,
মিছে কাজে মরে ঘুরে, শুষ্ক বৃক্ষে ফল ফলেনা ॥ ৪ ॥
হৃদয় বাসরে তাঁরে, মনযোগে যোগ ক'রে,
যে নাহি সাধন করে, কেমনে পাবে বলনা ॥ ৫ ॥

হৃদয় বাসরে যিনি, বিরাজ করে দিবা যামিনী,
নাচিনে নিজ গুণমণি, মুখেতে যে করে সাধনা ॥ ৬ ॥
তাঁর সাধ পুরে কেমনে, প্রাণকান্তে যে না চিনে,
পরিশ্রম অকারণে, বৃথা করে উপাসনা ॥ ৭ ॥
হৃদয় সিংহাসন স্থিত, প্রাণকান্ত বিরাজিত,
সাধিতে বাসনা হ'লে, শুন তবে মন্ত্রণা ॥ ৮ ॥
কামাদি পশু ছটাকে, হনন করিয়া তাকে,
সে রুধির অষ্টাঙ্গে মেখে, ত্রিবেণীর স্নান করনা ॥ ৯ ॥
শুদ্ধ হ'য়ে তার পরে, বিবেক বসন পোরে,
হৃদয় পুষ্প চয়ন ক'রে, নাথের সদনে যাওনা ॥ ১০ ॥
সিংহাসন নিকটে গিয়া, মনে মন মিশাইয়া,
স্তব স্তুতি ক'রে তাঁরে হৃদয় পুষ্পে পূজনা ॥ ১১ ॥
হ'য়ে সেই হরষিত, তোমাতে হইবে রত,
ঘুচে যাবে দুঃখ যত, রবেনা ভব যাতনা ॥ ১২ ॥
কালী কহে সত্য জানি, যে কহিলে আমি মানি,
না হ'লে আকাশ বাণী, পূর্ণ হয় না কামনা ॥ ১৩ ॥
সময় না হলে পরে, কে দেয় সন্ধান কারে,
কাজে কাজে মরে ঘুরে, কি করিবে সে জানেনা ॥ ১৪ ॥
চিরাধীন মানব প্রথা, স্বাধীনতা পাবে কোথা,
না হ'লে সময় যথা, দৈববাণী হবেনা ॥ ১৫ ॥
দৈববাণী না হইলে, পথ ঘাট কে দিবে বোলে,
রীতি আছে কালে কালে, অন্যথা এর হবেনা ॥ ১৬ ॥

জীবনের জীবন।

রাগিণী ইমন্ ভূপালী।—তাল আড়াঠেকা।

জীবনের জীবন তুমি, তোমা ছাড়া কেহ নয়।
বাসনা পুরাও মম অদর্শনে প্রাণ যায়॥ ১॥
নম নম স্বরে ডাকি, নয়ন তুলে হের দেখি,
দরিদ্র এ দীনদুঃখী বিচ্ছেদানলে প্রাণ যায়॥ ২॥
খ্যাত নাম চরাচরে, তব নাথ এ সংসারে,
সাধি তোমায় বিনয় ক'রে, গরিমা কোথায়॥ ৩॥
রজত কাঞ্চন রাশি, ভূসম্পত্তি দাসদাসী,
সকলই ক্ষণেক স্থায়ী, নশ্বর এ সমুদয়॥ ৪॥
সকলই অনিত্য কালী বলে, মিছে কেন পড়ি গোলে,
পেলে সে হৃদয় নাথে, সুখে প্রাণ জুড়ায়॥ ৫॥

ভালবাসা।

রাগিণী শ্যামকল্যাণ।—তাল আড়াঠেকা।

ভালবাসি ব'লে নাথ তুমি ভালবাসনা।
কালে কালে কাল গেল না পুরিল বাসনা॥ ১॥
বিচ্ছেদ এ ভবসাগরে, ভাসিতেছি জন্মান্তরে,
কভু না দেখিলে ফিরে, মম এ দুঃখ যাতনা॥ ২॥
তুষি ক'রে যত্ন কত, পাষাণ হোলে গোলে যেত,
কেমন কঠিন চিত, তব নাথ জানিনা॥ ৩॥

সিন্ধুনীরে ভাসাইয়ে, পাষাণে বেঁধেছ হিয়ে,
এ জনমে বুঝি নাথ দেখা আমায় দিবেনা ॥ ৪ ॥
কালী কহে যথা বটে, ভ্রমিতেছি ভবের হাটে,
কান্ত বিনা বুক ফাটে, সহ্য হয় না যাতনা ॥ ৫ ॥

বিরহ।

রাগিণী ইমন্ ভূপালী।—তাল ঢিমেতেতালা।

আমার এ দুঃখ যাতনা কি হবে জানায়ে নাথ।
মিলনেরই আশা কোথা ভাসায়েছ জন্মের মত ॥ ১ ॥
রজনী ও দিনমানে, হোতেছি দাহ মনাগুনে,
সে দারুণ হুতাশনে, নয়ন জলে পল্লাবিত ॥ ২ ॥
তুষি ক'রে যত্ন নানা, মিছে হোল উপাসনা,
শুনিলে না মম যাতনা, খেদে মরি কব কত ॥ ৩ ॥
থাক থাক কালী বলে, কষ্টেতে কি কান্ত মেলে,
ইচ্ছা তাঁর না হইলে, তিমির রাশি হয় না হত ॥ ৪ ॥

বিরহ।

রাগিণী হাম্বির—তাল যৎ।

প্রাণনাথ জানাব কত মম দুঃখ যাতনা।
দারুণ বিচ্ছেদ জ্বালা কত সব বলনা ॥ ১ ॥
পোড়ে এ মায়ারই হাটে, প্রাণনাথ বেড়াই ছুটে
এ মায়া কেমনে কাটে, তব দরশন বিনা ॥ ২ ॥
এ ভব সংসার মাঝে, বেঁধেছে মায়া মহাতেজে,
কলুর বলদের মত, নয়ন দুটী ক'রে কানা ॥ ৩ ॥
আষ্টে পিষ্টে মায়া বাঁধনী, টানাচ্ছে এ ভবের ঘানি,
পোড়েছি নাথ ঘোর সঙ্কটে, উপায় নাই তোমা বিনা ॥ ৪ ॥

কালী, কহে যথা বটে, যে আসে মায়ারই হাটে,
মায়া তারে বাঁধে এঁটে, জ্ঞান বুদ্ধি আর খাটেনা ॥ ৫ ॥
মায়া চক্রে পড়িলে পরে, ভুলে যায় সে প্রাণেশ্বরে,
মায়ায় হোয়ে বশীভূত, মায়ার করে উপাসনা ॥ ৬ ॥
তবে সুসময় হোলে, সুদর্শন জ্যোতি বলে,
নাশিবে এ মহামায়া, তিলার্দ্ধ তিষ্টিবে না ॥ ৭ ॥

বিরহ।

রাগিণী খাম্বাজ। – তাল কাওয়ালী।

যাঁর লাগি পোড়ে মন পড়েনা সখি তাঁর মনে।
এ দুঃখ দারুণ দুঃখ কারে কই কেবা শুনে ॥ ১ ॥
ভালবাসি আমি তাঁরে, সে কভু না মনে করে,
এ দুঃখ দহে অন্তরে, আমি জানি মন জানে ॥ ২ ॥
তাঁর লাগি আমি দুঃখী, সে কভু না ভাবে সখি,
কেমন কঠিন মন, গোড়েছে তাঁর পাষাণে ॥ ৩ ॥
লোকে বলে এ সংসারে, ভালবাসে যেই যাঁরে,
সে কি ভুলে থাকে তাঁরে, নাহি হেরি ত্রিভুবনে ॥ ৪ ॥
তবে কেন পড়ে না মনে, ভুলে আছে সে কেমনে,
নিশিদিন বিচ্ছেদে যাঁর, দহে মন মনাগুণে ॥ ৫ ॥
ভুলেনা সে কালী বলে, রীতি এই কালে কালে,
সময় না হলে যথা, চায়না ফিরে কার পানে ॥ ৬ ॥

বিরহ।

রাগিণী পিলু। — তাল যৎ।

এ জনমের মত সখি ভুলিয়াছে সে আমারে।
পড়ে কি না পড়ে মনে কেবা জানে জন্মান্তরে ॥ ১ ॥

ভালবাসি আমি ব'লে, ভাসি তাঁর প্রেম সলিলে,
সে বাসুক্ না বাসুক্ ভাল, ভাল আমি বাসিব তাঁরে ॥ ২ ॥
সে আমার জীবন ধন, করিব তাঁরে আকিঞ্চন,
জীবনে না বাসে ভাল, কেবা আছে এ সংসারে ॥ ৩ ॥
কালী শুনে দিল সার, সত্য এই মিথ্যা নয়,
সে রূপে মজিলে মন, ভুলে কি আর জন্মান্তরে ॥ ৪ ॥

বিরহ।

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল আড়া।

ভালবাসি আমি যাঁরে সে ভুলে না মনে করে।
এই কি তাঁর শিষ্টাচার, এ দুঃখ জানাই কারে ॥ ১ ॥
ভালবেসে আমি তাঁরে, ভাসি বিচ্ছেদেরই নীরে,
ভুলিয়াছে এ জনমের মত, বুঝি সে আমারে ॥ ২ ॥
কতদিনে পড়িবে মনে, বাঁচি সখি বল কেমনে,
বিনা তাঁর দরশন, কালেতে লইবে হোরে ॥ ৩ ॥
যথা বলে কালী শুনে, বাঁচেনা প্রাণকান্ত বিনে,
না হোলে মিলন তাঁর, কালেতে হরণ করে ॥ ৪ ॥

বিরহ।

রাগিণী আশাবরী—তাল একতালা।

আমার কথা প্রাণনাথ আছে কি মনে।
ভুলিয়া আমাকে মন বেধেছে পাষাণে ॥ ১ ॥
ভুলে গেলে প্রাণ তুমি, নিশিদিন কাঁদি আমি,
নয়নেরই জলে ভাসি, তবু কি পড়েনা মনে ॥ ২ ॥
আমি চাতকিনী মত, দরশন পিপাসিত,
কর নাথ হরষিত, মিলন অমৃত পানে ॥ ৩ ॥

কালী কহে এই সত্য, সকলই দেখ অনিত্য,
চিরজীবি হয় তাঁর, দরশন সুধাপানে ॥ ৪ ॥

ভবের ঐশ্বর্য্য।

রাগিণী হাম্বির কেদারা—তাল কাওয়ালী।

ভবের ঐশ্বর্য্য যত সকলই অনিত্য মন।
তবে কেন বিভু নাম ভুল রে পামর মন ॥১॥
ধন জন দারা সুত, সংসারী সম্পদ যত,
বাল্য ক্রিড়া ধুলা খেলা, স্থায়ী নহে চির দিন ॥ ২ ॥
নিমিষে পতন হবে, সকলই পড়িয়া রবে,
প্রাণ পাখী উড়ে যাবে, মিছে কর আকিঞ্চন ॥ ৩ ॥
সে নাম সঙ্গের সাথি, তাহা বিনা নাহি গতি,
কর তাঁর স্তব স্তুতি, পথের সম্বল রে মন ॥ ৪ ॥
কালী শুনে কহে যথা, চিরস্থায়ী এই প্রথা,
এ নহে নূতন কথা, জানে সবে চির দিন ॥ ৫ ॥

প্রাণধন।

রাগিণী টোরী—তাল আড়খেমটা।

তুমি আমার প্রাণধন, আমি কি বাসিনা ভাল।
তবে কেন পড়েনা মনে, ভালবেসে কি ফল হ'ল ॥ ১ ॥
ভালবাসি ভালবাসিবে ব'লে, ভালবাসা কি ভুলে গেলে,
শেষে আমায় এই করিলে, চির দিন কাঁদিতে হ'ল ॥ ২ ॥
ভালবাসার প্রতিফল, পেলেম যা' অদৃষ্টে ছিল,
সময় হইলে ভাল, যত্ন ক'রে বাসিবে ভাল ॥ ৩ ॥

কালী কহে জানি ভাল, তাঁরে না বাসিলে ভাল,
মানব জনম মিছে, বিফলে জীবন গেল ॥ ৪ ॥

ভালবাসা।

রাগিণী পিলু—তাল কাওয়ালী।

ভালবেসে প্রাণনাথ প্রাণ সোঁপেছি।
বাস বা না বাস ভাল, তোমারই আছি ॥ ১ ॥
তুমি আমার প্রাণ পাখী, হৃদয় পিঞ্জরে রাখি,
সতত তোমায় দেখি, ভালবেসেছি ॥ ২ ॥
ভাল না বাসিলে পরে, মন কেমন করে,
ভালবাসার এ কি দশা, ভালবেসে মজেছি ॥ ৩ ॥
কালী কহে বাসিলে ভাল, দুঃখে কাটে চিরকাল,
কভু তো বাসিবে ভাল, না বাসিলে তাঁরই আছি ॥ ৪ ॥

ভালবাসা।

রাগিণী পিলু—তাল আদ্ধা।

প্রাণ নাথ দেখ আমি তোমারই আছি।
রাখ বা না রাখ মনে, জীবন সোঁপেছি ॥ ১ ॥
তুমি না করিলে মনে, কে আছে বল এখানে,
জীবন রথের ন্যায়, সারথি ক'রেছি ॥ ২ ॥
তুমি আমি এক হব, চির দিন কি ভিন্ন রব,
কুচক্রেতে কি করিবে, বাদানুবাদ মিছামিছি ॥ ৩ ॥
কালী শুনে এই বলে, সারথি রথে সে না হোলে,
এ রথ কি কভু চলে, ছিন্ন হয় যত কাছি ॥ ৪ ॥

প্রেম।

রাগিণী পিলু বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

ছাড়া ছাড়ি কোথা নাথ তোমায় আমায়।
লোকে দোষাদোষী করে, তাহে কিবা আসে যায়॥ ১॥
তব প্রেমে মন মজে, কি করিবে লোক লাজে,
মিছে এ সংসার মাঝে, দুষীলে কি হয়॥ ২॥
হইলে তোমার মন, উভয়ে হবে মিলন,
তুমি আমি এক হব, কে রবে কোথায়॥ ৩॥
কালী কহে ইহা শুনি, জীবনের জীবন তিনি,
মায়াতে আবদ্ধ জীব, না চেনে তাঁহায়॥ ৪॥
তাঁর শুভ দৃষ্টি হোলে, মুক্তি পায় এ মায়া জালে,
তখনই উভয়ে মিলে, এক হোয়ে যায়॥ ৫॥

ভালবাসা।

রাগিণী পিলু—তাল আদ্ধা।

প্রাণ নাথ বলি এবে ভালবেস আমায়।
তুমি না বাসিলে ভাল যাইব কোথায়॥ ১॥
আমি নাথ এ জীবনে, নাহি জানি তোমা বিনে,
মন প্রাণ সমর্পন, কোরেছি তোমায়॥ ২॥
তোমারই আশ্রিত নাথ, তোমারই তো বশীভূত,
তবে কেন নিগ্রহ এত, বলনা আমায়॥ ৩॥
কালী কহে দয়া তাঁর, সম ভাবে সুবিস্তার,
সময় না হলে পরে, দেখা তাঁর কেবা পায়॥ ৪॥
কেন কর মনস্তাপ, মিছে বকা এ প্রলাপ,
নিষ্কলঙ্ক সে প্রাণনাথ, কলঙ্ক স্পর্শেনা তাঁয়॥ ৫॥
